এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস রা. -এর
ইতিহাসখ্যাত রোম ও মিসর অভিযানের চমকপ্রদ
কাহিনীসম্বলিত উপন্যাস

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর ইতিহাসখ্যাত রোম ও মিসর অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

শেষ আঘাত

৪

[শেষ খণ্ড]

অনুবাদ

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

আল-এছহাক প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০১৫ ইং

ঐতিহাসিক উপন্যাস

শেষ আঘাত ৪ [শেষ খণ্ড] : এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

: মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন অনূদিত

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী

আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স

(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন: ০২৭১২৩৫২৬, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : **২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র**

ISBN-984-837-062-5-[set]

আল-ফিদা

এ. কিউ. এম. ছফিউল্লাহ্ আরিফ

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড অব ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল।

বড় মাপের মানুষদের সবচেয়ে বড় গুণ হলো একেবারে গুণহীন এলেবেলে একজন মানুষকে সহজেই আপন করে নিতে পারেন। মনের ঝাপি খুলে তার সঙ্গে মিশতে পারেন। অভিভূত হওয়ার মতো এই গুণটি তার মধ্যে খুব ভালোভাবেই আছে।

—মুজাহিদ

আমার কথা

আল্লাহ তাআলার অশেষ তাওফিকে শেষ আঘাতের চতুর্থ ও শেষ খণ্ডের বাংলায়নের কাজ শেষ হলো। এর মধ্যে যতোটুকু কৃতিত্ব বর্তায় তার সব প্রাপ্তি অবশ্যই আমার প্রিয় পাঠকদের।

–মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসিন

প্রকাশকের কথা

আশাতীত না হলেও এক প্রকার স্বস্তির সঙ্গেই বলা যায়, ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে এক সময় যে শূন্যতা ছিলো আজ তার অনেকটাই কেটে গেছে। এক ঝাক সৃজনপিয়াসী প্রতিভাধর আলেম নিরলস সাহিত্য চর্চার আলোকে বাংলা ভাষাকে প্রতিনিয়ত করে তুলেছে আরো সমৃদ্ধময়। এক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক ইসলামিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বিপুলসংখ্যক ইসলামমুখী পাঠক শ্রেণী।

এ সব নান্দনিক ও পাঠক প্রিয় সাহিত্যকর্ম প্রকাশনায় "আল-এছহাক প্রকাশনী" বরাবরই অগ্রণী থাকার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযী-এর সবগুলো জনপ্রিয় উপন্যাসের অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশ করে আমরা পাঠক মহলের কাছ থেকে পেয়েছি বিপুল সাড়া। পাঠকমহলেরই উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়ে উপমহাদেশের আরেক প্রবাদতুল্য ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস-এর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোও সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে "আল-এছহাক প্রকাশনী"। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পেলো এনায়েতুল্লাহ আলতামাস-এর 'শেষ আঘাত' চতুর্থ ও শেষ খণ্ড। বিশিষ্ট আলেম সাহিত্যিক, পাঠকপ্রিয় লেখক, অনুবাদক মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন এর অনুবাদ করেছেন, তার অনুবাদে সবসময় মৌলিকতার স্বরূপ আরো শিল্পায়িত তাৎপর্যে বিস্তৃত হয়। পাঠককে যা আরো আকর্ষিত আলোড়িত করে তুলে, এর ব্যত্যয় ঘটেনি এখানেও। তবে শেষ খণ্ডের প্রকাশনায় অনাকাংখিত বিলম্ব ঘটায় পাঠকের কাছে বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

— তারিক আজাদ চৌধুরী

৪

ইস্কান্দারিয়া। মিসরের রাজধানী, মিসরের হৃৎপিণ্ড। পুরো মিসর জয় করলেও ইস্কান্দারিয়া বিজিত না হলে মিসর যেন অধরাই থেকে যায়। রাজধানী জয় করতে না পারলে তো পুরো অভিযানটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই ইস্কান্দারিয়ার দিকে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এবারের যাত্রা। সিপাহসালারের অনুসরণে পুরো মুসলিম সৈন্যবাহিনীর রোখও সেদিকে।

পথে বেশ কিছু দুর্গবেষ্টিত শহর উপশহর রয়েছে। এছাড়াও আছে এবড়ো-খেবড়ো পথের বাধা। এসব প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক বাধার কারণে পথ অতিক্রম করা বেশ দূরহ। নীলদরিয়ার উপত্যকা অঞ্চলও বলা হয় এসব এলাকাকে।

নীলদরিয়ার শাখা অনেকগুলো। কিছু কিছু শাখার উপত্যকীয় এলাকার মাটি বেশ নরম। কোথাও কোথাও চোরাবালিও পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চল জঙ্গলবেষ্টিত। জঙ্গলবেষ্টিত এলাকা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে অতিক্রম করা সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার।

নীলের কোন কোন শাখা এতটা চওড়া, যেগুলো অতিক্রম করতে নৌকাসেতু বানানো জরুরী।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই এলাকার এসব দূরহ পথের চিত্র নিয়ে আগেই চিন্তা ভাবনা করে রেখেছিলেন। এজন্য তিনি দুইজন সালার ও কিছু দূরদর্শী মুজাহিদদেরকে কিষাণের বেশে পথের অবস্থা জানার জন্য আগেই পাঠিয়ে দেন।

এরা পুরো এলাকা পরিদর্শন করে তাঁর কাছে রিপোর্ট করে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাইকে হুকুম করেন,

'নীলদরিয়াকে বাম দিকে রেখে সবাই যাত্রা অব্যাহত রাখবে। নীলের তীর থেকে যেন কারো পথের বিচ্যুতি না ঘটে। কারণ, তীরবর্তী পথটুকুতে বাধা-বিপত্তি অনেকটাই কম। ঘন জঙ্গল বা এবড়ো-খবড়ো পথের ঝামেলাও খুব একটা পোহাতে হবে না।

তবে পথের এ সব বাধা-বিপত্তি ছাড়াও আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো হলো কয়েকটি কেল্লাবেষ্টিত শহর যেগুলো স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সেনাবাহিনীর যাত্রা পথে বাধা এবং বড় ধরনের বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

আমর রা. এর এক দক্ষ গোয়েন্দা ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে অগ্রবর্তী গোয়েন্দা দল খবর পাঠিয়েছে, মিসরের স্থানীয় রোমীয় ফৌজের সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল থিয়োডর এ এলাকাতেই আছে।

থিয়োডর জানে, এখন মুসলমানদের আক্রমণের লক্ষ্য একমাত্র ইস্কান্দারিয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর ইস্কান্দারিয়ার দিকে যেতে হলে এ পথ দিয়েই যেতে হবে।

জেনারেল থিয়োডরের এজন্য পূর্বপরিকল্পনা ছিলো পথেই মুসলমানদেরকে আটকাতে হবে এবং পথেই তাদের ইস্কান্দারিয়া অভিযানের স্বাদ মিটিয়ে দিতে হবে।

পথের দূরত্ব, বন্ধুরতা, প্রতিবন্ধকতা এবং জেনারেল থিয়োডরের এভাবে ওৎপেতে থাকা এসব কঠিন পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, ইস্কান্দারিয়া যেনো মুসলমানদের অজেয় রয়ে যাবে।

কারণ, পৃথিবীর যেকোন দূর্ধর্ষ সেনাবাহিনী এতগুলো বাধা অতিক্রম করে এতো বড় শহর জয় করা বা এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কথা কল্পনা করতেও হিমশিম খাবে। কিন্তু আমর ইবনুল আস রা. সেই কাল্পনিক অসম্ভবকে বাস্তবে সম্ভব করার অবিচল শপথ নিয়েছেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইচ্ছা করলে কিবতীদের সমর্থনকে কাজে লাগাতে পারতেন। সেটা হলো,

ব্যাবিলনের কিছু কিবতী সরদার ও কিছু আমির-ওমরা মুসলমানদের অনেক বড় বন্ধু হয়ে ওঠেছিলো।

তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে যখনই মুসলমানরা তাদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডাকলে তারা মুসলমানদের পক্ষে ঝাপিয়ে পড়বে।

এখন সে সহযোগিতার সময় এসে গেছে। কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে রহস্যজনক আচরণ করলেন। তিনি কিবতী সরদারদেরকে সহযোগিতার জন্য ডাকলেন না। সম্ভবত তিনি তাঁদের কোন অনুগ্রহ নিতে চাচ্ছেন না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। কিবতী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের অনেক বড় মিত্র হয়ে ওঠেছিলো। ওদের মধ্যে লড়াকু সৈন্যও ছিলো। কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিবতীদেরকে মুজাহিদদের সৈন্যবাহিনীতে শামিল করেননি। ইতিহাস এ ব্যাপারে অবাক-বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কিন্তু এর কারণ উল্লেখ করেনি।

সম্ভবত এর কারণ ছিলো এরকম, কিবতীরা যতই মুসলমানদের বন্ধু হোক, তারাতো সবাই আর মুসলমান হয়নি। তারা অমুসলিম। রোমীয় সৈন্যদের সহধর্মের। যেকোন সময় যেকোন সুযোগে তাদের আনুগত্য তারা পাল্টাতে পারে।

যুদ্ধের ময়দানে যদি তাদের মনোভাব পাল্টে যায় তখন সেটা মুসলমানদের জন্য অনেক বড় ধ্বংসের কারণ হবে। এ বিবেচনা সামনে রেখে আমর রা. তাদেরকে তাঁর সেনাবাহিনীতে শামিল করেননি।

যাহোক কিবতী খ্রিস্টানরা এর মধ্যে জেনে গেছে, মুজাহিদ বাহিনী ইস্কান্দারিয়ার দিকে কোচ করছে। সরদাররা এসে আমর রা. এর কাছে আবেদন করলো,

'মাননীয় সিপাহসালার! ইস্কান্দারিয়ার পথ খুবই দূরহ। এ এলাকার স্থানীয়দের সহযোগিতা ছাড়া, পথের গাইডের সহযোগিতা না নিয়ে ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের দলে দক্ষ গাইড আছে। যারা এ এলাকার পথ ঘাট সম্পর্কে বেশভালো ধারণা রাখে।'...

'কারো কারো পথঘাট একেবারে নখদর্পণে। আপনি এদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে আপনার দলে নিয়ে নিন। পথে যেসব কিবতী গোত্র পড়বে, ওদের কাছ থেকে গাইডরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও নিতে পারবে। প্রয়োজনে ওরা খাদ্যসামগ্রী কিংবা রসদপত্র যোগাড় করে দিতে পারবে'।

আমর রা. তাদেরকে পরে জানাবেন বলে বিদায় করে দিলেন। তিনি তাঁর সালারদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। সালাররা পরামর্শ দিলেন, ওদের সহযোগিতা নিতে পারলে মুসলমানদের জন্য ভালোই হবে।

তাছাড়া কিবতী সরদাররা প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিলো, পথে যেসব নীলের বড় শাখা পড়বে, সেখানে নৌকাসেতু বানানোর জন্য অনেক লোকবলের দরকার পড়বে। আর কিবতীরা এব্যাপারে বেশ দক্ষও।

এ ধরনের লোকদেরকেও মুসলমানরা ঝামেলা ছাড়াই সঙ্গে নিয়ে নিতে পারবে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালারদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। কিবতী সরদারদেরকে তিনি বললেন,

'এই প্রস্তাব দেয়ার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাদের প্রতি তোমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে, যারা ধোঁকা দিবে না এ ধরনের লোকদেরকে তোমরা বাছাই করো।

তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে দাও। আর জানিয়ে দাও, মুসলমানরা ধোঁকা আর প্রতারণার বিষয়টি আগেই টের পেয়ে যায়।

এমন যদি কারো প্রতি সামান্যতম সন্দেহ হয়, পরমুহূর্তে তার স্থান হবে 'জাহান্নামে'।

কিবতী সরদাররা তাঁকে আশ্বাস দিলো,

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সামান্যতম সন্দেহ হয় এমন কাউকে আপনার সঙ্গে পাঠাবো না। যারা আমাদের দলের সবচেয়ে আস্থাভাজন তারা আপনার সঙ্গী হবে। তারপরও যদি সামান্যতম সন্দেহ কারো প্রতি হয় অথবা সন্দেহজনক কোনো কাজ করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কতল করে দিবেন। আমরা মোটেও আপত্তি করবো না'।

মুসলিম সেনাবাহিনী আল্লাহর নামে আবার তাদের অগ্রাভিযানের জন্য যাত্রা শুরু করলো। তাদের সম্মুখ যাত্রা অব্যাহত রাখলো নীলনদের তীর ধরে।

মুজাহিদ বাহিনী নীলের বাম প্রান্তর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকটা অনেক দূর দুরান্ত পর্যন্ত মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে। কিছু কিছু এলাকা মুসলমানদের বিজিত এলাকা।

মিসরের এই দীর্ঘ অভিযানে মুসলমানদের বেশ কিছু সৈন্য হারাতে হয়েছে। অনেকে আহত হয়েছেন। হয়েছেন অনেকে শহীদ।

আবার যেসব শহর-উপশহর জয় করা হয়েছে সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বেশ কিছু মুজাহিদকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। যারা সেখানকার প্রশাসনিক অবস্থা দেখভাল করছেন। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমবাহিনীর সদস্য সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

এমন নগণ্য সংখ্যক সেনাবাহিনী নিয়ে কেউ ছোটখাটো অভিযানেও বের হবে না। ইতিহাস বারবার এর বর্ণনায় 'বিস্ময়াবিষ্ট শব্দ' প্রয়োগ করেছে। কেউ বলেছেন, এটা ছিলো নিছক এক উম্মাদনার অভিযান।

কেউ বলেছেন, এক অন্ধ অভিযান। কেউ বলেছেন, এটা কোনো অভিযান ছিলো না, ছিলো এক অদৃশ্য শক্তির পরম নিদর্শন।

কয়েক মাইল সামনে নীলের ডানপ্রান্তে 'নাকইউস' শহর। বেশ কয়েকটি দূর্গ নিয়ে এ শহর। এখানে রোমীয় সৈন্যদের বিশাল এক মজুদ রয়েছে। যারা যেকোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সবসময় প্রস্তুত। শহরটি আসলে নীলনদের অপর প্রান্তে। যেখানে নীলনদ অনেক চওড়া হয়ে গেছে।

শহরটি ইচ্ছা করলে মুসলমানরা এড়িয়ে যেতে পারতো। কারণ, মুসলিম সেনাবাহিনী তো যাচ্ছিলো নদীর বামপ্রান্ত দিয়ে। আর ওই শহরটি নদীর ডান প্রান্তে।

কোনো এক সালার পরামর্শ দিয়েছিলো, শহরটি এড়িয়ে যাওয়াই মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক হবে। কারণ, ওই 'নাকইউস' শহরে হামলা চালাতে হলে নদী পেরিয়ে যেতে হবে। তখন নৌকাসেতু ভীষণ জরুরী হয়ে পড়বে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে রোমীয় সৈন্যরা টের পেয়ে যাবে এবং তীরান্দায ও বর্শাধারীরা খুব সহজেই মুসলমানদেরকে টার্গেট বানাতে পারবে। সেক্ষেত্রে মুসলমানদের সলিলসমাধি হতে বেশি সময় লাগবে না।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই সালারের আপত্তির জবাবে স্মিত হাস্যে বললেন,

'তুমি যা বলছো ঠিকই আছে। তুমি যেটা ভাবছো যে, আমরা এ শহর এড়িয়ে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। এরাও কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এটাও মনে রেখো, আমরা যদি এটা এড়িয়ে যাই তাহলে এর অর্থ হলো আমরা আমাদের পেছনে ইচ্ছে করে একটি বিপদ রেখে গেলাম।

যে বিপদ আমাদের বিপদসঙ্কুল কোনো অবস্থার সুযোগে আমাদের ওপর হামলে পড়তে পারে।'...

'আমাদের যেকোনো বড় ধরনের সমস্যায় তারা আরো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তখন আরো বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। হতে পারে তখন ইস্কান্দারিয়ার দিকে এই অগ্রাভিযান এখানেই খতম হয়ে যাবে। এজন্য আমার মত হলো, এ শহরে হামলা করা জরুরী। যতো অসম্ভবই হোক আল্লাহ তাআলা চাইলে সেটা সম্ভব হতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না; ইনশাআল্লাহ'।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ফয়সালা শুনালেও তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন না। অন্যান্য সালারদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। যার অর্থ ছিল, আমার প্রস্তাবের উপর তোমাদের যদি কোনো প্রস্তাব থাকে নির্বিঘ্নে বলতে পারো।

সালাররা তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। একজন বললেন,

'মাননীয় সিপাহসালার! আপনি যা বলছেন, সেটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলছেন। আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সবদিক বিবেচনা করলে আপনার কথাতেই আমাদের ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে হয়।'

অন্য এক সালার বললেন.

'যদিও এর মধ্যে ঝুঁকি আছে। কিন্তু মুসলমানরা কোনো ধরনের ঝুঁকি ও আশঙ্কাকে পরোয়া করে না। আমরা চাই নদী অতিক্রম করে 'নাকইউস' শহরে হামলা চালাতে। তবে আমাদের সৈন্যসংখ্যার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে শহীদ ও আহতের সংখ্যা খুব বেশি না হয়'।

সিপাহসালার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে হামলার জন্য নদী অতিক্রম করার প্রস্তুতি নিতে বললেন।

মনে হচ্ছিল আমর ইবনুল আস রা. 'নাকইউস' শহরের ভিতরের অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি যেন জানতেন রোমীয় ফৌজ সজাগ এবং সচেতন। তাদের কমান্ডাররা জানে, মুসলমানরা এখন এ পথ দিয়ে ইস্কান্দারিয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। রোমীয়রা তাদের প্রস্তুতির প্রদর্শনী করলো।

মুসলমানরা 'নাকইউস' শহরের কিছু দূর আগে নদীর এ পারেই বাধার সম্মুখীন হলো। দেখলো, মুজাহিদ বাহিনীর বাম প্রান্তের সারিতে রোমীয় ফৌজ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকেই মুসলমানরা নদী অতিক্রম করতো।

অর্থাৎ মুসলমানদের পায়ে চলার পথ এখানেই শেষ। সেই জায়গাটাতেই রোমীয় ফৌজ ওৎপেতে বসেছিলো।

জায়গাটার নাম 'তারনুত'। তারনুতে নাকইউস শহরের প্রতিরক্ষার জন্য যে জেনারেল ছিলেন তিনি গোয়েন্দার মাধ্যমে আগেই জানতে পারেন, মুসলিম সেনাদল এদিক দিয়ে আসছে।

তিনি বেশ বড় একদল ফৌজ নৌকার মাধ্যমে নদীর বামতীরে পৌঁছে দেন। তাদের কাজ হলো মুসলিম সেনাদলকে দেখা মাত্রই তাদেরকে প্রতিহত করবে। লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখবে। যতোটা সম্ভব তাদের শক্তি ক্ষয় করবে। এভাবে নাকইউস শহর বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা সুবিধা পাবে।

মুসলিম সেনাদলও যেন জানতো এখানে কোথাও তারা বাধার সম্মুখীন হতে পারে। ঘটলোও তা-ই।

তারনুত নামক এই জায়গাটায় রোমীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের একেবারে সম্মুখ সংঘর্ষ হলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব ভালো করে অনুভব করলেন, রোমীয়দের মনোবল বেশ তাজা।

তাদের লড়াইয়ের উদ্দীপনা যেন নতুন করে তৈরি হয়েছে। জোশদীপ্ত হয়ে তারা হামলা করছে এবং হামলা রুখছে।

এটাকে সম্মুখ সমর বলা যায়। রোমীয়রা বেশ এগিয়ে এসে হামলা করছে। মুসলমানরা হামলা রুখছে এমনভাবে যেন ওদের আক্রমণ প্রতিহত করছে।

মুসলিম সেনাদল যেহেতু অগ্রাভিযানে পথ চলছিল এজন্য সিপাহসালার খুব কৌশলে চাল চালছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর বামপ্রান্তের হেফাযতের জন্য অতিরিক্ত একটি ইউনিট সেদিকে আগেই প্রস্তুত রেখেছেন। যারা মূল সেনাদলের অগ্রবর্তী দল হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো। মূল সেনাদল এবং এই অতিরিক্ত ইউনিটের মধ্যে পথের ব্যবধান ছিলো বেশ অনেক খানি।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লক্ষ্য করলেন, রোমীয়রা সত্যিকার অর্থে জানবাজি রেখে লড়ছে। বীরত্বের সব তকমাই ওদের জন্য এখন প্রযোজ্য। ওদের কাবু করা খুব সহজ নয়। ওদের কৌশলে কাবু করতে না পারলে মুসলমানরাই কুপোকাত হয়ে যাবে। এখানে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

এদিকে সিপাহসালার চাচ্ছিলেন মুসলিম সেনাদলের সৈন্য সংখ্যা যা আছে তা যেন আগের মতোই অক্ষত থাকে। একজন সৈন্য শহীদ হওয়া তো দূরের কথা যখমীও যেন না হয়।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথায় নতুন এক কৌশল আসলো। দ্রুতগতির কাসেদ-(পত্রবাহক)-কে এ বলে ছুটালেন যে, বামব্যূহের যে

ইউনিটটি অগ্রবর্তী দল হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তারা যেন এখনই বিদ্যুৎগতিতে রোমীয়দের পেছন দিকে চলে যায় এবং একসঙ্গে তাদের ওপর হামলে পড়ে।

এলাকার কোথাও কোথাও সমতল ভূমি কোথাও অসমতল ভূমি কোথাও ঘন জঙ্গল কোথাও কঠিন শীলাপাথরের প্রান্তরীয় ভাগ। টিলাটক্করে ভরা জায়গারও অভাব নেই। বামব্যূহের সেই ইউনিটের কাছে পয়গাম পৌঁছতেই তারা ক্ষিপ্রগতিতে পেছন দিকে ছুটতে শুরু করলো।

ইউনিটটি লুকিয়ে ছাপিয়ে ঘন বন জঙ্গলের আড়াল নিয়ে টিলাটক্করের আড়ালের সুবিধা নিয়ে রোমীয়দের একেবারের পেছনে এসে অবস্থান নিলো। এদের অস্তিত্বের কথাও রোমীয়রা জানতো না। টের পেলো তখনই যখন এই ছোট্ট ইউনিটটি একযোগে তাদের ওপর হামলে পড়লো।

এই আচমকা হামলার জন্য রোমীয়রা প্রস্তুত তো ছিলোই না, কল্পনাও করেনি তারা এভাবে পেছন থেকে হামলার শিকার হতে পারে। তাদের কাছে মনে হলো, মুসলমানরা হঠাৎ করে সংখ্যায় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যেই পাহাড়ের মতো তাদের মনোবল মাটিতে মিশে গেলো। মুসলমানরা ওদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ধরলো, এখন আর তাদের মরা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় রইলো না।

খুব নির্মমভাবে ওরা মারা পড়তে লাগলো। কিছু তো নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো, কিন্তু তীরান্দায মুজাহিদদের তীর ওদের জন্য মৃত্যুযম হয়ে দেখা দিলো। ওরা বেশি দূর সাতরে যেতে পারলো না। অধিকাংশই সলীলসমাধি হয়ে গেলো।

বেশ কিছু জখমী রোমীয় মুজাহিদদের হাতে বন্দি হলো। ওদেরকে সালাররা জিজ্ঞেস করলেন,

'নাকিইউসে তোমাদের ফৌজ সংখ্যা কতো? ওদের প্রস্তুতি কী? সত্যকথা বললে জানে বেঁচে যাবে'।

তাদের এক আহত কমান্ডার হাতজোড় করে বললো,

'ইসামসিহের দোহাই লাগে আমাদের প্রাণে মারবেন না। আমরা সব সত্যকথা বলবো। আপনাদের যে সৈন্য সংখ্যা আছে,

নাকিইউস শহরের সৈন্যরা যদি আপনাদেরকে ঘিরে ধরে তাহলে আপনাদের সৈন্য ঢাকা পড়ে যাবে। অর্থাৎ আপনাদের চেয়ে দশগুণ সৈন্য সংখ্যা রয়েছে নাকিইউস শহরে। তারা লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মনোবলও বেশ চাঙ্গা'।

সিপাহসালারের হুকুমে রোমীয় আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত তাবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সিপাহসালারসহ সবাই আছরের জামাত

আদায় করলেন। অতর্কিত এই বিজয়ের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন।

নামাযের পরের এই দুআর মজলিস শেষ করে আমর ইবনুল আস রা. সালারদেরকে হুকুম দিলেন নাকিইউস শহরে হামলা করতে হবে। আজকে রাতের মধ্যে নৌকাসেতু বানিয়ে নদী অতিক্রম করা হবে।

নদীর তীর তখন মুসলমানদের কব্জায়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রোমীয় ফৌজ অসংখ্য নৌকা দিয়ে এই তীরে এসেছিলো। সেই নৌকাগুলো রয়ে গেছে। এর আগেও কিছু নৌকা এখানে ছিলো। যেগুলো স্থানীয় মাঝিমাল্লাদের।

নৌকার বন্দোবস্ত যতই থাকুক, এ ধরনের দিগন্ত বিস্তৃত নদী নৌকার মাধ্যমে পার হওয়াটা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু কিবতী গাইডরা বলতে লাগলো যেভাবেই হোক তারা মুসলমানদেরকে নদী পার করিয়েই ছাড়বে।

কোনো না কোনো উপায়ে নদী পার হওয়া যাবে। কিন্তু কিছু বিপদও ওৎপেতে আছে। সেটা হলো নাকিইউস শহরের রোমীয় ফৌজ টের পেয়ে নদীর তীরে চলে আসবে। তীরান্দায ও বর্শাধারীরা খুব সহজেই নৌকায় আরোহী মুজাহিদদেরকে তাদের টার্গেটে পরিণত করতে পারবে।

এ অবস্থায় অর্ধেকেরও কম মুসলিম সেনা নদীর অপর তীরে পৌছতে পারবে কি না সন্দেহ।

এ ধরনের ঝুঁকি ও বিপদের আশংকা মাথায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ।

আর ঝুঁকি নেওয়ার জন্য আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। চরম বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে ঝাপিয়ে পড়াই যেন তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য ছিলো।

মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সাহায্য সঙ্গী হয়ে থাকে। মুসলমানরা এদিকে বিপদ কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় সে চিন্তায় পেরেশান। অন্যদিকে নাকিইউস শহরের রোমীয় জেনারেলের মাথায় আল্লাহ তাআলা এক কৌশল উদয় করলেন।

তার কাছে খবর পৌছলো, তিনি যে বাহিনী মুজাহিদদেরকে কচুকাটা করার জন্য নদীর ওপারে পাঠিয়েছিলেন তারা নিজেরাই মুজাহিদদের হাতে কচুকাটা হয়ে

গেছে। এখন মুসলমানদের লক্ষ্য এদিকেই। জেনারেল তার জুনিয়র কমান্ডারদেরকে ডাকলেন,

'তোমরা তো সব শুনেছো। ওই মূর্খ মুসলমানরা তোমাদের ভাইদেরকে কতল করে দিয়েছে। এখন ওদের রোখা আরো জরুরী হয়ে পড়েছে। ওদেরকে রুখতে না পারলে ওরা আমাদেরকে তো শেষ করবেই, তারপর সামনে যে অসংখ্য শহর উপশহর, গ্রাম রয়েছে সেগুলোতেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। ওখানকার লোকদেরকে ওদের অনুগত হতে বাধ্য করবে। ওরা খবর পেয়ে যাবে আমাদের এই বিশাল ফৌজ তরনুতে অনেক বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে।'...

'আজ রাতেই নৌকাযোগে নদীর ওপার চলে যাবে। ভোরের আলো ফোটার আগেই আমাদের সৈন্যরা নদীর ওপারে অবস্থান নিয়ে থাকবে। মুসলমানরা যেন তোমাদের দেখে চমকে ওঠে।

'ওরা কোনো ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তোমরা ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে। কচুকাটা যাকে বলে সেটা করার পরও তোমরা ওদেরকে ছাড়বে না। ওদের হাড় থেকে মাংসগুলো আলাদা করে ফেলবে'।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাতে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত মুলতবি করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন রাতটা মুসলিম সেনাদল বিশ্রাম করে তাজাদম হয়ে নিক।

প্রয়োজন হলে পরের দিনও মুসলমানরা বিশ্রামের সুযোগ পাবে। এ চিন্তা করে তিনি আর রাতে তার সেনাদলকে অভিযানে বের করলেন না। আল্লাহ তাআলার হুকুম ছিলো এরকমই।

এদিকে রোমীয় ফৌজ রাত থাকতে থাকতে নদী অতিক্রম করতে পারলো না। কারণ নদী তখন উত্তাল না হলেও ওল্টোমুখী স্রোত ছিলো। যেকারণে নৌকা খুব দ্রুত এগুতে পারেনি।

এছাড়া একসঙ্গে এতগুলো নৌকা নদীতে থাকায় আশানুরুপ গতিতে মাঝিরা চালাতে পারেনি। এজন্য সকাল পর্যন্ত ওরা নদীর এই তীরে এসে পৌছতে পারেনি।

মুজাহিদরা রাতভর তরনুতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। ফজরের ওয়াক্তে ওঠে প্রশান্তমনে নামায আদায় করেছে। তারপর সিপাহসালার কোচ করার হুকুম জারি করেছেন।

মুজাহিদরা কিছু দূর এগুনোর পর দেখলো নাকিইউস শহরের একেবারে উল্টো দিকে নৌকার অনেক বড় সারি নদীর এই তীরের দিকে ধেয়ে আসছে।

কিছু নৌকা এতোক্ষণে তীরে পৌঁছে গেছে। সে নৌকাগুলো থেকে রোমীয় ফৌজরা লাফিয়ে লাফিয়ে তীরে নামছে।

সিপাহসালার বুঝে গেলেন, রোমীয়রা আরেকবার তাদের পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি ফয়সালা গ্রহণ করতে সময় নিলেন না। এটাকে মোক্ষম সুযোগ মনে করলেন। একযোগে হামলার হুকুম দিলেন।

কারণ, রোমীয়দের অধিকাংশ নৌকা তখনও তীরে এসে পৌছায়নি। তিনি মুসলিম তীরান্দাযদেরকে বললেন, নৌকাগুলোর ওপর সমানে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে। মুজাহিদরা খুবই ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে পৌঁছে গেলো।

সেখানে পৌঁছেই সেই রোমীয়দেরকে ঘিরে ধরলো যারা এইমাত্র নৌকা থেকে নেমেছে। এদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। ওরা এভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে ভয়ে কুকড়ে গেলো। উল্টো পায়ে ওদের নৌকার দিকে দৌড়াতে লাগলো। মুজাহিদরা ওদেরকে সেই সুযোগ দিলো না। ওদের ওপর টুটে পড়লো।

খুব সহজে ওদেরকে কেটে কুটে পরিস্কার করে দিলো। মুজাহিদদের জোশ-জযবা এমন আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠলো, কিছু রোমীয় লাফিয়ে নদীতে পড়লো।

এটা দেখে কয়েকজন মুজাহিদ ওদের পেছন পেছন নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো। পানির মধ্যে ওদেরকে পাকড়াও করলো। তারপর ওদের লাশ নীলের কোলে সপে দিলো।

এদিকে মুসলিম তীরান্দাযবাহিনী রোমীয়দের যেসব নৌকাগুলো তীরে আসছিলো সেগুলোর দিকে তীরবৃষ্টি অব্যাহত রাখলো। কিন্তু সবগুলো তীরতো আর লক্ষ্যভেদ করছিলো না।

যেসব নৌকা কাছে চলে এসেছিলা সেগুলো লক্ষ্যভেদ করছিলো। কিন্তু যেগুলো তখনও দূরে রয়ে গেছে সেগুলো তীরের আওতায় পড়ছিলো না। এজন্য কিছু মুজাহিদ জযবাদীপ্ত হয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো। সাতড়ে গিয়ে দূরের নৌকাগুলোর উদ্দেশ্য করে তীর ছুড়তে লাগলো।

ঐতিহাসিক হান্না নাকিইউসী এই শহরের অধিবাসী ছিলেন। তার লিখিত ইতিহাসের শব্দ আজো অম্লান রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন,

'মুসলমানদের এই আকাশছোঁয়া জোশ-জযবা দেখে রোমীয় সিপাহিদের ভয়ে কুকরে যাওয়া ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। খোদ জেনারেলের মনোবলও ভেঙ্গে গেলো। তিনি তার নৌকার রুখ পাল্টে দিলেন। মাঝি-মাল্লাদেরকে হুকুম দিলেন

ইস্কান্দারিয়ার দিকে ছুটতে। আর নীলনদের স্বাভাবিক স্রোতের রুখও ছিলো ইস্কান্দারিয়ার দিকে।'...

'রোমীয়রা যখন দেখলো তাদের সিপাহিরা পালাচ্ছে। তখন তাদের সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেলো। তারা চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলো।

'বারুদের মতো খবর ছড়িয়ে পড়লো, রোমীয়দের জেনারেল ইস্কান্দারিয়ার দিকে পালাচ্ছে। যেসব রোমীয় দলের তখনও নৌকা অক্ষত ছিলো সেগুলো নাকইউস শহরের দিকে না গিয়ে ইস্কান্দারিয়ার দিকে রুখ করলো।'...

'কিন্তু মুজাহিদদের তীর ওদেরকে বেশিদূর এগুতে দিলো না। হাতেগোনা কয়েকজন রোমীয় ছাড়া প্রায় সবাই মুজাহিদদের তীরের নিশানা হয়ে গেলো।'

অবশ্য কিছু কিছু রোমীয় সৈন্য নৌকায় থেকে হাত ওপরের দিকে ওঠিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, তাদেরকে যেনো তীরে পৌঁছার সুযোগ দেওয়া হয়, তারা আত্মসমর্পন করবে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রা. হুকুম দিলেন ওদেরকে তীরের নিশানা না বানাতে, সাধারণ কয়েদী হিসাবে ওদেরকে বন্দি করতে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রা. হুকুম দিলেন, মুসলিম সেনাদল দ্রুত যেনো নৌকাগুলোতে সওয়ার হয়ে যায়। নদীর স্রোতের রুখ নাকইউস শহরের দিকে থাকায় খুব সহজে মুসলিম সেনাদল নাকইউসের তীরে পৌঁছে যায়।

সেখানে মুজাহিদদের তেমন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ রোমীয়দের পুরো বাহিনী নদীতে কিংবা নদীর ওপারে কচুকাটা হয়ে গেছে।

মুসলমানরা নির্বিঘ্নে শহরে ঢুকে পড়ে। শহরের লোকরা সিপাহসালারকে জানালো, রোমীয় ফৌজের দুটি ইউনিট শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলো। ওরা ইস্কান্দারিয়ার দিকে পালিয়ে গেছে।

আমর ইবনুল আস রা. তার অগ্রাভিযানের পথে যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা যেকোনো মূল্যে কমিয়ে আনতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, পথ চলতে কোনো ধরনের বাধার মুখে পড়ার মতো কোন ভয়ংকর বিপদ ওৎপেতে না থাকে। তাই তিনি তার এক সালারকে ডেকে পাঠালেন। সেই সালার শারিক বিন সিম্মা। শারিক বিন সিম্মাকে তিনি বললেন,

'সামান্য কিছু মুজাহিদ নিয়ে যাও। রোমীয়দের যে দুটি ইউনিট এখান থেকে পালিয়েছে ওদের পিছু ধাওয়া করো। যেখানে ওদেরকে পাবে খতম করে দিবে।

যদি ওরা লাগতে না আসে, আত্মসমর্পণ করতে চায় তাহলে অক্ষত ওদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে'।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানতেন না পালিয়ে যাওয়া রোমীয়দের সেই দুই ইউনিটের সংখ্যা কত ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভেবে রেখেছেন, যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা এতো বেশি হবে না। আর ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকায় এ সামান্য সংখ্যক মুজাহিদের সামনে ওরা আত্মসমর্পণ করে বসবে।

কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্যরকম। সালার শারিক বিন সিম্মা কিছু দূর যেতেই রোমীয়দের সেই দুই ইউনিটের সেনাদলকে দেখতে পেলেন যারা মুজাহিদদের ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছিলো। রোমীয়রাও ওদেরকে দেখতে পেলো।

সালার শারিক বিন সিম্মা ভেবেছিলেন ওদেরকে দেখে রোমীয়রা পালাতে শুরু করবে। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো উল্টো।

মুজাহিদদেরকে দেখে রোমীয়রা তাদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে ডেকে ডেকে খুব দ্রুত জড়ো করলো। তারপর দেখতে না দেখতেই শারিক বিন সিম্মার দলটিকে প্রায় ঘিরে ধরলো। শারিক বিন সিম্মা তখনই অনুভব করলেন এরা সংখ্যায় মুজাহিদদের চেয়ে কয়েকগুণ।

এখানে এভাবে এই কয়েকজনকে নিয়ে আসাটা বড় রকমের ভুল হয়ে গেছে। এখন এদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়াই তো দুরহ ব্যাপার। লড়াই তো দূরের কথা আল্লাহ তাআলা না চাইলে এদের কবল থেকে বেঁচে বের হওয়াটা অসম্ভব প্রায়।

মুজাহিদদের এই দলটির সবাই ঘোড়সওয়ার। কাছেই একটি বেশ চওড়া পাহাড় ছিলো। সালার শারিক বিন সিম্মা তার মুজাহিদদেরকে নিয়ে কৌশলে সেই পাহাড়ে কোনক্রমে উঠতে পারলেন। সেখানে একটি সুরক্ষিত আড়াল নিয়ে সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলো।

এই দলে একজন আছেন মালিক বিন নায়িম সাদাফী। আরবের বিখ্যাত শাহসওয়ারদের (সেরা অশ্ব-দৌড়বিদ) একজন। তার মতো ঘোড়া ছুটাতে পারতো না বিখ্যাত অশ্ব-দৌড়বিদরাও। এ ব্যাপারে আরবের সবাই তাকে এক নামে চিনতো। সালার শারিক মালিক সাদাফীকে বললেন,

'মালিক সাদাফী, এখন প্রাণ বাজি রেখে তোমার শাহসওয়ারির নৈপুণ্য দেখাতে হবে। সিপাহসালারের কাছে তোমাকে পৌঁছাতে হবে। যেকোন মূল্যে এই রোমীয়দের মাঝখান দিয়ে পথ তৈরি করে সিপাহসালারের কাছে পৌঁছে সেনাসাহায্য নিয়ে এখানে ফিরে আসতে হবে এবং কাজগুলো করতে হবে বিদ্যুৎ গতিতে।'...

'তোমার এই নৈপুণ্যের ওপর অনেকগুলো প্রাণের জীবন মরণ নির্ভর করছে। সিপাহসালারকে আমাদের অবস্থা ও অবস্থানের কথা বলবে। সেনাসাহায্য নিয়ে উল্কাবেগে চলে আসবে। তবে কাছাকাছি পৌঁছে আগে পরিস্থিতি বুঝে নেবে। তারপর সে অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করে সেনাসাহায্য ব্যবহার করবে।

মালিক সাদাফী তার কাজ শুরু করলেন। পাহাড় থেকে ঘোড়া নিয়ে এমন ভাবে নামতে লাগলেন নিচ থেকে রোমীয়রা মনে করলো ঘোড়া তার আরোহী নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। সাদাফী তার নামার গতিতে সামান্য পরিবর্তন করলেন।

মনে হচ্ছিলো সওয়ার নিজেই ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। এবার রোমীয়রা হতভম্ব হয়ে গেলো। এই মুসলমানের কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো। এক রোমীয় মন্তব্য করলো,

'দেখো দেখো এক আরব আমাদের ভয়ে পাগল হয়ে গেছে। বেটা এখন ভয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। হা হা হা।'

এই রোমীয়র রসিকতায় অন্যরা বেশ মজা পেলো। সবাই হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। এর মধ্যে সাদাফীর ঘোড়া অনেকটা ডিগবাজি খাওয়ার মতো করে নিচে লাফিয়ে পড়লো। উদ্যত ঘোড়াটি কাছে থাকা রোমীয়দের জটলার প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়লো। জটলায় থাকা রোমীয়রা চারদিকে ছিটকে পড়লো।

সাদাফী এই ফাকে বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছোটালেন। রোমীয়দের হতভম্ব ভাব কেটে উঠার আগেই ডানে বামে একে বেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের পরিবেষ্টন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েকজন রোমীয় অবশ্য তীর ছুড়ে সাদাফী ও তার ঘোড়াকে কাবু করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের তীর লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। সাদাফী অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে পেরেছেন।

ওদিকে পাহাড়ের ওপর থেকে মুজাহিদরা তীরবৃষ্টি শুরু করে দিয়েছিলো। এতে সাদাফীর বের হয়ে যাওয়াটা সহজ হয়। রোমীয়রা পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু মুসলমানদের তীরবৃষ্টির তোড়ে তাদের সে চিন্তা ত্যাগ করতে হলো।

বরং নিজেরাই তীর থেকে বাঁচার জন্য নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলো। তাছাড়া ইতিমধ্যে কয়েকজন রোমীয় মুজাহিদদের তীরে ঘায়েলও হয়েছে।

এক মুজাহিদ এভাবে বের হয়ে যাওয়াতে রোমীয়রা কিছুটা দমে গেলো। কারণ, ওরা বুঝে গেছে এখন সেই ঘোড়সওয়ার সাহায্য নিয়ে আসবে। এজন্য তারা কিছুটা শংকার মধ্যে পড়ে গেলো। তবে তাদের অবস্থান থেকে নড়লো না।

পাহাড়ের চারদিকে পরিবেষ্টন করে রইলো। মাঝে মধ্যে পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে হাওয়ায় তীর ছুড়তে লাগলো।

মালিক সাদাফী যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুসলিম সেনাশিবিরে পৌঁছে গেলেন। সিপাহসালার তার খবর পেয়েই তার কাছে ছুটে এলেন। সিপাহসালারের কাছে আর তার যেতে হলো না।

মালিক সাদাফী সংক্ষেপে শারিক বিন সিম্মার ক্ষুদ্র ইউনিটের বিপদের কথা জানালেন। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক মুহূর্ত সময় অপচয় করলেন না। মালিক বিন নায়িম সাদাফীর সাথে সেনাসাহায্য ছুটিয়ে দিলেন।

সালার শারিক ও তার মুজাহিদরা বড় জানবাজি রেখে রোমীয়দের মোকাবেলা করছিলেন। কিছু রোমীয়র পাহাড়ে উঠে মুজাহিদদের ওপর হামলে পড়েছিলো। সালার শারিক ও মুজাহিদরা তাদেরকে দারুনভাবে রুখে দিচ্ছিলেন।

কয়েকজন রোমীকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে মালিক সাদাফী উল্কা বেগে সেনাসাহায্য নিয়ে পৌঁছে যান। পাহাড়ে আটকে পড়া মুজাহিদরা তখন খুব দ্রুত নিচে নামতে শুরু করে।]

এ অবস্থা দেখে রোমীয়রা অল্প কয়েক মুহূর্ত মাত্র মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তারপর পিঠটান দেয়। উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। কিন্তু সেনাসাহায্যে আসা মুসলিম সেনারা তাদেরকে ছাড়লো না। তাদের পিছু ধাওয়া করলো। তারপর সেখানেও চললো 'কতলে আম'।

ওদের হাত থেকে কেউ রেহাই পেলো না। অধিকাংশই মারা পড়লো। প্রাণে বাঁচলো তারাই যারা পালাতে পারলো বা আত্মসমর্পণ করলো।

নীল নদের তীরবর্তী সেই পাহাড় আজো কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। সালার শারিক বিন সিম্মার পবিত্র নাম পাহাড়টি সহস্র বছর ধরে সগর্বে বহন করে আসছে। "শারিক পাহাড়" নামে লোকে একে এখনো বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

ইস্কান্দারিয়ার সমুদ্র বন্দর। বযনতিয়া থেকে বিশাল এক সেনা জাহাজ এখানে এসে নোঙ্গর করেছে। আসকাফে আজম (প্রধান পাদ্রী) কীরাস লক্ষাধিক সেনাসাহায্য নিয়ে মিসরের ইস্কান্দারিয়ায় এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যরা ঘোড়া নিয়ে জাহাজ থেকে নামতে শুরু করলো।

মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো বযনতিয়া থেকে বিরাট এক সেনাসাহায্য এসেছে। সেনাসাহয্যের প্রধান আসকাফে আজম কীরাস।

ইস্কান্দারিয়া মিসরের রাজধানী। অনেক বড় শহর। শহরটি গড়ে উঠেছে অনেকটা সমুদ্রের ওপর। যে কারণে শহরের পরিবেশগত অবস্থান দারুন মনোরম। এজন্য এখানে নাগরিক সংখ্যাও অনেক। কিন্তু এখন সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি ছাড়িয়ে গেছে।

কারণ, মিসরের যেসব শহর উপ-শহর মুসলমানরা জয় করেছে সেসব বিজিত এলাকার উচ্চপদস্থ লোকেরা ইস্কান্দারিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

এদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী, জমিদার ও আমীর উমারা ঘরনার লোক। কিছু লোক আছে যাদের ঘরে যুবতী মেয়েরা ছিলো তারাও পালিয়ে এখানে চলে এসেছে।

এদের বেশিরভাগই মুসলমানদেরকে দেখেনি। যখন শুনেছে মুসলমানরা হামলা করতে আসছে তখনই স্বপরিবারে পালিয়েছে।

ওরা যার যার শহরে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকলে দেখতে পেতো মুসলমানরা ওদেরকে ফুলের টোকাটি পর্যন্ত দেয়নি। বরং মুসলমানদের চরিত্র মাধুরিমা দেখে পালানোর কথা চিন্তাও করতো না।

এসব লোকেরা নিজেদেরকে শরণার্থী বলতো। এদের মধ্যে পলাতক রোমীয় ফৌজও ছিলো। এরা আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক একটা কাজ করেছে।

সেটা হলো, ইস্কান্দারিয়ার লোকদের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। নিজেরা যে কাপুরুষ বা যুদ্ধ পলাতক এটা এরা প্রকাশ করতো না।

শরণার্থী ও পলাতক সৈন্যরা ইস্কান্দারিয়ায় একটা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে,

'মুসলমানরা আসলে মানুষ নয়, এরা অশরিরী শক্তি। মানুষের আকৃতি নিয়ে মানুষের ওপর হামলা করে।'

এতো ছিলো সাধারণ শরণার্থী ও সিপাহীদের কাজ। এদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ লোক ছিলো, ভীতি ছড়ানোতে এরা পিছিয়ে ছিলো না। মুসলমানদেরকে এরা অশরীরি বলতো না ঠিক; বলতো,

'মুসলমানদের কাছে এক অলৌকিক মনোবল ও এমন জাদু বিদ্যা আছে যে, যত বড় সেনাবাহিনীই ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। প্রতিটি যুদ্ধে প্রতিটি দুর্গে মুসলমানদের চেয়ে রোমীয়দের সৈন্য সংখ্যা পাঁচ ছয় গুণ বেশি ছিলো,

কিন্তু এই সামান্য সংখ্যক মুসলমান এমন এক জাদু ফুঁকে দেয় যে অর্ধেকের চেয়ে বেশি সৈন্য মারা পড়ে এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।'

পলাতক রোমীয়রা এবং বিশেষ করে ইস্কান্দারিয়ার লোকেরা মুসলমানদের নাম শুনলেই আতকে উঠতো। ওরা এটা জানতে চাইতো না, মুসলমানরা বিজিত

এলাকার লোকদের সাথে কেমন আচরণ করছে? সে সব বিজিত এলাকার লোকজন কেমন আছে? এসব জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতো না।

কারণ, ওরা তো আজীবন জেনে এসেছে শুনে এসেছে, বিজিত এলাকার লোকদের সাথে বড় নির্মম আচরণ করা হয়। ওদের সঙ্গে হিংস্র আচরণ করা হয়। বাড়ি-ঘরে লুটপাট চালানো হয়। যুবতী মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করা হয়।

ওরা ওদের রোমীয় সেনাবাহিনীকে এ সবই করতে দেখেছে। ওদের হিংস্র হায়েনার রূপ ওরা বহুবার দেখেছে। তাই এরা নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছে মুসলিম বিজয়ীরাও এমন হিংস্রতা দেখাবে। বরং এরা আরো বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাবে।

ইস্কান্দারিয়ার লোকেরা যখন শুনলো মুসলমানরা একের পর এক শহর উপশহর জয় করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে ধেয়ে আসছে তখন তদের মধ্যে চরম ভীতি আস্থা গেড়ে বসে। তারা শহরের শরণার্থী ও পলাতকদের মধ্যে তাদের অজান্তেই এই ভীতি ছড়িয়ে দেয়।

এরপর শরণার্থী ও পলাতক সৈন্যদের মধ্যে ভীতির মাত্রা আরো গাঢ় হয়ে বসে যায়। সবাই এই চিন্তায় দিশেহারা হয়ে যায় তারা এখন পালিয়ে যাবে কোথায়?

ওদের সামনে এখন দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপ্রণালি ছাড়া আর কিছুই নেই। সমুদ্র দেখতে যতই মনোরম হোক না কেন। সমুদ্র সৈকত তীরে ঘুরতে যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন এতে তো ঝাঁপ দেয়ার মতো বোকামি কেউ করবে না। সলিল সমাধির রোমাঞ্চ তো কেউ নিতে চায় না।

ইস্কান্দারিয়ার লোকদের এই হায় হায় অবস্থার মধ্যে হঠাৎই বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়লো বযনতিয়া থেকে বিশাল এক সেনা সাহায্য এসেছে। আর এই সেনাদের প্রত্যেকেই দারুন তাজাদম।

সেনাদলের প্রধান তাদের এক সময়ের মহান পাদ্রী (আসকাফে আযম) 'কীরাস'। তার আয়োজন-উদ্যোগেই 'রোমরাজ' এই বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে এখানে।

এ খবর যেন লোকদের ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিলো। অনেকেই ছুটলো তাদের মহান পাদ্রীকে স্বাগত জানাতে সমুদ্র বন্দরের দিকে। যেন ওখানে গেলে ওদের সেনা সহায্যকারি দলের প্রধানকে এক নজর দেখলেই ওরা ওদের হারানো মনোবল ও সাহস ফিরে পাবে। দলে দলে মানুষ বন্দরের দিকে ছুটতে লাগলো।

কীরাসকে এখন তারা তাদের মুক্তিদাতা ফেরেশতা মনে করতে শরু করলো। যেন কীরাস আকাশ থেকে নাযিল হয়েছে। এবার আর ওদেরকে কেউ কিছু করতে

পারবে না। যত বড় শক্তিই আসুক কীরাস তাদেরকে খড়কুটার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর এই গোটা কয়েক আরব মুসলমান?

আরে ওদেরকে তো পথের ময়লার মতো স্রেফ সাফসুতরো করে দিবে। ওরা হয়ে যাবে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। কালেভদ্রেও কেউ ওদের কথা মনে করবে না।

এর আগে এখানকার স্থানীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা ওদেরকে বলেছিলো বযনতিয়া থেকে কোন সেনাসাহয্য আসবে না। এজন্য ইস্কান্দারিয়ার লোকেরা চরম আতংকের মধ্যে ছিলো।

মিসর বিশেষ করে ইস্কান্দারিয়ার অবস্থা স্বাভাবিক হলে কীরাসকে এভাবে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়ার জন্য এতো ছুটোছুটি হতো না।

যারা হেরাকিলিয়াসের খ্রিস্টবাদ গ্রহণ করেছিলো এবং কীরাসকে তাদের 'আসকাফে আযম' হিসেবে মেনে নিয়েছিলো শুধু তারাই তাকে সংবর্ধনা দিতে এভাবে এগিয়ে যেতো। অন্যদের মধ্যে এমন আবেগের ছিটেফোটাও দেখা যেতো না।

মিসরের বিশাল অংশ জুড়ে আছে কিবতী খ্রিস্টানরা। ইস্কান্দারিয়ায়ও কিবতীদের সংখ্যা কম নয়। কিবতীরা কখনও কীরাসকে পাদ্রী প্রধান হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। ওরা কীরাসকে ওদের দুশমন মনে করতো। কিছু কিবতী কীরাসকে হত্যা করার সুযোগও খুঁজছিলো।

কারণ, কীরাস এক সময় কীবতীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, সীমাহীন জুলুম নির্যাতন করেছে ওদের ওপর। হেরাকলের খ্রিস্টবাদ কিবতীরা মেনে নেয়নি। এজন্য কীরাস প্রধান পাদ্রী হিসাবে তাদেরকে সামান্য ছুতোয় হত্যা পর্যন্ত করেছে।

কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। এতো কিছু ভাবার সময় এখন নেই। তাছাড়া এখন আর হেরাকলও নেই এবং কীরাসও প্রধান পাদ্রী নন। মিসর এবং বিশেষ করে ইস্কান্দারিয়া চরম বিপর্যয়ের মুখে। যেকোন সময় মুসলমানরা ইস্কান্দারিয়ায় হামলে পড়বে।

এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা নিয়ে ভাবার সময় নেই। আর শত্রুতা থাকলে তো আছে কীরাসের সঙ্গে। মিসর ও খ্রিস্টবাদের সঙ্গে তো কোন শত্রুতা নেই।

মিসর থেকে খ্রিস্টবাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং সেখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটবে এটা কোন খ্রিস্টান মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারছে না। এসব ভেবে কিবতীরাও দলে দলে সমুদ্র বন্দরের দিকে ছুটছে।

কীরাসের চেয়ে তাদের আগ্রহ বেশি বযনতিয়া থেকে আসা সেনাসাহায্যকে দেখা ও তাদেরকে স্বাগত জানানো। সাহায্যকারি এই সেনাদলের মনোবল যাতে আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠে এজন্য ওরা বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে।

ওরা শ্লোগান দিচ্ছে-

'এসেছে এবার বযনতিয়ার বাহিনী'।
এর উত্তরে নিজেরাই আবার কোরাস ধরছে-
'পালাবে এবার পালাবে মুসলিম বাহিনী'।
'বযনতিয়ার বাহিনী, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'।
'যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ করে বাঁচতে চাই।'

কোরাস-

'মারতে চাই মারতে চাই মারতে চাই-
মুসলমানদেরকে মারতে চাই'।

বযনতিয়ার জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করার পরই কিন্তু কীরাস জাহাজ থেকে নেমে পড়লো না। গভীর কোন চিন্তায় ডুবে রইলো। এক কম বয়সী কমান্ডার তাকে তার চিন্তার জগৎ থেকে জাগিয়ে তুললো।

তাকে দেখেই কীরাস উঠে দাঁড়ালেন। পরম স্নেহে তাকে একবার আলিঙ্গন করলেন। জেনারেল তার ভূয়সী প্রশংসা করলো। প্রশংসা শুনে তার মনটা বেশ চনমনে হয়ে উঠলো।

সমুদ্র বন্দরটা বিশাল জন সমাগমে পরিণত হয়ে উঠেছে। সমাগত কণ্ঠের বিভিন্ন আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। বযনতিয়ার সেনাবাহিনীর পক্ষে নানান ধরনের শ্লোগান ভেসে আসছে।

মানুষের শোরগোল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে মানুষের আবেগ-উত্তেজিত গলা ভেসে আসছে। এসব শব্দের সমারোহ কীরাসের কানে যেন মধু বর্ষণ করছিলো।

কীরাস সেই জেনারেলকে বড় আয়েসী গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

'এতো আওয়াজ কিসের? লোকেরা কি আমাদের সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানাতে এসেছে?'

জেনারেল আনন্দ উপচানো কণ্ঠে বললো,

'হ্যাঁ, আসকাফে আজম, লোকেরা শুধু আমাদের সেনাবাহিনীকেই নয় আপনাকেও হৃদয়ের গভীর থেকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। আপনাকে এক নজর দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে আছে'।

কীরাসের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। মনে এমন এক প্রশান্তি অনুভব করলো যেন তার কাঁধ থেকে অনেক বড় বোঝা নেমে গেছে। তার বিবেক থেকে অনেক বড় জবাদিহিতার পাহাড় নেমে পড়েছে।

কীরাস তার জেনারেলকে বললেন,

'আমি লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। তোমরা এর ব্যবস্থা করো।' জেনারেল সুযোগ বুঝে চরম মুসাহিবি গলায় বললো,

'আসকাফে আযম, লোকেরা শুধু আপনাকে দেখেই তৃপ্ত হবে না। আপনার পবিত্র কণ্ঠের দুটো শব্দও শোনার জন্য অধীর হয়ে আছে। আমরা আপনার বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

একটু পর কীরাসকে তার জেনারেলরা জাহাজের খোলা ডেকে নিয়ে এলো। লোকেরা কীরাসকে জাহাজের খোলা ডেকে দেখে শ্লোগানে শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে তুললো। আকাশ বাতাস যেন তারা বিদীর্ণ করে ফেলবে। কীরাস তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে নাড়াতে জাহাজ থেকে নামতে লাগলেন। এবার যেন মানুষ তার ওপর টুটে পড়বে।

জেনারেলরা এ অবস্থা দেখে সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিলো, লোকদেরকে যেন সারিবদ্ধ করে শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসে। আর কেউ যেন সামনের সারি লংঘন করে বাইরে না আসে। অল্প সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী পুরো সমাগম নিজেদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে নিলো।

কীরাসকে স্কট করে জাহাজ থেকে নিচে নামিয়ে আনা হলো। উঁচু একটা জায়গা মঞ্চের মতো করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো। কীরাসকে সেখানে উঠানো হলো। কীরাস সেখানে উঠে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সমবেত লোকদেরকে শ্লোগান বন্ধ করে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে লোকজন শান্ত হয়ে গেলো। সমুদ্র বন্দরের এই বিশাল সমাবেশস্থলে নিঃশব্দতা নেমে এলো। সবাই কীরাসের কণ্ঠের বক্তৃতা শোনার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।

কীরাস এবার উঁচু শব্দে বলতে লাগলেন,

'মিসরের আত্মমর্যাদাবোধে বলিয়ান সিংহ শাবকেরা, আজ পর্যন্ত যা হওয়ার তা হয়েছে। অতীত নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। তাজাদম ফৌজ চলে এসেছে। তোমাদের আতংকের আর দুশ্চিন্তার দিন শেষ।'...

'আমার আফসোস হচ্ছে মিসরে আমাদের যে ফৌজ ছিলো তারা পিছু হটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। এর অর্থ এই নয় যে, সালতানাতে রোমের সব ফৌজই এমন ভীরু। যে ফৌজ তোমরা দেখছো শক্তিতে মনোবলে দরুন তাজাদম'...

'সেই হেরাকল মরে গেছেন যিনি ঈসা মসীহের খ্রিস্ট ধর্মকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিকৃত করে তুলেছিলেন। যারা তার এই খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করেনি তাদেরকে আমার হাতে হত্যা করিয়েছেন। অনেককে আমার হাতে অকথ্য জুলুমের শিকার বানিয়েছে।'...

'লোকেরা আমাকে খুনিও বলেছে। এজন্য আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ, খোদা জানেন আসল খুনি কে, আসল অপরাধী কে? হ্যাঁ, এটা তোমরাও জানো যে আমি স্রেফ হুকুমের গোলাম ছিলাম।'...

'তারপরও যদি তোমরা আমাকে অপরাধী মনে করো তাহলে আমি সেসব মহান শহীদদের আত্মার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যারা প্রকৃত খ্রিস্টবাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।'....

'কিন্তু আমি শুধু ক্ষমা চেয়ে আমার দায়িত্ব শেষ করছি না। আমার হাতে যে পাপ করানো হয়েছে আমি যেকোনো মূল্যে এর প্রায়শ্চিত্ত করে তবে ক্ষান্ত হবো। আমি মিসরে আসা একটা মুসলমানকেও জীবিত আরবে ফিরে যেতে দেবো না।'...

'এ পর্যন্ত যতগুলো পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের, প্রত্যেকটাকে আমি বিজয়ে বদলে দিয়ে দম নেবো। তোমাদের দুঃখের ইতিহাস আমি বদলে দেবো পরম আনন্দের ইতিহাসে'।....

জন সমাগমের লোকেরা কীরাসের কথা শেষ করতে দিলো না। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো।

শ্লোগানের এমন হুল্লোড় উঠলো যে কীরাসের মনে হলো তার কানের পর্দা ফেটে যাবে।

কীরাস বেশ কিছুক্ষণ কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেশ কয়েকবার হাত নাড়ানোর পর সমাগম ক্রমেই শান্ত হয়ে এলো। নেমে এলো পিনপতন নিরবতা।

কীরাস এবার আরও উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

'হে ইস্কান্দারিয়ার অধিবাসীরা, তোমাদের এই জোশদীপ্ত আবেগ আর ব্যকুলতা আমার মনোবল সাহস দ্বিগুণ করে তুলছে। আজ আমি পরম নিশ্চিন্তে শুধু বিশ্বাসই করছি না অনুভবও করছি যে আমি একলা নই; কওমের বাচ্চা বুড়ো সব আমার

সঙ্গে আছে। শুধু বযনতিয়ার সেনারাই নয় কওমের শিশুরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সবকিছু উজাড় করে দেবে।'.....

'রোমীয়দের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে সেটা মন থেকে বের করে দাও। মিসর তোমাদের দেশ। তোমাদের মাতৃভূমি। রোমীয়রা তোমাদের বাদশাহ নয়। তোমাদের মালিকও নয়। না তোমরা রোমীয়দের প্রজা।'...

'আমরা সবাই এক। খ্রিস্টবাদ আমাদের সবার ধর্ম। এজন্য আমরা সবাই এক সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বো। আর দেশ ও ভূখন্ডের প্রশ্নে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, এই মিসর তোমাদের। এর মালিক তোমরাই। এর রাজত্ব তোমাদের হাতেই থাকবে।'.....

'হেরাকলের ছেলে কস্তন্তীনও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আমি তার ছেলে কোস্তানিস ও মালিকায়ে মার্টিনার ছেলে হারকিলিউনাসের হাতে যৌথভাবে রাস্ট্র ক্ষমতা দিয়ে এসেছি। রাষ্ট্রীয়ভাবে ওদেরকে এই বাধ্যবাধকতার অধীন করে দেয়া হয়েছে যে, ওরা এককভাবে কেউ নিজের হুকুম চালাতে পারবে না।'...

'আমার আর এখন এই সমস্যা নেই যে সব হুকুম বযনতিয়া থেকে নিতে হবে। বেশ কিছু ব্যাপারে আমাকে একক কর্তৃত্বের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।' ।.....

'অতি লজ্জার বিষয় হলো সামান্য সংখ্যক কিছু মুসলমান এতো দূর এসে প্রায় পুরো মিসর দখল করে বসেছে। আর আমাদের সেনারা তাদের সামনে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এখন সবকিছু খুব দ্রুততার সঙ্গে করতে চাচ্ছি।'...

'মাত্রই তো মিসরে পা রাখলাম। এখানকার স্থানীয় পরিস্থিতি আগে দেখে নিই। তারপর সমস্ত কার্যক্রম শুরু করবো। আর এখানে উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করবো, যাদের সামর্থ আছে তারা যেন ফৌজে ভর্তি হয়ে যায়। আর যারা ফৌজে ভর্তি হতে পারবে না তারা যেন সব ধরনের সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে রাখে।'.....

'আমি এখন সবার উদ্দেশ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছি। সেটা হলো, মুসলমানদের ব্যাপারে সবার মধ্যে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, ওরা যে শহর জয় করে সে শহরের লোকদের সাথে অসম্ভব ভালো ব্যবহার করে। খুব দ্রুত লোকদেরকে আপন করে নেয়। কখনও ওরা লুটপাট চালায় না।'......

'ওদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে যারা মুসলমান হয়ে যায় তাদেরকে ওরা ওদের সমান অধিকার দেয়। আর যারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে না তাদের ওপর শাস্তি স্বরুপ জিযিয়া-কর আরোপ করে।'...

'এর বদলে তাদের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজতের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। মুসলমানদের এই চারিত্রিক মাধুরিমা দেখে কিছু কিছু দুর্গের খ্রিস্টানরা তো তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মুসলমান হয়ে গেছে।'....

'মুসলমানদের আসল মানসিকতা এখনও তোমরা টের পাওনি। এটা আসলে ওদের মুখোশ।'...

‘ওরা যদি পুরো দেশ জয় করতে পারে তখন দেখবে ওদের আসল রূপ। ওদের মুখোশ তখন খুলে যাবে। ওরা তখন ফেরাউনের চেয়ে জঘন্য হয়ে উঠবে। সবাইকে ওরা কৃতদাসে পরিণত করবে। বিনা পারিশ্রমিকে সবাইকে বেগার খাটাবে।’

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কীরাস খুব দ্রুততা ও তীব্রতার সঙ্গে এই বক্তৃতা করেছিলেন। কীরাস সত্যিই খুব দ্রুত সবকিছু করে ফেলতে চাচ্ছিলো।

ইস্কান্দারিয়ার স্থানী'য় সেনাদলের এক জেনারেল নোঙ্গর করা জাহাজে কীরাসকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলো। এই জেনারেল বক্তৃতার পুরো সময়টা কীরাসের সঙ্গে সঙ্গে ছিলো।

সেই জেনারেলকে কীরাস বেশ কয়েকবার মিসরের সেনা প্রধান জেনারেল থিয়োডর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন।

জেনারেল কীরাসকে উত্তরে তেমন কোন পরিষ্কার ধারনা দিতে পারেনি। কীরাস যে জেনারেল থিয়োডরের সাথে কথা বলার জন্য বেশ উদগ্রীব ছিলেন সেটা তার বার বার জিজ্ঞেস করার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো।

জেনারেল থিয়োডর তখন মিসরের পুরো রোমীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার। মিসর সম্পর্কে তার চেয়ে আর কারো ভালো জানার কথা নয়। এজন্য জেনারেল থিয়োডরকে কীরাসের ভীষণ দরকার।

অন্যদিকে মালিকায়ে মার্টিনা তাকে বলে দিয়েছে, থিয়োডর পুরো মিসরে দারুন জনপ্রিয়। ওকে যেভাবেই হোক খুব দ্রুত হাত করে নিতে হবে। মার্টিনার মনে ভয় ছিলো, জেনারেল থিয়োডর নিজের চেষ্টায় যদি মিসরে সফলতা পেয়ে যায় তখন হেরাকলের ছেলে কোস্তানিসকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য ঘোষণা করবে।

কীরাস এজন্য থিয়োডরকে চাচ্ছিলেন। কিন্তু থিয়োডর তো আর তাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেনি। এজন্য কীরাসের কপালে একটা চিন্তার রেখা রয়ে গেলো।

ইস্কান্দারিয়ার সেই জেনারেল কীরাসকে শাহী মহলে নিয়ে গেলো। এই শাহী মহল ছিলো হেরাক্লিয়াসের। পরবর্তীতে মিসরের রাজা মুকাওকিস এখানে থাকতেন। এই মহলেই কীরাসের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

মহলে পৌঁছে কীরাসকে শাহী আয়োজনের খাবারদাবার দেয়া হলো। কীরাস সেগুলো ছুঁয়েও দেখলেন না। পরিচারিকারা তার সামনে থেকে সরে যেতেই ক্রুদ্ধ গলায় বললেন,

'জেনারেল থিয়োডর তো এখানকার সুপ্রীম কমান্ডার মাত্র। কিন্তু এখন সে নিজেকে মিসরের সম্রাট মনে করছে।'

কীরাস আবার বিড় বিড় করে বললেন,

'সে কি জানে না আমি কত বড় ফৌজ নিয়ে এখানে এসেছি?'

কীরাস নিজে প্রশ্ন করে নিজেই এর উত্তর দিলেন,

'হ্যাঁ, থিয়োডর জানতো আমি আসছি। বযনতিয়া থেকে রওয়ানা হওয়ার আগেই তার কাছে আমি পত্রদূত পাঠিয়েছিলাম। ওর তো সমুদ্র বন্দরে যাওয়া উচিত ছিলো।'

বযনতিয়া থেকে সেনাসাহায্য নিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছতে কীরাসের অনেক দিন লেগে যায়। প্রথমে তো স্থল পথে দীর্ঘ সফর ছিলো। তারপর এর চেয়ে আরও দীর্ঘ পথের সফর ছিলো নদী পথে।

আদিগন্ত বিস্তৃত সুবিশাল রোম সাগর পুরোটাই পাড়ি দিতে হয়েছে। এর মধ্যে একবার পথে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়তে হয়েছে। ঝড় এতোই আচমকা ও ভয়ংকর ছিলো যে, এক সময় সবাই ভেবেছিলো জাহাজ বুঝি এ যাত্রায় সাগরে তলিয়ে যাবে।

কিন্তু কিছু সময় পর ঝড়ের তাণ্ডব আচমকা দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে কীরাসের বাহিনী ঝড়ের কবল থেকে মুক্ত হলেও দেখা যায় জাহাজ ইস্কান্দারিয়ার পথ থেকে কয়েকশ মাইল দূরে সরে গেছে।

কীরাস পুরো সফর স্থল পথেও করতে পারতেন। কিন্তু এতে সময় আরও অনেক বেশি লাগতো। বযনতিয়া রওয়ানা করার আগে মিসরের অবস্থা অন্যরকম ছিলো।

তখন তো কীরাস শুনেছিলেন, মুসলমানরা ব্যবিলনের মতো অজেয় শহর জয় করে নিয়েছে। কিন্তু এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে মিসরের অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে।

মুসলমানরা ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক পথ জয় করে ফেলেছে। মুসলমানদের গন্তব্য এখন ইস্কান্দারিয়া। মুসলমানদের এই অবিশ্বাস্য অগ্রগতির কথা এখনো কীরাস ভালো করে জানেন না।

ইস্কান্দারিয়ায় আসার পর কীরাসকে যেন কি তাড়া করে ফিরছে। কথাও বলছেন খুব দ্রুত। আর কাউকে বলার সুযোগও দিচ্ছেন না। নিজে প্রশ্ন করছেন আবার কাউকে উত্তরের সুযোগ না দিয়ে নিজেই উত্তর দিচ্ছেন। মালিকায়ে মার্টিনা থিয়োডরকে নিয়ে যে আশংকা করেছিলো তাই এখন সত্যি মনে হচ্ছে।

যতটুকু আচ করা গেছে এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে থিয়োডর এখানকার সব শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে থিয়োডর যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

কীরাস আরেকবার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন,

'আমাকে কেউ কি বলতে পারবে থিয়োডর কেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসলো না?'

কীরাস কাউকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে লাগলো,

'মনে হচ্ছে ব্যবিলনের পরাজয়ের লজ্জায় সে কাউকে মুখ দেখাতে চাচ্ছে না। এতো বড় এক বিখ্যাত জেনারেল মামুলি ও নগণ্য এক দল মুসলমানের সামনে যখন আত্মসমর্পণ করে তখন তো সেটা অনেক বড় লজ্জারই কারণ হয়।...

'কিন্তু আমি থিয়োডরকে এজন্য কাঠগড়ায় দাড় করাবো না। তাকে ডেকে নিয়ে এসো। আমরা আবার নতুন করে সব পরিকল্পনা সাজাবো। তারপর মুসলমানদের নাম নিশানা পৃথিবী থেকে মুছে দেবো।'

সেখানে যত জেনারেল ছিলো সবাই একে অপরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলো। সবার দৃষ্টি বলে দিচ্ছে কীরাসের এই অস্থির আচরণ এরা কেউ ভালো ভাবে নিচ্ছে না। এরা বেশ বিরক্তও।

সবাই চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলো, কীরাসকে থিয়োডরের অবস্থা জানিয়ে দেবে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়ান এক জেনারেল বললো,

'আসকাফে আযম, আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ না দিলে তো আমরা কিছুই জানাতে পারবো না। বযনতিয়া থেকে আপনার রওয়ানা দেয়ার সময় মিসরের অবস্থা যেমন শুনেছিলেন এখন কিন্তু অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তখনকার চেয়ে মিসরের অবস্থা এখন-অনেক নাজুক।'.....

'আমাকে অভয় দিলে আমি বলবো যে, আপনি একজন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক। মিসরের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণই সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য সেনাবাহিনীর ব্যাপার জেনারেলরাই ভালো

বলতে পারবে। আপনি তাদের কথা শুনুন এবং আপনি কি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন তাও বলুন।'

কীরাস এবার নরম গলায় বললেন,

'আরে এজন্যই তো জেনারেল থিয়োডরকে আমি খুঁজছি। ও আমার সামনে তো আসুক।'

বর্ষীয়ান জেনারেল বললেন,

'জেনারেল থিয়োডর আপনার সামনে এতো তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না। কারণ, তিনি এখন ইস্কান্দারিয়ায় নেই। 'কারনিয়ুন' নামক এক জায়গায় তিনি আছেন।'

'ওখানে সে কি করছে?'

বর্ষীয়ান জেনারেল বললেন,

'নাকয়ুস, তরনুত ও অন্যান্য জায়গা থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদেরকে তিনি সেখানে একত্রিত করছেন। আরবদের এই ছোট ফৌজ ব্যাবিলন জয় করে সেখানে বসে থাকেনি। ব্যবিলনের সামনের বিশাল এক জনপদে তাদের দখলদারির অবস্থান আরও শক্তিশালি করেছে। ওরা নাকয়ুসের মতো বিশাল দুর্গবেষ্টিত শহরও জয় করে নিয়েছে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে।'....

'ছোট দুর্গ শহরে আমাদের ফৌজ লড়াই না করেই পালিয়ে এসেছে। আর লড়াই করলেও তা অক্ষত অবস্থায় পালানোর জন্যই লড়াই করেছে। সেসব জায়গাতেও অনেকে নিহত হয়েছে। কেউ কেউ পালাতে পেরেছে। সেসব বিজিত এলাকার অনেক সাধারণ মানুষ ও ফৌজেরও রুখ ইস্কান্দারিয়ার দিকেই'।

'লোকজন এখনও ইস্কান্দারিয়ার দিকে আসছে। জেনারেল থিয়োডর কারয়ুনে এক ঘাঁটি খুলে সেখানে আমাদের অবস্থান শক্ত করছেন। যাতে মুসলমানদেরকে ওখানেই রুখে দিতে পারেন। আর তা না পারলেও মুসলমানরা তো সরাসরি ইস্কান্দারিয়ায় আসতে পারবে না।'

'তাহলে কি ওখানে সেনাসাহায্য পাঠানো উচিৎ?'

কীরাস নিজে জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন,

'কিন্তু আমি তো সেনাসাহায্য এনেছি অন্য কাজে ব্যবহার করতে। সেনা সাহায্যে আসা সৈন্যদেরকে যদি বিভিন্ন জায়াগায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তো আমাদের আসল উদ্দেশ্যই অপূর্ণ রয়ে যাবে।'

বর্ষীয়ান জেনারেল বললেন,

'জেনারেল থিয়োডরের কাছে সেনাসাহায্য পাঠালে আমাদেরই লাভ হবে। এতে থিয়োডর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলও হতে পারেন। আর তা না হলে আমরা সেই সাহায্যকারি সেনাদল ইস্কান্দারিয়ার প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার করতে পারবো। ওদেরকে ইস্কান্দারিয়া থেকে কিছু দূর পর্যন্ত সারিবদ্ধ পজিশনে রাখলেও আরবরা বেশ বাধার মুখে পড়বে।'

বর্ষীয়ান জেনারেলের কথা কীরাসের কাছে বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হলো। তখনই দুই ইউনিট সেনা কারয়ুনে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন।

কীরাস তার সঙ্গে বিশাল এক ধর্মপ্রচারকের দল নিয়ে এসেছেন। বযনতিয়াতেই কীরাস তাদেরকে শিখিয়ে পরিয়ে এনেছেন মিসরে গিয়ে তাদের কি করতে হবে। এই দলে তিনজন বড় বড় পাদ্রী ছিলো। এরা ছিলো কীরাসের ভীষণ অনুগত ও বিশ্বস্ত।

শাহী মহলে পৌঁছে কীরাস যখন জেনারেলদের কাছ থেকে শুনলেন মিসরের অবস্থা তার ধারনার চেয়ে আরও সঙ্গীন ও গুরুতর, কীরাস তখন সেই বৈঠকেই একটি কনফারেন্স ডাকলেন।

কনফারেন্সে জেনারেলরা তো রইলোই,
সাথে রইলো তিন বড় পাদ্রী,
গোয়েন্দা বিভাগের দুই বড় কর্মকর্তা ও
প্রশাসনের তিন চারজন বড় বড় সচিব।

কীরাস কনফারেন্স হলের সবগুলো ফটক বন্ধ করে দিলেন। রুদ্ধ দ্বার কক্ষ সভার জন্য এটা জরুরি ছিলো। কীরাস চাচ্ছিলেন এখানে যা কথা বার্তা হবে সেটা যেন দেয়ালের কানেও না পৌঁছে।

কিন্তু ইতিহাসের অনস্বীকার্য শক্তি হলো যেকোন গোপন তথ্য তার প্রয়োজনমতো পাতাল কুঠুরি থেকেও উঠিয়ে আনে। রুদ্ধদ্বার সভাকক্ষের দেয়া পর্দা ভেদ করে সেখানে উচ্চ অনুচ্চ সব কথাই তার বিশ্বস্ত ঝুলিতে পুরে নেয়।

কীরাসের সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের কনফারেন্সের অনেক কিছুই ইতিহাস তার স্বমহিমায় বে-নেকাব করে দেয়। পরবর্তী ঘটনাবহুল দিনলিপি সে ইতিহাসকে সত্যায়িত করে আরো সার্বজনীন করে তুলে।

কীরাস সভাপ্রধানের কুরসিতে বসে গুরুগম্ভীর গলায় তার বক্তব্য শুরু করেন,

'আমার প্রিয় ভাই বন্ধুরা, এই সত্যকে আগে মেনে নাও যে, আমাদের সেনাবাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কাপুরুষের মতো মিসর এক প্রকার মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে।'...

'আমি তোমাদেরকে সমবেত করেছি এজন্য তোমরা যাতে মুসলমানদেরকে মিসর থেকে কিভাবে বের করা যায় এর কোন পথ-পদ্ধতি বের করতে পারো।'....

'তোমরা সবাই যার যার পরামর্শ, মতামত বা প্রস্তাব পেশ করো। সবার মতামতের ভিত্তিতে আমরা একটা সম্মিলিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে পারবো। আমার পরামর্শ হলো আমাদের শুধু সামরিক শক্তি বাড়ালেই হবে না।'...

'কে না জানে যে, প্রতিটি রণাঙ্গনে আমাদের সামরিক অবস্থান ও শক্তি মুসলমানদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিলো। কিন্তু কোন রণাঙ্গনেই আমাদের সেনারা জমে লড়াই করতে পারেনি।'....

'আমি কেন দুনিয়ার সব যুদ্ধপণ্ডিতরাই হয়রান হবে, বিস্মিত হবে যে মুসলমানরা কিভাবে ব্যবিলনের মতো এমন অজেয় শহর জয় করে নিলো। যাক এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'...

'আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের এখন অন্যরকম এক রণাঙ্গন খুলতে হবে। যার কর্মকাণ্ড শুধু যমিনের ওপরেই নয় যমিনের নিচেও চালানো হবে। মুসলমানদেরকে আমরা প্রতারণার জালে ফেলেও পরাজয় উপহার দিতে পারবো।'...

'প্রকাশ্যে তো আমরা সেনা বিন্যাস নিয়ে লড়বো, কিন্তু গোপনে আমরা অন্য লড়াইও চালিয়ে যাবো। তোমরা ভেবে দেখো এ ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি?'

সভায় উপস্থিত কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে নিলো। তারপর এক জেনারেল বললো,

'আমার মনে হয় মুসলমানদের ভেতরকার পরিবেশ সবার আগে নষ্ট করে দিতে হবে। এ জন্য এবং ওদের মধ্যে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে পাঠাতে পারি আমরা। আপনারা সবাই জানেন একজন রূপবতী মেয়ে তার রূপ দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে'।

কীরাস মুচকি হেসে বললেন,

'জেনারেল চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এখানে গোয়েন্দাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। গোয়েন্দাবৃত্তি করা হয় সেই দুশমনের বিরুদ্ধে যাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না যায়। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তারা কিভাবে হামলা চালাবে এসব জানা না থাকলে গুপ্তচরবৃত্তির প্রয়োজন হয়।'....

'আরবের মুসলমানদের ব্যাপারে আমরা প্রায় সবকিছুই জানি। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি গন্তব্য কোথায় এবং তা যে ইস্কান্দারিয়া তা কে না জানে। তবে আমরা দুশমনের গতিবিধি কি এটা জানার জন্য আমাদের কিছু জোয়ান বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসিয়ে রাখতে পারি।'

এক জেনারেল বললো,

'আপনার সাথে আমি একমত আসকাফে আযম। যুবতী মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে চাইলে অন্যকোন কৌশলে করতে হবে। আমার পরামর্শ হলো মুসলমানদের সিপাহসালারকে হত্যা করানো হোক। তাকে বাইরে কোথাও হত্যা করা যাবে না। এটা অসম্ভব।'...

'সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি হলো সুন্দরি এক মেয়ে অসহায় বিপদগ্রস্ত সেজে সিপাহসালারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তারপর এমন অভিনয় করবে যে

সিপাহসালার তাকে তার সঙ্গে রাখবে। তারপর সুযোগ বুঝে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবে।'

বর্ষীয়ান সেই জেনারেল বললেন,

'মুসলমানদের সিপহাসালারকে হত্যা করলেও তাদের অভিযানে এর সুদূরপ্রসারি কোন প্রভাব পড়বে না। অন্য কোন সালার তার দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিবে। কারণ, ওদের ওখানে বাদশাহী প্রথার কোন রুসম রেওয়াজ নেই। যুদ্ধের ময়দানে বাদশাহ মারা পড়লে পুরো ফৌজের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তারপর সবাই পালাতে শুরু করে।'....

'আরে বাদশাহ কেন কোন জেনারেল মারা পড়লেও সৈন্যদের একই অবস্থা হয়। পুরো বাহিনী যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর পথ খুঁজতে শুরু করে। মুসলমানদের ওখানে তো কোন বাদশাহ-ই হয় না। আমি ওদেরকে কাছ থেকে দেখেছি।'...

'ওদের চরিত্র, আচার-আচরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। মুসলমানরা নিজেদের শাসক বা সিপাহসালারের হুকুমে লড়ে না। বরং ওরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদার হুকুমে লড়াই করে। যাকে ওরা 'আল্লাহ' বলে থাকে।'....

'ওরা দলীয় শৃংখলার প্রতি এতোই সতর্ক যে সিপাহসালারের নির্দেশের বাইরে এক মুহূর্ত চিন্তা করতে পারে না। অবাধ্যতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে দেখা যাবে না। কোন যুদ্ধে ওদের সব সালার মারা গেলেও ওরা ঘাবড়ে যায় না।'...

'বরং ওদের মনোবল আরো বেড়ে যায়। নিজেরা পরামর্শ করে কাউকে সালার বানিয়ে নেয়। যাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার ধারাবাহিকতা অটুট থাকে।'...

'এর কারণ সেটাই যা আমি আগেই বলেছি। সেটা হলো মুসলমানরা একমাত্র তাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় সবসময় হৃদয় মনে জাগ্রত রাখে। ওদেরকে দুর্বল করার কার্যকর কোন পদ্ধতি চিন্তা করে বের করতে হবে।'

আরেক জেনারেল বললো,

'এটাও মাথায় রাখতে হবে মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরের সালার থেকে নিয়ে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকের চরিত্রে পাহাড় টলানোর মতো শক্তি রয়েছে। যত সুন্দরি যৌবনবতী আর চতুর মেয়েই হোক না কেন ওদেরকে টলাতে পারবে না।'...

'রূপের জালে ওদেরকে জড়াতে পারবে না। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও সংকল্প থেকে এক চুলও নড়াতে পারবে না।'....

'এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে মুসলমানরা এ পর্যন্ত যতগুলো শহর জয় করেছে প্রত্যেকটি শহর থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে, মুসলমানরা কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। বরং বিজিত এলাকার মেয়েদেরকে নিজেদের মা বোন বা মেয়েদের মতো সম্মানের চোখে দেখেছে।'......

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে সেটা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন। আপনারা জানেন হাজার হাজার মিসরি বেদুইন মুসলমানদের ফৌজে যোগ দিয়েছে। ওরা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর অধিকাংশই মুসলমান হয়নি এবং খ্রিস্টধর্ম ছাড়েনি।'.....

'এদেরকে যৌবনবতী মেয়েদের মাধ্যমে আমাদের সাজানো লালসার জালে ফাসানো যায়। এতে যদি বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে চলে আসে এবং তাদের ঘরে ফিরে যায় তাহলে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা হবে সেটা হলো তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধা কমে যাবে। হঠাৎ করেই ওদের সেনা শিবির খালি হতে শুরু করলে ওদের গতি অনেক কমে যাবে।'......

'আরেকটা ক্ষতি হবে, এদের দেখাদেখি অন্য যেসব বেদুইন মুসলমানদের দলে যোগ দিতে চাইলে তারাও ধীরে ধীরে সরে পড়বে। এজন্য বেদুইনদের সরদারদেরকে আমাদের হাত করতে হবে।'...

'এদের সরদারদেরকে আমাদের বোতলে পুড়তে হলে মেয়েদেরকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। ধন সম্পদের লোভও ওদেরকে দেখানো যায়। এটাও বেশ কাজে লাগতে পারে।'

আরেক বর্ষীয়ান জেনারেল বললেন,

'এই প্রস্তাবটার ওপর চিন্তা ভাবনা করা যায়। বেদুইনদেরকে আমাদের জালে ফাসানো গেলে মুসলমানদেরকে এর মাধ্যমে দুর্বল করার আরেকটা উপায় হতে পারে যে, আমাদের জালে ফেসে যাওয়া হাজারো বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গেই থাকবে। তবে যেখানেই সুযোগ পাবে মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে ওদের পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দেবে।'...

'মুসলমানরা এই যুদ্ধকে তাদের ধর্মীয় যুদ্ধ মনে করে। একে তারা জিহাদ বলে থাকে। আর জিহাদকে প্রতিটি মুসলমান ফরয মনে করে। আমরাও একে জিহাদ মনে করি। এই জিহাদ আমাদের নারী-পুরুষ সবার জন্য ফরয। নারীদেরকে আমরা আমাদের ধর্মের অংশ হিসেবেই ব্যবহার করতে পারবো।'...

'এরপর বেদুইনরা তো আছেই। যাদেরকে আরো সহজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবো।'

কীরাস এবার বেশ সন্তুষ্টির গলায় বললেন,

'আমি খুশি এজন্য যে তোমরা আমার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পেরেছো এবং সেভাবেই পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছো। তোমাদের সঙ্গে আমি একমত যে, শত্রুর মোকাবেলা যদি সরাসরি না করা যায় তাহলে তাদেরকে মাটির নিচ থেকে আঘাত করো।'...

'অথবা তাদের মধ্যে এমন লোক ঢুকিয়ে দাও যারা তাদেরকে বন্ধুত্বের বেশে পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে অনায়াসে।'

কীরাস তারপর তিন পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'আপনারা তিনজন এ কাজ বেশ ভালো করেই করতে পারবেন। আপনাদের মুবাল্লিগদেরকে (ধর্মপ্রচারক) বলে দিন ওরা যেন বিভিন্ন বেশে ঐ বেদুইনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারপর তাদেরকে আমাদের জালে পা দিতে বাধ্য করে। বেদুইন এলাকায় কিছু মুবাল্লিগ পাঠিয়ে দিন। এরা এলাকার সরদারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাজ শুরু করবে।'

এক পাদ্রী বেশ উৎসাহের গলায় বলতে লাগলো,

'আমরা বুঝে গেছি আসকাফে আযম, এটা একান্তই ধর্মীয় ব্যাপার। আমরা ও আমাদের মুবাল্লিগরা এসব ভালো করেই বুঝতে পারবো। ওরা এমনভাবে তাবলিগ করবে যে'......

কীরাস সেই পাদ্রীর কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,

'শুধু তাবলিগ করলেই হবে না। ধর্মীয় জাল যেমন ব্যবহার করবেন সুন্দরি মেয়েদেরকেও ব্যবহার করতে হবে। অতি সুন্দরি কিছু মেয়ে নিয়ে যেতে হবে। যারা নিজেদের ওপর ধর্মীয় আলখেল্লা সওয়ার করে রাখবে। আর পর্দার আড়ালে নিজেদের রূপ যৌবন ব্যবহার করে সরদারদেরকে ধীরে ধীরে নিজেদের জালে ফাসিয়ে কার্যসিদ্ধ করবে।'...

'আপনারা যদি বলেন ধর্ম এ ধরনের প্রতারণার অনুমতি দেয় না তাহলে আমি এর সঙ্গে এ মুহূর্তে একমত হবো না। আগে এর উদ্দেশ্য দেখুন। উদ্দেশ্য হলো আমাদের খ্রিস্টবাদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আপনি যদি ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকেন তাহলে দেখবেন একদিন এই গণ্ডি অতি সংকীর্ণ হয়ে গেছে।'

'আর খ্রিস্টবাদের গণ্ডি সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ হলো মিসরে ইসলামের গণ্ডির প্রসার ঘটানোর সুযোগ করে দেয়া। নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য এমন কিছু যদি করতে হয় যা আপাত দৃষ্টিতে ধর্ম বিরোধী তাহলে তাও ধর্ম অনুমতি দেয়।'...

'খ্রিস্টবাদ রক্ষার জন্য আমাদেরকে ইসলাম ধ্বংসের সব ধরনের ব্যবস্থাই করতে হবে। এজন্য সাময়িক অন্যায় ও পাপের আশ্রয় নেয়ারও সাদর অনুমতি রয়েছে।'

ওখানে কয়েকজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ব্যক্তি ছিলো। তাদেরকে এসব কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো। এরা এবং এদের অধীনে যেসব গোয়েন্দারা আছে তারা তারা প্রতারণা শঠতা সন্ত্রাসবাদ ছড়ানো ইত্যাদি নানান অপকর্মের দক্ষ উস্তাদ।

রাজা বাদশাহরা এসব গোয়েন্দাদেরকে মহল ষড়যন্ত্রের কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে।

ইস্কান্দারিয়ার শাহী মহলের হেরেমে অসংখ্য রূপবতী ও ধূর্ত যুবতী রয়েছে। যাদের কেউ কেউ রূপের ঝলক ব্যবহার করার অভিজ্ঞতাও রাখে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার অভিযানের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন। এক জায়গায় এক মুজাহিদ গোয়েন্দা এসে সিপাহসালারকে সতর্ক করে দিলো।

সে জানালো, মাইল ছয়েক সামনে এক জায়গায় রোমীয় সেনারা একত্রিত হচ্ছে। ওখানে ওরা মুজাহিদদের সাথে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছে।

জায়গাটার নাম 'সেল্টিস'। এটা কোন বিখ্যাত বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নয়। ওখানে কোন দুর্গও নেই। রোমীয়রা ওখানে খোলা ময়দানে লড়বে। সিপাহসালার বেশ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

'আমি তো বিস্মিত হচ্ছি যে, রোমীয়রা সেল্টিসে শুধু একাত্রাই হয়নি লড়াইয়ের জন্যও প্রস্তুত। যুদ্ধে পরাজয় বা ধাওয়া খাওয়ার পর রোমীয়রা এমন সাহস তো কোথাও দেখায়নি। নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। হয়তো কোথাও থেকে সেনাসাহায্য পাওয়ার আশা করছে'।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে যে ক'জন সালার ছিলেন তারাও বিস্মিত হলেন। তাদের তো জানা ছিলো না ওদের পেছনে আসলেই অন্য এক শক্তি আছে।

জেনারেল থিয়োডর তখন কারয়ুনে। যেটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে বেশ সুসংহত ছিলো। কারণ, শহরটি ছিলো শক্তিশালি দুর্গবেষ্টিত।

পলাতক রোমীয় ফৌজ এই কেল্লায় নিয়মিতই আসছে। আর থিয়োডরের সৈন্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে। থিয়োডর এদেরকে বিভিন্ন ঘাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। যাতে মুসলমানদের অগ্রাভিযানে এরা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

বিভিন্ন ঘাঁটিতে যদি মুসলমানরা এভাবে লড়াইয়ের মুখে পড়ে তাহলে তাদের শক্তি-ক্ষয় হতে থাকবে ধারাবাহিকভাবে। আর সৈন্য সংখ্যাও কমতে থাকবে। দেখা যাবে এরা আর ইস্কান্দারিয়া পৌঁছারও যোগ্য থাকবে না।

বিভিন্ন ঘাঁটিতে থিয়োডরের মোতায়েন করে রাখা এসব রোমীয় সেনাদল প্রায় কোথাও মুসলমানদের সামনে দাড়াতে পারেনি। সবখানেই পিছু হটেছে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে পিছু হটা সবসময় দোষের ব্যাপার না।

এটা শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার ও দুর্বল করার দারুন কার্যকর কৌশল। পিছু হটে আবার নতুন করে গুছিয়ে নিয়ে পরিকল্পনা এটে জবাবি হামলা করা।

জেনারেল থিয়োডরও এসব ভেবেই এই চাল দিয়েছিলো। কিন্তু রোমীয়রা পিছু হটছিলো না; বরং ভয়ে তাড়া খাওয়া ভেড়া বকরির মতো পালাচ্ছিলো। রোমীয়রা তো ছিলো এক যোদ্ধা জাতি। যাদের বীরত্বগাঁথার কথা ইতিহাসে কানায় কানায় ভরা।

কিন্তু ইসলামের এই সামান্য সংখ্যক মুজাহিদদের সামনে রোমীয়রা তাদের গৌরবগাঁথা ভুলে গেছে।

জেনারেল থিয়োডর প্রথমে ভেবেছিলো পুরো সেনা শক্তি নিজের নেতৃত্বে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হবে। তারপর মুসলমানদের ওপর শেষ আঘাত হেনে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে উৎখাত করে দেবে।

কিন্তু জেনারেল থিয়োডর পালিয়ে আসা লাখো রোমীয় সৈন্যদের মানসিক অবস্থা নিরীক্ষা করে যখন দেখলো তখন তার এ সিদ্ধান্ত বদলালো।

নতুন পরিকল্পনা ঠিক করলো কারয়ুনেই থাকবে এবং কেল্লাবেষ্টিত শহরের সুবিধা নিয়ে মুজাহিদদের পথের বিশাল বড় কাঁটা হয়ে দাড়াবে। এখানে অবরুদ্ধ হয়েই মুজাহিদদের ইস্কান্দারিয়ায় অগ্রসর হওয়ার স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

জেনারেল থিয়োডর এক সময় বিশ্বাস করতো বযনতিয়া থেকে বড় ধরনের কোন সেনাসাহায্য আসবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় এধরনের কোন সেনাসাহায্য এলো না। ব্যবিলনে থাকতেই থিয়োডর সেনাসাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়েছিলো।

জেনারেল থিয়োডর নিজেও সবসময় অনুভব করেছে সেনা শিবির তো বটেই সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

থিয়োডর এটাও জেনে গিয়েছিলো বযনতিয়ার শাহী খান্দানে এখন সিংহাসনের দখল নিয়ে সবাই নগ্নভাবে ডুবে আছে চরম ষড়যন্ত্রে। মিসর নিয়ে কারো কোন

মাথাব্যথা নেই। এসব চিন্তা করে একদিন কারয়ুনে তার অধীনস্থ জেনারেলদেরকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি সভা করলো।

থিয়োডর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো,

'আমরা এই লড়াই কার জন্য লড়ছি। হেরাকলের শাহী খান্দানের জন্য না সালতানাতে রোমের জন্য?.. শাহী মহলে এখন কোন ধরনের যুদ্ধ চলছে তা তো তোমরা জানোই। ওরা হয়তো জানেও না যে, আমরা এখানে একলা অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি।'

'এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। এভাবে মিসর যখন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন এর শাস্তি ভোগ করতে হবে আমাদেরকে।'....

'শাহ মুকাওকিস ভালো না মন্দ ছিলো তা নিয়ে আমাদের কোন কিছু বলার নেই। কিন্তু হেরাকল আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক শাহ মুকাওকিসকে অপদস্থ করে দেশান্তরিত করেছে। নিজে কেন সেনাসাহায্য নিয়ে মিসর এলো না? অথবা তার ছেলে কস্তন্তীনকে কেন পাঠালো না।'

'গভীরভাবে ভেবে দেখো আমরা জানবাজি রেখে যুদ্ধ করে আরবদেরকে যদি মিসর থেকে বের করে দিই তাহলে মিসরের মালিক কে হবে? হেরাকল আর তার ক্ষমতালোভী শাহী খান্দানইতো'।...

'আমি আমার মনের কথা বলছি। আমার মনে হয় তা শুনলে তোমরাও আমার সঙ্গে থাকবে। অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমরা এখন যেকোন মূল্যে জমে লড়াই করবো এবং মুসলমানদেরকে চরমভাবে পরাজিত করবো। তারপর আমাদেরকে মিসরের স্বঘোষিত বাদশাহ বলে ঘোষণা করবো।'....

'আমি জানি এরপর কি ঘটবে। বযনতিয়া থেকে বিশাল সেনাদল আসবে। আমাদেরকে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বলবে। আমরা তো কোন মূল্যেই তা করবো না। তখন গৃহযুদ্ধ বাধবে। এর জন্যও আমি প্রস্তুত। এর পর যেকোন পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত। তোমরা আমার সঙ্গে আছো?'

এক সিনিয়র জেনারেল সবার পক্ষ থেকে বললো, 'আপনি যা কিছু করবেন আমাদেরকে সঙ্গেই পাবেন। মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আছি আমরা।'

আরেক জেনারেল বললো,

'রোম সম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন মার্টিনা। নিজে সিংহাসনে বসতে না পারলেও তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে। এ ধরনের পুতুল শাসকের অধীনে কাজ করার চেয়ে চাষাবাদ করা অনেক ভালো।'

জেনারেল থিয়োডরকে সিনিয়র জেনারেল জিজ্ঞেস করলো,

'বযনতিয়া থেকে সেনাসাহায্য আসার কথা শোনা যাচ্ছিলো। এর কি হলো?'

জেনারেল থিয়োডর একটু ভেবে বললো,

'হ্যাঁ এটা নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় আছি...। কীরাস সেনা সাহায্য নিয়ে আসলে সবার আগে আমাকে ডেকে পাঠাব। সত্যি বলতে কি, কীরাসের ওপর আমার কেন

জানি ভরসা হয় না। কীরাস তো আসকাফে আজম; কিন্তু নীতি চরিত্রের বেলায় অতটা স্বচ্ছ নয়।....

আমি আগে উনার নিয়তটা কি সেটা দেখবো। সন্দিহান মনে হলে সাহায্যকারি সেনা দলের নেতৃত্ব আমার হাতে নিয়ে নেবো। আর কীরাসকে অন্য দায়িত্বে লাগিয়ে দেবো।'

জেনারেলরা তাদের নেতা জেনারেল থিয়োডরকে বেশ কিছু পরামর্শ দিলো। পরামর্শ ছিলো এরকম,

'এখন আমরা এই লড়াইকে নিজেদের ব্যাক্তিগত লড়াই মনে করবো।'

'আমাদের এই লড়াইয়ে কীরাসের প্রয়োজন আমরা দেখি না।'

'বযনতিয়া থেকে আসা কোন আদেশ নিষেধের আমরা কোন তোয়াক্কা করবো না।'

'এখনই আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।'

এসব পরামর্শ জেনারেল থিয়োডরের খুব ভালো লাগলো। তখনই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বানানো শুরু হয়ে গেলো। জেনারেল থিয়োডর প্রায়ই বলতো,

'প্রথমে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালি করতে হবে'।

'প্রতিরোধ ক্ষমতা দৃঢ় করার পর আমরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং মুসলমানদেরকে ক্লান্ত বানিয়ে তাদের ওপর জবাবি হামলা করবো'।

'কারয়ুনের বাইরে যেখানে যত রোমীয় ফৌজ আছে তাদেরকে কারয়ুনে জড়ো না করে যে যেখানে আছে সেখানে ছোট ছোট ইউনিটে দলভুক্ত হয়ে অবস্থান করবে। তারপর মুসলমানদের ওপর খণ্ড খণ্ড হামলা চালিয়ে তাদেরকে ক্রমেই দুর্বল করে তুলবে।'

এর অর্থ হলো মুসলমান যখন কারয়ুন অবরোধ করতে আসবে তখন তাদের শক্তিমত্তা অনেকটা কমে যাবে। তাদের গতি ধীর হয়ে আসবে। জোশ জযবায়ও সেই দীপ্তি থাকবে না।

অন্য দিকে ইস্কান্দারিয়ায় মুসলমানদের ভয়ংকর সব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কীরাস। এমন সব ধ্বংসশিল কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন যে, চূড়ান্ত ধ্বংসের পরই কেবল এর রূপরেখা বুঝা যাবে।

আর কারয়ুনে বসে জেনারেল থিয়োডর মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাওতো পিলে চমকে যাওয়ার মতো।

ইস্কান্দারিয়া ও কারয়ুনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত হচ্ছে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কিছুই জানতেন না। অভিযানের প্রতিটি বাকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা বাড়েনি বরং কমেছে।

একজন অমুসলিমসহ তিনজন ঐতিহাসিক লিখেছেন,

এটা আসলে মানতে ইচ্ছে করে না যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতোগুলো লড়াইয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার পরও তিনি অতিরিক্ত সেনা সাহায্য পাঠাননি।

ওমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিসর অভিযান নিয়ে এতো ব্যকুল থাকতেন যে, যেকোন প্রসঙ্গে তিনি মিসরের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। মিসর নিয়ে কথা বলতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

যে পথে পত্রদূতরা আসে প্রায়ই সে পথে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। তার পক্ষে মিসরে অতিরিক্ত সেনাসাহায্য না পাঠিয়ে থাকা সম্ভব? মিসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হুসাইন হায়কাল অসংখ্য ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন,

'মদীনা থেকে মিসরে কতগুলো এবং কতবার সেনাসাহায্য গিয়েছে এটা নির্ণয় করা মুশকিলের ব্যাপার। তবে এটা পরিষ্কার যে ইস্কান্দারিয়া অভিযানের সময় মুজাহিদদের সংখ্যা বার হাজারের বেশি এবং পনের হাজারের কম ছিলো। আর প্রতিটি দুর্গে রোমীয় ফৌজ সংখ্যা ছিলো মুসলমানদের চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশি'।....

'অন্য দিকে রোমীয় সেনাদলের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিলো, তারা বড় বড় শক্তিশালি এবং অজেয় দুর্গের আশ্রয়ে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অপ্রতিরোধ্য করে তোলার সব উপকরণই তাদের হাতের নাগালে ছিলো। তাছাড়া ওরা ছিলো নিজেদের চেনা আবহাওয়া ও পরিবেশে, নিজেদের দেশে। বলতে গেলে নিজেদের বাড়িতে'।....

'আর মুজাহিদদের ছিলো এসব সুবিধার বিপরীতে শুধু প্রতিকূলতা আর বৈরিতা। চার দিকে আত্মঘাতি হামলার কলজে হিম করা আতংক। খোলা আকাশের নিচে যমিনের ওপর এমন কোন জায়গা ছিলো না যেখানে তাদেরকে কেউ দু'দণ্ডের জন্য আশ্রয় দেবে। তারা ছিলো চরম অসহায়। আশ্রয়হীন।'...

'তাদের ছিলো একমাত্র ভরসা আস্থার স্থল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরম কাংখিত আশ্রয়। এতো বড় এতো নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল থাকতে অন্য যেকোন উপায় উপকরণকে তারা নিতান্তই ঠুনকো মনে করতো।'

এক ঐতিহাসিক এ পর্যন্ত লিখেছেন,

ইস্কান্দারিয়ার এই অভিযানের দিকে তাকালে মনে হয়, মুসলমানরা নিশ্চিত আত্মহত্যার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলো। কল্পনা করাও কঠিন যে, এমন হাতে গোনা সৈন্য নিয়ে এতো বড় এবং দুর্ধর্ষ ফৌজের বিরুদ্ধে তারা শুধু লড়তেই যাচ্ছে না, বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দৃপ্ত কদমে এগিয়ে যাচ্ছে'।....

'আগের অসংখ্য অভিযানে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদিও রোমীয়দেরকে অবশেষে পরাজিত করেছেম; কিন্তু এবার তার সামনে যে বাধাগুলো আছে তা শুধু পাহাড় নয়, পাহাড় প্রণালির সঙ্গে এর তুলনা চলে ।'

বিপদ আরও ছিলো। সেটা হলো মুজাহিদদের অবিরাম লড়াইয়ের মধ্যে থাকতে হয়েছে। এক লড়াই থেকে আরেক লড়াইয়ের মধ্যবর্তী সময়টা তেমন বিশ্রাম করারও ফুরসত পায়নি। আবার পরবর্তী অভিযানের জন্য বের হয়ে গেছে।

শক্তিশালি ঘোড়াও তো এ অবস্থায় পড়লে ক্লান্তিতে চলার গতি ধীর হয়ে যেতো। তারপর এক সময় হাটু ভেঙ্গে বসে পড়তো। মুজাহিদরা তো মানুষের উর্ধ্বে দানব জাতীয় কোন প্রাণী ছিলো না। রক্ত মাংসের মানুষই ছিলো।

উদ্দীপনা উদ্দীপ্ততা জোশ জযবার কোন সীমা পরিসীমা না থাকতে পারে; কিন্তু মানুষের তো শারীরিক সক্ষমতার একটা সীমা আছে। আল্লাহ তাআলা এভাবেই মানুষকে বানিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে মুজাহিদরা যেন মানবীয় এই সীমা পরিসীমার উর্ধ্বে চলে গিয়েছিলো।

বছরের পর বছর ধরে বিরামহীন রনাঙ্গনের ধুলো বালির সঙ্গে একাকার হয়েও যেন তাদের কোন ক্লান্তি ছিলো না।

কয়েক বছর আগে মিসরের মাটিতে পা রাখার সময় মুজাহিদদের যেমন উদ্দীপনা উদ্দীপ্ততা ছিলো এখনো তাতে কোন ভাটা পড়েনি। তাদের দেহেরও ক্ষয় আছে; কিন্তু তাদের প্রত্যয়দীপ্ত মনোবল যেন কঠিন শিলা পাথরের মতো অবিচল।

তবে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সেনা দলের দৈহিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে একেবারে বেখবর ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তিনি ঝুঁকির পর ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, মিসর বিজয়ের অদৃশ্য এক উম্মত্ততা যেন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চালিত করছিলো।

আমীরুল মুমিনীন উমর রাদিয়ালাহু তাআলা আনহু থেকে মিসর অভিযানের অনুমোদন নিতে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেশ বেগ পোহাতে হয়েছিলো। অবশেষে অনুমোদন দেয়ার পরও শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন সাহাবী এর বিরোধিতা করেছিলেন। এর মধ্যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসকল সাহাবায়ে কেরামের কথার কখনো অমত করতেন না। সম্ভবত এই প্রথম এর ব্যত্যয় ঘটালেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়ে অনেক বেশি ঝুকি নিয়ে থাকেন। ইবনুল আস যেকোনো সময় পুরো সেনাদলকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাছাড়া সময়মতো সে পর্যন্ত সেনাসাহায্য পৌছানো যাবে না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসব যুক্তির ন্যায্যতার কথা স্বীকার করেও আমর ইবনুল আস রাদিয়ালাহু তাআলা আনহুকে মিসর অভিযানের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। ছাড়পত্র দেয়ার পরও উমর রাদিয়ালাহু তাআলা আনহু দ্বিধা-দন্দ্বে ছিলেন যে, তার এই সিদ্ধান্ত সঠিক না বেঠিক।

যে কারণে দেখা যায়, সিপাহসালা আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনা দল নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পরও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পেছন পেছন এক দ্রুতগতির পত্রদূত পাঠিয়ে দেন। পত্রদূতের পত্রে এই জরুরি পয়গাম ছিলো,

"ইবনুল আস, তুমি যদি মিসরের সীমান্তে প্রবেশ করে না থাকো তাহলে তোমার সেনা দল নিয়ে ফিরে আসো। আর যদি সীমান্তে ঢুকে পড়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য তোমাদের সঙ্গে আছে।"

যখন এই পয়গাম আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে পৌছে তখন তিনি সেটা খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কারণ, তখন তিনি মিসর সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে ছিলেন।

মিসর সীমান্তে ঢুকে তিনি পত্র খুলে পড়লেন। তারপর মুচকি হেসে তার পথ চলা অব্যহত রাখলেন। এমন একটি পত্র আসবে বলে তিনি আগেই আচ করে রেখেছিলেন।

এখন মিসরের অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশ জয় করার পর যখন মুসলিম সেনাদল নিয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন আবার উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই আশংকাটাই যেন এই পর্যায়ে এসে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

বিজয়ের নেশায় অবাস্তব সব ঝুঁকি তার কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। আর এগিয়ে যাচ্ছেন নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে।

এক গোয়েন্দা মুজাহিদ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জানালো,

'মাননীয় সিপাহসালার, সেল্টিসের কাছে যে ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া রোমীয় ফৌজ জড়ো হচ্ছে তাদেরকে আমি গভীর চোখে নিরীক্ষা করে দেখেছি। ওরা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। কঠিন লড়াইয়ের জন্য ওরা বদ্ধপরিকর'।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সোজা এক দিকে তার ঘোড়া হাকাচ্ছেন। রোমীয়রা যে দিকে জড়ো হচ্ছে সেটা অন্য দিকে। তিনি তার সালারদের সাথে পরামর্শ না করেই তার ঘোড়ার মুখ এক দিকে ঘুরিয়ে দেন এবং তার সেনাদলকে হাতে ইশারা করে বললেন তাকে অনুসরণ করতে।

গোয়েন্দারা আগেই জানিয়ে রেখেছিলো সেল্টিসে রোমীয়দের সংখ্যা মুজাহিদদের চেয়ে দ্বিগুণ।

কিছু দূর যাওয়ার পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলন্ত ঘোড়ায় থেকেই তার সালারদেরকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি কি করতে চাচ্ছেন। শত্রুদলের সামনে গিয়ে তাদের সেনা বিন্যাস কেমন হবে তাও বলে দিলেন।

একটা কথা সবাইকে জানিয়ে রাখলেন যে, দুশমন ওখানে খোলা ময়দানে লড়বে। দূর-দুরান্ত পর্যন্ত কোন দুর্গ নেই যেখানে গিয়ে ওরা আশ্রয় নিয়ে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করবে।

সালার যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়ালাহু তাআলা আনহু সিপাহসালারের কাছে জানতে চাইলেন,

'সে এলাকার পথ ঘাট কেমন?'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর আগে কখনও সে এলাকা দেখেননি। শুধু জানতেন এলাকাটি নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে নীলনদ কয়েকটি শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে গেছে। তিনি বললেন,

'সামনে চোরাবালিতে ভরা পথ থাকতে পারে। আবার ঘন বন জঙ্গলও থাকতে পারে। থাকতে পারে খোলা ময়দানও।'

কিন্তু যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সে এলাকার বিস্তারিত তথ্য জানতে চাচ্ছিলেন। সে এলাকায় নিযুক্ত গোয়েন্দা মুজাহিদকে ডেকে পাঠালেন। গোয়েন্দা মুজাহিদ জানালো,

'ওখানে এক দিকে যমিন ঢালের মতো নিচের দিকে নেমে গেছে। এর মধ্যে কোথাও কোথাও চোরা মাটিও আছে। কোথাও আবার ঘন গাছ গাছালির সারি আছে। কোথাও ঢালু জমিগুলো নিচের দিকে গিয়ে বেশ চওড়া হয়ে গেছে।'

যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে মনে কিছু প্ল্যান আটলেন। সিপাহসালারকে জানালেন তিনি কি করতে চান। সিপাহসালার তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মুজাহিদরা খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটাচ্ছিলো। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মুজাহিদরা খুব দ্রুত ছয় মাইল এলাকা পেরিয়ে গেলো।

এক সময় রোমীয়দেরকে দেখা যেতে লাগলো।

রোমীয়দের গুপ্তচররাও তাদের কামান্ডারদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, মুসলমানরা আসছে এবং তাদের সেনা সংখ্যা এতো।

সিপাহসালার দূর থেকে রোমীয়দেরকে দেখে অনুমান করে নিলেন এরা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে দ্বিগুণ এবং সবাই অশ্বারোহী। পদাতিক কোন সেনা নেই রোমীয়দের।

রোমীয়রা মুজাহিদদেরকে দেখে বুক টান করে হাতের অস্ত্র তাক করে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়া পথের এক দিকে নিয়ে দাড়িয়ে পড়লেন। মুজাহিদরা তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি তার ডান হাত ওপর দিকে উঠিয়ে হেলাতে হেলাতে উঁচু আওয়াজে থেমে থেমে বলতে লাগলেন,

'আল্লাহর মুজাহিদরা, ইনশাআল্লাহর এই পরীক্ষায়ও তোমরা উতরে যাবে।'...

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অপদস্থ করবেন না।'...

'তোমাদের দেহ ক্লান্ত শ্রান্ত। কিন্তু তোমাদের রূহ তাজা সজীব।'...

'আল্লাহর সাহায্য তোমাদের জন্য মুখিয়ে আছে।'...

'আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষায়ও তোমাদেরকে সফলতা দান করবেন।'

পুরো সেনাদল এভাবে তার সামনে দিয়ে চলে গেলো। তারপর তিনি ঘোড়া ছুটালেন এবং সেনাদলের সামনে চলে গেলেন।

রোমীয়য়া আগ থেকেই লড়াইয়ের বিন্যাসে প্রস্তুত ছিলো। মুজাহিদ বাহিনীকে দেখেই তাদের কমান্ডাররা ঘোড়া ছুটালো এবং তাদের বাহিনীর সামনে এসে ঘোড়া থামালো। তারপর উদ্যত কণ্ঠে বললো,

'ঐ দেখো তোমাদের দুশমনরা আসছে। প্রস্তুত হয়ে যাও।'

আরেক কমান্ডার চিৎকার করে বললো,

'ওদের সংখ্যা দেখো। আরবের বুদ্ধুরা ক্লান্ত হতে হতে অচল হয়ে পড়েছে।... শপথ করে নাও আজ ওদেরকে টুকরো টুকরো করে ছাড়বে। যারা পিঠ-টান দেয় তাদের দলে যেন কেউ না থাকে।'..

আরেক কমান্ডার বললো,

'এমনভাবে লড়বে যাতে তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে পারে'... ।...

রোমীয় কমান্ডারদের এধরনের উত্তপ্ত কথা বার্তা শোনার পর রোমীয়রা নতুন করে জোশদীপ্ত হয়ে উঠলো। ওদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেলো।

মুজাহিদদের লশকর কাছে পৌঁছার পর সালাররা তাদের ইউনিটগুলো আলাদা করে ফেললো। দেখতে দেখতে পুরো ফৌজ সয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো লড়াইয়ের বিন্যাসে চলে এলো।

যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম হলো, দু'দল একে অপরের সামনে এসে প্রস্তুত হয়ে দাড়াবে। তারপর এক সংকেতের মাধ্যমে এক দল আরেক দলের ওপর হামলা চালাবে।

এভাবে লড়াই চলতে থাকবে। কিন্তু রোমীয় ফৌজ এই নিয়মের ধার ধারলো না। মুজাহিদরা বিন্যাসিত হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে রোমীয়রা নড়ে উঠলো।

বর্শা তলোয়ার নিয়ে রোমীয়দের পুরো অশ্বারোহী বাহিনী এক সঙ্গে সামনে বাড়লো এবং তীব্র গতিতে হামলায় ঝাপিয়ে পড়লো।

মনে হচ্ছিলো মানুষ ও ঘোড়ার ধেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য এক ঝড়। যেন সামনে যদি পাহাড় পড়ে তাও জড়সুদ্ধ উপুড়ে ফেলবে। মনে হচ্ছিলো যমিন ও আসমান এই হামলায় হেলে পড়বে।

তাহলে মুজাহিদরা এই হামলা রুখবে কি করে?

আমর ইবনুল আস রাদিয়ালাহু তাআলা আনহু ঝড়ের গতিতে হামলার এই তোড় দেখে মোটেও ঘাবড়ালেন না। সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীর ইউনিটগুলোকে আরো বেশি করে ডানে বামে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যান্য সেনাদলে যেমন সিপাহসালারকে একটু পর পর তার সালারদেরকে বিভিন্ন ধরনের হুকুম দিতে হয়। পরিস্থিতির বিচারে দিক নির্দেশনা অদলবদল করতে হয়। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এসব করার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

মুসলিম সেনাদলের সবারই জানা আছে কোন অবস্থায় কি করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের দিকনির্দেশানা দিতে হবে সালাররাও এতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। খুব কম সময়েই দিক নির্দেশনা বদল করতে হতো। অনেক সময় মুখে বা পয়গাম বাহকের মাধ্যমে হুকুম না পাঠিয়ে শুধু হাতের ইশারা করলেই হতো।

রোমীয় ফৌজ এমন স্রোতভাঙ্গা জলোচ্ছাসের মতো ধেয়ে আসছে যে, মনে হচ্ছিলো হাজার হাজার ঘোড়া মুজাহিদদেরকে চিরা-চ্যাপ্টা করে এগিয়ে যাবে।

এ অবস্থা দেখার পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে হাসি খেলে গেলো।

তিনি তার থেকে দূরে অবস্থান করা সালারদেরকে কয়েকবার হাত উঠিয়ে ইশারা করলেন।

এই ইশারা পেয়ে মুসলিম ফৌজের পার্শ্ব ব্যুহ্যের সৈন্যরা তাদের বৃত্তকার বলয়কে আরো বেশি প্রসারিত করে দিলো। মধ্য ব্যুহ্যের সৈন্যরা রোমীয়দের মোকাবেলায় সামনে বাড়লো। রোমীয়রা হল্লা করতে করতে ধেয়ে আসছিলো।

মুজাহিদদের পক্ষ থেকে শুধু একজন নারায়ে তাকবীর আওয়াজ উঠালো। এর জবাবে পুরো মুসলিম ফৌজ এতো জোরে আল্লাহু আকবার বললো যে, আকাশ বাতাস থরথর করে কেঁপে উঠলো।

শহীদ হওয়ার আগে যে মরণপণ জযবার দীপ্তি দেখা যায় মুজাহিদদের মধ্যে সেই অমীয় জযবার স্ফুরণ দেখা গেলো।

মুজাহিদদের যে দলটি মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হয়েছিলো তাদের সঙ্গে রোমীয়দের লড়াই শুরু হলো। মনে হচ্ছিলো এই সামান্য কিছু সৈন্য এতো বিশাল সেনা দলের ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কিন্তু মুজাহিদদের লড়াইয়ের পদ্ধতিই ছিলো অন্যরকম। মুজাহিদরা লড়ছে এবং ধীরে ধীরে পেছন দিকে হটছে।

এদিকে ডান ও বাম পার্শ্ব ব্যুহ্যের সৈন্যরা সালারদের নির্দেশ মতে ময়দানের ডান ও বাম দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যাতে একটা সময় গিয়ে রোমীয়দেরকে পার্শ্ব থেকে হামলা করতে পারে।

অন্যদিকে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ইউনিট নিয়ে সংরক্ষিত অবস্থানে রয়েছেন। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী তিনি পদক্ষেপ নেবেন।

রোমীয়রা মুজাহিদদের মধ্য ব্যুহ্যকে পিছু হটতে দেখে ধরে নিয়েছে আরবের বুদ্ধুরা রোমীয়দের হামলার তোড় সইতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

ওরা তাই বিপুল উৎসাহে শুধু সামনের দিকে বাড়তে লাগলো। মুজাহিদরা পিছু হটতে হটতে যত দূর যাবে রোমীয়রাও তাদেরকে সে পর্যন্ত তাড়া করবে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চেষ্টা করছেন রোমীয়দের বিন্যাস এলোমেলো করে দিতে।

কিন্তু রোমীয়রা সংখ্যার বিপুলতার জোরে মুজাহিদদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। এর মধ্যে ওরা যেন জয়ের সুবাতাসও পেতে শুরু করেছে।

যুদ্ধ এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের রূপ নিয়েছে। কিন্তু মুজাহিদরাও নিজেদেরকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখছে। এর মধ্যে রোমীয়রাও যেন বুঝে গেছে তারা মুসলিম সেনাদলের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের কোন চাল বা পরিকল্পনা সফল হতে দিচ্ছে না।

রোমীয়দের মধ্যে অন্যান্য রনাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরাও রয়েছে। অন্যান্য যুদ্ধে এধরনের সৈন্যদেরকে লড়াইয়ের কিছুক্ষণ পরই মনোবল হারিয়ে পালানোর রাস্তা খোঁজতে দেখা গেছে।

কিন্তু আজ তাদেরকে অন্যরকম উদ্দীপ্ত ও তাজাদম দেখা যাচ্ছে। আসলে আজ তো এরা মুসলমানদেরকে টুকরো টুকরো করে দেয়ার কঠিন প্রত্যয় নিয়ে লড়াই করছে।

ময়দানের পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলমানদের জন্য চরম আতংকজনক হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছিলো সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সেনাদলকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমনটা আশংকা করেছিলেন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার আশংকাই যেন সত্যি হচ্ছিলো।

কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো তিনি চিন্তিত; কিন্তু দুশ্চিন্তগ্রস্ত নন। তার চোখে মুখে নিশ্চিন্ত তার এক নির্ভার ঝলক দেখা যাচ্ছিলো। মাথা তিনি এমন ঠাণ্ডা রেখেছেন যে, এই বিপর্যয়কর অবস্থায়ও তিনি তার সংরক্ষিত বাহিনীকে ব্যবহার করেননি। অন্য যেকোনো কমান্ডার এ অবস্থায় বসে থাকতে পারতো না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হঠাৎ করেই তার ঘোড়া দৌড়ালেন। উঁচু একটা জায়গায় গিয়ে তার ঘোড়া থামালেন। তারপর বাম হাত উপরে উঠিয়ে কি একটা ইশারা করলেন। এমন তিনবার করলেন।

যেদিকে ইশারা করলেন সেদিক থেকে অসংখ্য ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। এতোগুলো ঘোড়া এক সঙ্গে ছোটার ধুমধাম শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়ার মতো। কিন্তু ওদিকে লাড়াইয়ের হাঙ্গামার শব্দে এই শব্দ ছাপিয়ে গেলো। তাই কেউ টেরও পেলো না এতোগুলো অশ্বারোহী কোত্থেকে আসছে।।

আচমকাই রোমীয়দের ওপর পেছন দিক থেকে কেয়ামতের বিভিষিকা নেমে এলো। রোমীয়দের পিঠে তলোয়ার বর্শার মরণাঘাত পড়তে লাগলো সমানে।

পেছন দিক থেকে কে হামলে পড়েছে এটা দেখা বা আচ করার আগেই ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগলো আর মরতে লাগলো। তারপর ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে পিষ্ট হতে লাগলো।

রোমীয়দের মধ্যে আতংকের এক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেলো। এতক্ষণ ওদের হামলায় যে তীব্রতা ছিলো তা যেন কয়েক মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেলো।

এ হামলা করেছে সালার যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রায় দেড় হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মুসলিম সেনাদলের যাত্রার সময় সালার যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশেষ গোয়েন্দা মাধ্যমে জেনে নেন যে, লড়াইয়ের ময়দানের এক পাশে হঠাৎ করেই জমি ঢালু হয়ে গেছে।

ঢালের নিচে আবার সমতল জমি আছে। সেখানে বড় এক সেনা ইউনিট লুকিয়ে রাখা যাবে। তখনই তিনি সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে নতুন এক চাল চালার অনুমতি নিয়ে রাখেন।

সালার যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে পৌঁছার আগে তার ইউনিট নিয়ে অন্য পথে সরে পড়েন। বেশ কিছু পথ ঘুরে ঐ ঢালু জমিতে চলে আসেন। তারপর তার ইউনিটকে লুকিয়ে ফেলেন। এ দলের সবাই ছিলো ঘোড়সওয়ার ।

সালার যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পর উঁচু একটি টিলায় উঠে লড়াইয়ের দৃশ্য দেখতে থাকেন। যখন দেখলেন রোমীয়রা যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে প্রায় নিয়ে নিচ্ছে। মুজাহিদদের কোন চালই কাজে দিচ্ছে না এবং কোন চাল চালার সুযোগও দিচ্ছে না।

তখন তিনি তার বাহনীকে হুকুম দিলেন রোমীয়দের ওপর পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

এর মধ্যে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও হামলার জন্য ইশারায় হুকুম দিয়ে দিলেন। যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে তার ইউনিট ঢালু পথ বেয়ে ময়দানের প্রান্তে উঠে এলো। কি করতে হবে সেটা আগেই তাদের সালার তাদেরকে বলে দিয়েছেন। সেমতে তারা রোমীয়দের ওপর আচমকা বিদ্যুৎগতিতে হামলে পড়লো।

এই চালটা ছিলো হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর। কয়েকটি লড়াইয়ে তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং কয়েকগুণ দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন।

ইতিহাসের স্বতস্ফূর্ত বর্ণনা- আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুদ্ধ-কৌশল অনুসরণ করতেন এবং তাকে তার যুদ্ধ-গুরু মানতেন।

বিভিন্ন আলাপে আড্ডায় এসব চাল বা কৌশলের কথা উঠলে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উচ্ছসিত প্রশংসা করে আবেগ ভরা গলায় বলতেন,

'আমি এটা তার কাছ থেকে শিখেছি।'

যুদ্ধ কৌশলে রোমীয়দের দক্ষতাও কম ছিলো না। হেরাক্লিয়াসকে তো সর্বকালের অন্যতম সেরা রণকুশলী হিসেবে ইতিহাস স্বীকৃতি দিয়েছে। তার সেনাদলের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল আতরাবুন তার চেয়ে ভয়ংকর ছিলেন। বিপক্ষের যেকোন যুদ্ধবাজ সেনাদলের জন্য আতরাবুন ছিলো এক আতংকের নাম।

অথচ সেই হেরাক্লিয়াস ও আতরাবুন শামের মতো সুবিশাল এক ভূখন্ড মুসলমানদের পায়ের নিচে সোপর্দ করে একের পর এক রণাঙ্গনে পালানোর পথ বেছে নিয়েছেন। আর আতরাবুন তো মুসলমানদের হাতে প্রাণ দিয়ে বলা যায় এক প্রকার মুক্তি পেয়েছেন।

এখনও জেনারেল থিয়োডরের মতো বিখ্যাত জেনারেল রোমীয়দের আছে। যাকে আতরাবুনের মতোই ক্ষিপ্রগতির রণকুশলী মনে করা হয়।

এদিকে সালার যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমীয়দের হামলার তোড় এতোই তীব্রতর করে তুললেন যে, রোমীয়রা আর পেছন ফিরে জবাবি হামলার সুযোগ পেলো না। অন্যদিকে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ঠিক একই সময় তার বিশেষ ইউনিটকে হামলার হুকুম দিলেন।

এখন আর রোমীয়দের সংখ্যার জোর তোড় রইলো না। এ অবস্থায় সংখ্যা দ্বিগুণ হলেও ওদের কিছুই করার থাকতো না। কারণ, রোমীয়রা ইতোমধ্যে কঠিন ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আচমকা পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে তাই এখন হামলা হচ্ছিলো সামনে থেকে নয় পেছন থেকে। রোমীয়দের নাভিশ্বাস উঠে গেছে।

ওদিকে মধ্য ব্যূহের মুজাহিদরা এতক্ষণ তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এবার তারা সুযোগ পেয়ে নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতায় দু পাশ দিয়ে হামলা শুরু করেছে।

রোমীয়রা এমন দিশেহারা আর বিমূঢ় হয়ে গেলো যে, নিজেদের ঘোড়ার নিচে নিজেরাই পড়ে পিষ্ট হতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে ওরা পালানোর পথ খুঁজতে লাগলো। ওদের সেই দৃঢ় অঙ্গিকার আর অহংকার ধুলোয় মিশে গেলো। পাহাড়ের মতো মনোবল ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেলো।

যে কমান্ডারের হাতে ওদের গর্বের ঝাণ্ডা ছিলো তার হাত থেকে ঝাণ্ডা পড়ে গেলো। তার আর কোন পাত্তা রইলো না যে, সে কি ময়দানে আছে না পালিয়ে গেছে।

রোমীয়রা পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? আশে পাশে কোন দুর্গ নেই। পরবর্তী দুর্গ হলো কারয়ুন। সেটা বেশ দূরে। তাই রোমীয়রা প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ে যাচ্ছে। যে পালানোর সুযোগ পাচ্ছে সে দেরি না করে উর্ধ্বশ্বাসে কারয়ুনের দিকে ঘোড়া ছুটাচ্ছে। যারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারাও বেশি সময় টিকতে পারছে না।

তবে সংখ্যার স্বল্পতা মুসলমানদের নিজেদের জন্য অসুবিধার কারণ হলেও রোমীয়দের সুবিধার কারণ হয়েছে। তারা পালানোর সুযোগ পাচ্ছে।

কিছু রোমীয় এর মধ্যে পালিয়েও গেছে। কারয়ুনের মতো এমন সুরক্ষিত দুর্গ এখন তাদের আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন। পলাতক রোমীয়দের গন্তব্যও এখন কারয়ুন।

কারয়ুনে এখন আছে জেনারেল থিয়োডরের মতো বিশ্ববিখ্যাত রণকুশলী। নতুন এক প্রত্যয় আর অঙ্গিকার নিয়ে রোমীয়দেরকে তাজাদম করে তুলছে। নানান ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

থিয়োডর এখন কারয়ুনসহ একেবারে সীমান্ত অঞ্চল ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত নিজের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে।

থিয়োডর তার জেনারেলদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, কারয়ুন থেকে দূর-দুরান্ত পর্যন্ত যেসব সেনা ইউনিট মোর্চাবদ্ধ হয়ে আছে তারা যেন মুসলমানদের পথে এসে জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সুযোগ পেলে মুসলমানদের ওপর একের পর এক ঝটিকা হামলা করে দুর্বল করে দিতে থাকে।

জেনারেল থিয়োডর একদিন ফৌজি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দেখভাল করছিলো। এ সময় তার কাছে খবর এলো এক লড়াই থেকে কয়েকজন রোমীয় ফৌজ পালিয়ে এসেছে। থিয়োডর সাথে সাথে সেখান থেকে নিজের দফতরে চলে এলো। তাপর পালিয়ে আসা সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠালো।

সিপাহীদের চোখে মুখে পরাজয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে আছে। ওরা ঠিক মতো কথাও বলতে পারছিলো না। কথা বলতে গেলেই কেঁপে উঠছিলো। থিয়োডর ওদের অবস্থা দেখে বিরক্ত হলো। ধমকে উঠে বললো,

'কাপুরুষের মতো এমন করছো কেন? নিজেদের দুর্গে এসেও তোমরা ভয়ে মরে যাচ্ছো? কি হয়েছে স্পষ্ট করে নির্ভয়ে বলো'।

এক সিপাহী কম্পিত আওয়াজে বললো,

'একেবারে কেটে ফেলেছে।... সবগুলোকে কেটে ফেলেছে।....

সে আর কিছু বলতে পারলো না। থিয়োডর রাগে গরগর করে বললো,

'ঠিক মতো বলো কে কাকে কেটে ফেলেছে?'

সেই সিপাহী থিয়োডরকে জানালো কোথায় কিভাবে লড়াই হয়েছে লড়াইয়ের ফলাফল কার পক্ষে গিয়েছে। এর মধ্যে থিয়োডরের কাছে খবর এলো লড়াই থেকে পালিয়ে বেশ কিছু যখমী রোমীয় সিপাহী এসেছে।

জেনারেল থিয়োডর আর ওদেরকে ডাকার প্রয়োজনবোধ করলো না।

তারপর থেকে রাত পর্যন্ত তার কাছে একের পর এক পালিয়ে আসা রোমীয় সিপাহীদের খবরই আসতে লাগলো। হতাশার এক কালো ছায়া তাকে গ্রাস করতে লাগলো।

পরের দিন দেখা গেলো কারয়ুনের ফৌজের মধ্যে এক ধরনের কানা-ঘুষা শুরু হয়ে গেছে। যার মধ্যে এক ধরনের আতংকের মিশ্রতাও ছিলো। সবসময় যা হয়ে আসছে এখানে তাই হচ্ছে।

রোমীয় পলাতক সৈন্যরা মুসলমানদের বীরত্বের কথা আরও রঙ্গ চড়িয়ে বলে বেড়াতে লাগলো। আর শহরের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে নতুন করে ভীতি-আতংক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

একটা জনশ্রুতি আগ থেকেই চলে এসেছে, মুসলমানরা নিজেরা জিন প্রেত না হলেও জিনের চেয়ে বড় কোন দৈব শক্তি ওদের কব্জায় আছে। ওরা সংখ্যায় যত কমই হোক যত বড় বিপর্যয়ে পড়ুক সময়মতো ঠিকই ওরা ওদের সেই শক্তি ব্যবহার করে।

এর আগে অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে বা বেচে আসা রোমীয়রাও মুসলমানদের ব্যাপারে এ ধরনের গুজবই ছড়িয়েছে। সাধারণ জনতা ও ফৌজের মধ্যে ভয় ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

জেনারেল থিয়োডর ও অন্যান্য জেনারেলরা ফৌজ ও আম জনতার মানসিক এ অবস্থার কথা জানতে পারলো। এ নিয়ে তারা বেশ সংকটের মধ্যে পড়ে গেলো। ফৌজ ও সাধারণ মানুষের মনোবল যাতে চাঙ্গা থাকে এ নিয়ে তারা কম চেষ্টা করেনি।

কিন্তু কখনোই তেমন কোন সমাধানের পথ তারা খুঁজে পায়নি।

থিয়োডর ও তার জেনারেলরা ভালো করেই জানতো তাদের ফৌজের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এটাই যে, তাদের মনে মুসলিম ভীতি এক প্রকার বাসা বেঁধে রয়েছে। এই ভয় দূর করা অত সহজ কাজ নয়।

জেনারেল থিয়োডর সবসময় এ কথার ওপর জোর দিয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একটিবারের জন্য পরাজিত করে লোকজনকে তাদের লাশ ও কয়েদিদের দেখিয়ে যদি বলা যেতো,

এই দেখো মুসলমানদেরকে আমরা পরাজিত করেছি। ওদেরকে হত্যা করেছি এবং কয়েদিও করেছি। তোমরা অযথাই ওদেরকে ভয় পাও।

হেরাক্লিয়াসের চিন্তা ভাবনাও এমন ছিলো। তিনি এ নিয়ে কাজও করেছেন। কিন্তু কোন ফলাফল দাঁড়ায়নি। এখনকার জেনারেলরা এই ফর্মুলা অনুসরণ করেই তাদের সৈন্যদেরকে লড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন সুফল পাচ্ছে না কেউ।

ওদের তো জানা ছিলো না মুসলমানরা পার্থিব কোন ফর্মুলার ধার ধারে না। পার্থিব কোন পরাশক্তির ভয় তাদেরকে তাড়িত করে না। কোন পরাশক্তি তাদেরকে হুমকি দিলে তাদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যায়।

আল্লাহর অপার নুসরতের ওপর তাদের আস্থার দৃঢ়তা শতগুণ বেড়ে যায়।

রোমীয় বা কাফেররা তো ভরসা করে অস্ত্র আর তলোয়ারের শক্তির ওপর। কিন্তু মুসলমানরা নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর। অস্ত্র, পেশী শক্তি তাদের কাছে নগণ্য উপলক্ষ মাত্র।

জেনারেল থিয়োডর ও তার সঙ্গী জেনারেলরা তাদের ফৌজের মন থেকে মুসলমানদের ভীতি কিভাবে দূর করা যায় এ নিয়ে যখন বেশ চিন্তিত তখন তাদের কাছে এক সংবাদ পৌঁছলো। সেটা হলো, ইস্কান্দারিয়া থেকে কীরাস কিছু সেনাসাহায্য পাঠিয়েছে। যারা একেবারে তাজাদম। কখনও মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। কখনও তারা মুসলামদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেনি।

এ সংবাদ ওদের কাছে মনে হলো আসমান থেকে নাযিল হওয়া রহমতের কোন পয়গাম।

এই সেনাসাহায্যের সাথে কিছু (মুবাল্লিগ) ধর্মপ্রচারকও রয়েছে। এদেরকে কীরাস বযনতিয়া থেকে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে কিছু মুবাল্লিগ ইস্কান্দারিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। যারা লোকদেরকে ধর্মের দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার আহবান জানাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা যে আসলে চোখের ভেলকি ছাড়া কিছুই নয় তাও সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দেবে।

কারয়ুনে যেসব মুবাল্লিগদেরকে পাঠানো হয়েছে তারাও এসেই সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা শুরু করে দিয়েছে। থিয়োডর ওদেরকে ভালো করে বলে দিয়েছে, এসব লোককে মুসলিম ভীতি এক প্রকার গ্রাস করে নিয়েছে। এই ভীতি যেভাবেই হোক দূর করতে হবে।

একটি লড়াইয়ের পর অনেক কাজ থাকে। যারা শহীদ হয় তাদের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হয়। আহত সৈনিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। শুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হয় আহতদের যখমগুলো । তারপর পুরো সেনাদল যাতে যুদ্ধের হাড়ভাঙ্গা ক্লান্তি দূর করে আবার তাজাদম হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সুযোগ দিতে হয় পর্যাপ্ত বিশ্রামের।

যুদ্ধ শেষ হলেই ময়দান থেকে চলে যাওয়া যায় না। এসব কাজ ছাড়াও আরো আছে শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া অস্ত্র শস্ত্র এবং ঘোড়া ইত্যাদি এক জায়গায় এনে জড়ো করা।

মুজাহিদদের যেসব (মাস্তুরাত) মা বোনদেরকে দূরে এক জায়গায় সংরক্ষিত তাবুতে রেখে এসেছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যাতে তাদেরকে স্পর্শ না করে এজন্য এ ব্যবস্থা। তাদেরকেও এখানে আনতে হবে। এর মধ্যে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। তারা পরিপূর্ণ নেকাবে আবৃত হয়ে আহত মুজাহিদদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। তাদেরকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে। এতো দিনে এ কাজে তারা বেশ অভিজ্ঞও হয়ে উঠেছে।

এতো কিছু করা তো আর এক দু' দিনের কাজ নয়। কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব বেশি সময় নিতে চাচ্ছেন না। দুশমনকে নিজেদের সামলে নিয়ে আবার রণপ্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন না তিনি। তারপরও মাসখানেক সময় দেখতে দেখতে কেটে গেলো।

এই এক মাসের মধ্যে কারয়ুন ও এর আশেপাশের এলাকায় অন্যরকম এক পরিবর্তন এসেছে। চার দিকের লোকদের মানসিক অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। যা মুজাহিদদের জন্য খুব ভালো সংবাদ ছিলো না।

এই পরিবর্তন এনেছেন মুবালিগরা (ধর্মপ্রচারকরা)। যাদেরকে কীরাস বযনতিয়া থেকে নিয়ে এসেছে। এদের এক দলকে কারয়ুনেও পাঠিয়েছে। ইতিহাসে এদের ব্যাপারে খুব বিস্তারিত কিছু উল্লেখ নেই। তবে এদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সফলতা এনে দিয়েছে রোমীয়দের জন্য। এরা মুসলমানদের ব্যাপারে বেশ কিছু প্রোপাগান্ডা ছড়ালো। এ ক্ষেত্রে অবৈধ কিছু কর্মকাণ্ডও করলো। যার প্রভাব সেসব এলাকার লোকদের মধ্যে দেখা গেলো।

কারয়ুনের আশেপাশের এলাকায় এবং ছোট বড় সব আবাদিতে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিলো যে,

'মুসলমানদের বিরুদ্ধে কারয়ুনে এক চূড়ান্ত লড়াই হবে।'

'এ লড়াইয়ে মুসলমানদের চেয়ে রোমীয়দের দশগুণ সৈন্য বেশি থাকবে।'

'এতে রোমীয়দের বিজয় সুনিশ্চিত।'

'কারয়ুন থেকে মুসলমানরা তাদের হাড়গোড়ও নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কারয়ুন হবে মুসলমানদের শেষ লড়াই।'

'এখানেই হবে ইসলামের শেষ সমাধি।'

'কারয়ুনে হবে ঈসা মসীহের পুনর্জন্ম।'

'ইসলামের নবী আসলেও মুসলমানদের পরাজয় কেউ রোধ করতে পারবে না।'

'প্রত্যেক খ্রিস্টানের ফরজ কাজ হলো এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা।'

'যে এ যুদ্ধে শরিক হবে না সে আর আমাদের অর্থাৎ খ্রিস্টানদের দলভুক্ত থাকবে না।'

'যে এ লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সে খোদার তৎক্ষণাৎ গজবের শিকার হবে।'

এসব মুবাল্লিগ-ধর্মপ্রচারক পাদ্রী এবং থিয়োডরের লোকেরা কারয়ুনের আশেপাশের এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কিছু মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষের মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। বিভিন্ন মিথ্যা রটনার সঙ্গে এসব অবাস্তব কথাও যোগ করলো,

'মুসলমানরা লুটপাটের জন্য এখানে এসেছে।'

'মেয়েদের বেলায় এরা হিংস্র জন্তুর মতো।'

'রূপসী মেয়ে দেখলে এরা পাগল হয়ে যায়।'

'এরা ভোগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'সর্ব নিকৃষ্ট প্রাণীর সাথেও এদের তুলনা চলে না। এরা এর চেয়েও ঘৃণ্য।'

'নির্দয়তার সর্ব নিকৃষ্ট উদাহরণ এই মুসলমানরা।'

'বাচ্চাদেরকে হত্যা করাটা এদের কাছে এক ধরনের খেলা।'

'ওদের প্রথম কাজ হলো আশেপাশের আবাদিতে লুটপাট চালানো। তারপর তারা দুর্গ অবরোধ করে।'

'ফসলের ক্ষেত খামারও এরা ধ্বংস করে দেয়।'

'গৃহপালিত পশুও এরা কোন কারণ ছাড়া মেরে ফেলে।'

'ঈসা মসীহ এদের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন যে, মুসলমানদেরকে দেখলেই তোমরা ওদেরকে খুন করবে। তাহলে স্বর্গে আমার বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারবে।'

'এদের পূর্বপুরুষরা ঈসা মসীহকে হত্যা করেছে।'

'এদের বিরুদ্ধে কথা বলাও বিশাল পূণ্যের কাজ।'

এধরনের অসংখ্য জঘন্য মিথ্যা প্রোপাগান্ডা মুসলমানদের ব্যাপারে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হলো। এর মধ্যে ধর্মীয় রঙ্গও ব্যবহার করলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

এর সুফলও রোমীয়রা পেলো রাতারাতি। কারয়ুনের আশেপাশের এলাকার অসংখ্য যুবক বা মাত্র কৈশোর পেরোনো ছেলেরাও কারয়ুনের সেনা শিবিরে গিয়ে নিজেদেরকে নিস্বার্থ ভাবে সমর্পণ করতে লাগলো।

থিয়োডরসহ অন্যান্য জেনারেলদের হাতে পায়ে ধরতে লাগলো তাদেরকে যেন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যেন রক্ত ঝরানোর সুযোগ দেয়া হয়।

যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের মতো অবস্থায় নেই তারাও জেনারেল ও ধর্মগুরুদেরকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে রাখলো। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ এক প্রভাবশালী নেতা একদিন এসে থিয়োডরকে বললো,

'যে ধরনের সহযোগিতা হোক আপনি শুধু আমাদেরকে বলবেন আমরা জানবাজি রেখে সেটা পূরণ করবো। এমনকি আমাদের যুবতী রূপসী মেয়েদেরকে প্রয়োজনে আমরা বিলিয়ে দেবো।'

আরেক নেতা বললো,

'আপনার সেনাদের ক্লান্তি ও একগুয়েমি দূর করতে হলে আমাদেরকে বলবেন। আমাদের আবাদিগুলোয় শত শত সুন্দরী যুবতী ও কিশোরী মেয়ে আছে। তারাও রোমীয় সেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। এজন্য তারা নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করছে।'

ধর্মীয় গুরু বা পাদ্রীরা আসলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক উন্মাদনা উন্মত্ততা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এতো দিন ওদের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে যে ভীতি বা আতংক ছিলো এক ঝটকায় যেন তা দূর করে দিয়েছে।

তারপরও যাদের মধ্যে নূন্যতম ভয় ভীতি ছিলো তাদেরকে বলা হতে লাগলো, এই ভয় দূর করার একমাত্র উপায় হলো আমাদের সেনাবাহিনীর হাতকে সম্মিলিতভাবে শক্তিশালি করে তোলা।

মুসলিম সেনাদলে কিবতী খ্রিস্টানদের বড় একটা দল ছিলো। এদেরকে সরাসরি লড়াইতে কাজে লাগানো হতো না। সেনাদলের বিভিন্ন কাজে ওদেরকে লাগানো হতো।

যেসব এলাকায় মুজাহিদরা অভিযান চালাচ্ছে সেসব এলাকায় নদী নালা খাল বিল খানাখন্দে ভরা। পথে যখন এগুলো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন স্থানীয় কিবতী খ্রিস্টানরা তাদেরকে সহযোগিতা করে। দড়ি বা নৌকা সেতু বানিয়ে মুজাহিদদের চলার গতি সচল রাখে। এ ছাড়া অন্যকোন প্রতিবন্ধকতা আসলে সেগুলোও এরা সহজে দূর করে দেয়।

মিসরের কিছু বেদুইন দলও মুসলিম বাহিনীতে আছে। যারা লড়াইয়েও অংশ নেয়। আবার রসদ ফুরিয়ে গেলে তারা রসদ সংগ্রহের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মুজাহিদরা ওদের সঙ্গে বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করে।

'মালে গনীমত' থেকে পূর্ণ অংশই ওদেরকে দেয়া হয়। মুজাহিদদের প্রতি এরাও সবসময় কৃতজ্ঞ থেকেছে। তাদের ওপর এক ধরনের নিশ্চয়তাপূর্ণ আস্থা অনুভব করে। এমনকি নিজেদের বাড়িতে বা এলাকায় যাওয়ার নাম নেয় না এই বেদুইনরা। অন্যকোন সুবিধাও দাবি করে না।

অন্যদিকে মুসলমানদের গোয়েন্দা ব্যবস্থাও সবসময় কার্যকর সেবা দিয়ে গেছে। অথচ ওরা তথ্য আদায়ের জন্য কখনও ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো মেয়েদের ব্যবহার করে না। বড়জোর নিজেদের বেশ পাল্টে নিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে। প্রয়োজনে তারা নির্ঘাত মৃত্যুকুপেও ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠাবোধ করে না।

গোয়েন্দা ইউনিট এবার সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রায় এক মাসের রিপোর্ট দিলো। রিপোর্টে উল্লেখ করলো, কারয়ুনের আশে পাশের বিভিন্ন শহর উপ-শহর ও গ্রামে-গঞ্জে কিছু লোক এসেছে। এরা এসেছে ইস্কান্দারিয়া থেকে।

এই লোকগুলো এসে স্থানীয় লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে। লোকেরা এসব শুধু বিশ্বাসই করছে না মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা একাট্টা হচ্ছে। যুবক প্রায় সবাই কারয়ুনের সেনাদলে যোগ দিয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেখানে জানবাজি রেখে লড়াইয়ের জন্য তারা রাতদিন একাকার করে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সালারদেরকে ডেকে গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা জানালেন। এক সালার বললেন,

'আমার মনে হয় এখন থেকে আমাদের দলে যেসব কিবতী খ্রিস্টান ও মিসরের বেদুইন রয়েছে তাদের প্রতি আলাদাভাবে নজর রাখতে হবে। এরা যাতে কোন ধরনের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবান্বিত না হয়। কারণ, এরা তো এখনও মুসলমান হয়নি।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো কথা বলেছো। লক্ষ্য রাখবে বাইরের কোন নারী পুরুষ যাতে ওদের সঙ্গে মিশতে না পারে। ওরাও যাতে বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। আর কিবতী ও বেদুইনদের সাথে আগের চেয়ে ব্যবহার অনেক ভালো করতে হবে।'

এক সালার বললেন,

'ওদের কিন্তু কিছু মহিলাও আছে। তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কি?'

সিপাহসালার বললেন,

'আমাদের নারী মহলেও বিষয়টি গোপনীয়তার সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে। কিবতী খ্রিস্টান ও বেদুইন মেয়েদের সাথে যেন আগের চেয়ে আরো সহানুভূতি ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা হয়। খেয়াল রাখতে হবে বাইরের কোন মহিলা যাতে ওদের কাছে আসতে না পারে। আর আসলেও তাদেরকে বাধা না দিয়ে তাদের

সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করবে। তারপর কৌশলে জানতে চেষ্টা করবে তারা কেন এসেছে। কি তাদের উদ্দেশ্য?'....

'ইস্কান্দারিয়া থেকে আমাদের নিযুক্ত গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, রোমকদের বিখ্যাত পাদ্রী আসকাফে আযম কীরাস বযনতিয়া থেকে বিশাল ফৌজ নিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে মুবাল্লিগ বা পাদ্রীদেরও একটা দল নিয়ে এসেছে। এই পাদ্রীরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষকে এরা বেশ প্রভাবান্বিত করছে।'...

'যাহোক আমরা কিন্তু এর চেয়ে বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাফল্য দিয়েছেন। সে সব এলাকার হাজার হাজার যুবক কারয়ুনে গিয়ে রোমীয়দের সেনাদলে যোগ দিলেও আমাদের তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সেটা এক লাগামহীন হুল্লোড় ছাড়া কিছু হবে না।'...

'রোমীয় জেনারেলরা সম্ভবত এটা এখন বুঝতে পারছে না। আমরা এদেরকে ইনশাআল্লাহ্ এলোমেলো করে দেবো।'

ওদিকে কারয়ুন দুর্গে জেনারেল থিয়োডর দারুন আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। জেনারেলদের সঙ্গে কথা বার্তা বলছে বিজয়ের কণ্ঠে। শত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পণা আটছে।

এরকম আনন্দ উদ্দীপনাতেই তো তার থাকা উচিৎ। একে তো তার কাছে না চাইতেই এক সেনাসাহায্য এসেছে। তারপর আবার তার দলের লোকেরা বিশাল এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। হাজার হাজার যুবক তার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এতো বড় বিশাল বাহিনী হেঁটে গেলেও তো মুসলমানরা চিরা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

আর লড়াই শুরু হলে তো এরা ধুলিকনার মতো স্রেফ উড়ে যাবে।

থিয়োডর তার জেনারেলদেরকে নিয়ে ছোট একটা কনফারেন্স করলো। তাতে এমনভাবে কথা বললো যাতে উদ্ধত গর্ব অহংকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। থিয়োডর বললো,

'আরবদের সংখ্যা দেখেছো তোমরা? যদিও সর্ব শেষ সেন্টিসের লড়াইয়ে আমাদের ফৌজকে ওরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে; কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে ওদের সংখ্যা আগেও কম ছিলো। সে লড়াইয়ের পর আরো কমে গেছে। আর আমাদের সংখ্যা এর পর কতগুণ বেড়েছে?'...

'ওদের তুলনায় আমরা তো বহু গুণ। এতো বড় ফৌজ নিয়ে তো ওদেরকে আমরা পায়ে পিষ্ট করে ছিবড়ার মতো ছেড়ে দেবো। ওদেরকে সুযোগ দাও

আমাদের শহর অবরোধ করতে। তোমরা কি বুঝতে পারছো ওরা অবরোধ করলে ওদের সৈন্যরা শহরের চার পাশে ছড়িয়ে পড়বে। এতে ওদের সংখ্যা কার্যত আরো কমে যাবে।'...

'ওদের এই অবরোধও হবে কাঁচা সুতোর মতো। যা একটু টান লাগলেই ছিড়ে যাবে। আমরা ছোট ছোট ইউনিট বাইরে পাঠিয়ে ওদের ওপর হামলা করতে থাকবো। ক্ষণিকের জন্য ওদেরকে বিশ্রাম নিতে দেবো না। এতো কম সংখ্যা হওয়াতে ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তারপর হয় ভেগে যাবে না হয় আত্মসমর্পণ করবে।'...

'এটা মনে রেখো, আমার কথায় মুসলমানদেরকে আবার অতটা দুর্বল মনে করো না। এরা মরুভূমির সাপের মতো। যেগুলো খুব দীর্ঘ হয় না বরং আকারে ছোট হয়। কিন্তু কাউকে দংশন করলে সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটে। মুসলমানরা মরুভূমির সাপের চেয়ে ভয়ংকর।'...

'মুসলমানদের এই সেনাদলের ব্যাপারে কেউ যেন নিজেকে ধোঁকার মধ্যে না রাখে। ওরা শামে এই স্বল্প সংখ্যার দল নিয়েই হেরাক্লিয়াসের মতো পৃথিবী বিখ্যাত জেনারেলকে একের পর এক পরাজয় উপহার দিয়ে গেছে। মিসরে এসেও আমাদের অনেক জেনারেলকে হত্যা করেছে। আতরাবুনের মতো বিখ্যাত জেনারেলও তাদের হাতে মারা পড়েছে।'...

'তোমাদের মনে রাখতে হবে, যা হওয়ার হয়েছে। কারয়ুনে আরবদেরকে আমাদের পারাজিত করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নিয়ে আমরা চিন্তাও করবো না। এখানে আমরা ব্যর্থ হলে কারয়ুনের আশেপাশের এলাকা থেকে যে হাজার হাজার মানুষ আমাদের এখানে এসেছে তারা আমাদের দুশমন হয়ে যাবে।'...

'দেখবে এই কারয়ুনেই আমাদেরকে থাকতে দেবে না। আর মুসলমানরা এই সুযোগে সোজা ইস্কান্দারিয়া গিয়ে হামলে পড়বে। আর এখানকার লোকেরা এদের ভয়ে এদের পেছন পেছন চলে যাবে এদেরই দলে। তাই ওদেরকে এখানেই খতম করতে হবে।'

ইতিহাসে এসেছে, জেনারেল থিয়োডর সেই কনফারেন্সে সর্বশেষ যে কথাটি বলে সেটা হলো,

'আরবের ঐ মুর্খ হামলাকারী ও ইস্কান্দারিয়ার মধ্যে আমার স্রেফ এক অজেয় দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। সেই দেয়াল কেউ জয় করা তো দূরের কথা হেলাতেও পারবে না।'

কারয়ুন দুর্গ শহরের প্রাচীর ঘেষে কোন অপ্রাকৃতিক খন্দ বা খাল জাতীয় নালা নেই। শুধু একটা জায়গা দিয়ে বিশাল এক খাল আছে। যেটা এই শহরের অন্যতম প্রতিরক্ষা দেয়াল। সম্ভবত এটা নীল নদের কোন শাখা থেকে বেরিয়েছে। এটা আবার দুর্গের প্রধান ফটকের একেবারে লাগোয়া।

এসব খবর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে সময়মতো পৌঁছে গেছে। তিনি জানেন, এ ধরনের অজেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে দুর্গবেষ্টিত শহরের আছে সেটা জয় করা যেকোনো সব ধরনের আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর পক্ষেও অসম্ভব।

সেখানে মুসলমানদের অবস্থা তো চরম নাজুক। সেনা সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

কিন্তু মুসলমানদের একটা জিনিস আছে যেটা পৃথিবী শ্রেষ্ঠ কোন দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর নেই। সেটা হলো, এক আল্লাহর প্রতি সহস্রভাগ বিশ্বাস। এক আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নুসরত তথা সাহায্যের এক অমীয় ধারা রহমতের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে একথা তারা দিনের সূর্যের অস্তিত্বের মতোই বিশ্বাস করে। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বিশ্বাসের শক্তি নিয়েই কারয়ুনের উদ্দেশ্যে সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হলেন।

দুর্গ-বেষ্টিত কারয়ুন শহরের কাছাকাছি পৌঁছে মুজাহিদরা দেখলো, রোমীয় ফৌজ কারয়ুন দুর্গের বাইরে মুজাহিদদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে প্রস্তুত। তবে তা ফুল দিয়ে নয়, তলোয়ার বর্শা তীর ধনুক আর ঢাল দিয়ে।

গোয়েন্দা মুজাহিদরা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলো রোমীয় সেনারা সংখ্যায় কত? ওদের রিপোর্টে এটাও উল্লেখ ছিলো, দুর্গের বাইরে যতজন রোমীয় সেনা দেখবেন দুর্গের ভেতরও ঠিক ততজন রোমীয় সেনা প্রস্তুত রয়েছে।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তার সেনা বিন্যাসের কাজ শেষ করলেন। সেনা বিন্যাসের পর মনে হলো মুজাহিদদের সংখ্যা আরো কমে গেছে। কারণ, অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছেন। অনেকে এমন গুরুতর যখমী যে, ময়দানে দাঁড়ানোরও উপযুক্ত নয়।

তাছাড়া কিছু মুজাহিদকে তো বিজিত এলাকায় মোতায়েন করে আসতে হয়েছে। তাদের সেখানকার স্থানীয় লাকদের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা-বিধানের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

এবার হামলার পালা। এখানেও রোমীয়রা প্রথমে হামলা শুরু করলো। সেল্টিসের লড়াইয়ে ওদের হামলার ধরণ যেমন ছিলো এখানেও এর ব্যত্যয় ঘটলো না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মাথা ঠান্ডা রাখলেন। মন মগজ এক সাথে খাটাতে লাগলেন। তিনি তার মতো করে তার ইউনিটগুলোকে সামনে বাড়াতে লাগলেন।

সংরক্ষিত ইউনিটগুলোকে বেশ পেছনে রাখলেন। যাদেরকে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে রেখেছেন। এদেরকে এমনভাবে রাখলেন যাতে তাদের উপস্থিতিও রোমীয়রা টের না পায়।

রোমীয়দের হামলা এতো শক্তিশালি ও তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো যে, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জায়গায় অন্য কেউ হলে পুরো ইউনিট একযোগে সামনে বাড়াতো। রিজার্ভ ইউনিট বলতে কোন সেনা ইউনিট আর রক্ষিত রাখতো না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর অসামান্য গুণ বা বৈশিষ্ট্যই ছিলো এটা যে, তিনি সামনে নিশ্চিত ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখেও মাথা বরফের মতো শীতল রাখতে পারতেন।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েও পরম নির্ভর আর নিশ্চিন্ত মনে তার করণীয় নির্ধারণ করতেন। এ সময় যে চালটা দিতেন সেটা প্রায়ই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠতো।

মুসলিম অমুসলিম সব ঐতিহাসিকরা এটা অকপটে স্বীকার করেছেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মুজাহিদদেরকে একটা কথা পই পই করে বলে দিয়েছেন যে,

'পরিস্থিতি যেমনই হোক কখনোই দুশমনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ো না। তাহলে তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

তিনি আরেকটি নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন,

'নিজেদেরকে সুশৃংখল কমান্ডে রেখে ধীরে ডানে বামে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এতে দুশমনের জোটবদ্ধতাও ভেঙ্গে পড়বে এবং শৃংখলা ভেঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের সেনা বিন্যাস এলোমেলো হয়ে পড়বে।'

কিন্তু রোমীয়দের সংখ্যা এতো বেশি যে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোন নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগলো।

এদিকে সালাররা পর্যন্ত সাধারণ সিপাহীদের মতো লড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ইউনিটগুলোর ওপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে; যাতে নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস এলো মেলে না হয়ে পড়ে।

আসলে এখন মুসলিম সেনার প্রত্যেকেই যেন যার যার নিজের লড়াই লড়ে যাচ্ছে।

এক অমুসলিম ঐতিহাসিক লিখেছেন,

কারয়ুনের লড়াইয়ে মুজাহিদদের ব্যক্তিগত লড়াই দেখে মনে হচ্ছিলো যেন তার পুরো বাহিনী শহীদ হয়ে গেছে। রোমক বাহিনীকে পরাজিত করা প্রত্যেকের একার দায়িত্ব।

সালার যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেলায় ইতিহাস প্রায়ই একটা শব্দ ব্যবহার করেছে। সেটা হলো 'বিস্ময়াবিষ্ট'। তার বিস্ময়াবিষ্ট বীরত্বপূর্ণ লড়াই শত্রুপক্ষকে সত্যিই হতভম্ব করে দিতো।

যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নজর ছিলো রোমীয়দের ঝাণ্ডার ওপর। তিনি চেষ্টা করছিলেন দু'তিনজন মুজাহিদ নিয়ে রোমীয়দের ঝাণ্ডা পর্যন্ত পৌছে যেতে, তারপর ঝাণ্ডাধারীকে নিঃশেষ করে দিয়ে ঝাণ্ডা গায়েব করে দিতে।

এটা যুদ্ধের ময়দানের প্রতিষ্ঠিত রীতি যে, কোন পক্ষের ঝাণ্ডার পতন ঘটার অর্থ হলো সে পক্ষের বাদশাহ বা সুপ্রীম কমান্ডার মারা পড়েছে। এতে পুরো সেনা দলের মধ্যে একটি বৈরি আবহ সৃষ্টি হয়। সিপাহীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে ফৌজ পিছু হটতে থাকে।

সেনাদলের একেবারে পেছন দিকে দলের ঝাণ্ডা থাকে। যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লড়তে লড়তে জানপ্রাণ দিয়ে রোমীয়দের সেনা দলের পেছন দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রোমীয়দের হামলার তোড় এতো বেশি তীব্র যে, যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বেশ কয়েকবারই তার অবস্থান থেকে পিছু হতে হলো।

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর প্রলয়ধারী ছুটোছুটিতে উড়ন্ত ধুলোর পাহাড়ের পেছনে সূর্য তার দিনমানের সফরের শেষ রেখা টেনে দিচ্ছে। দিগন্ত রেখা রক্তাভ হতে হতে এক সময় সূর্য অস্তাচলে চলে গেলো।

ক্রমেই অন্ধকারের চাদর ময়দানময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অন্ধকারের পাহাড় দুই দলের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ালো। রক্তক্ষয়ী লড়াইও মুলতবি হয়ে গেলো। রোমীয়রা তাদের দুর্গে চলে গেলো। মুজাহিদরা ফিরে এলো তাদের সেনা শিবিরে।

পুরো রণাঙ্গন জুড়ে রাতের অন্ধকার নেমে এলো। কারয়ুন দুর্গের ফটক খুলে গেলো। অসংখ্য মশালধারী বের হয়ে এলো। এরা ছুটলো রণাঙ্গনের দিকে। মুসলমানদের শিবির থেকেও আরো অসংখ্য মশাল ময়দানের দিকে ছুটে এলো।

এগুলোর অধিকাংশই মুজাহিদদের মাস্তুরাত মানে- নেকাবে মা ও বোনেরা বহন করে রেখেছে। এরা আহত মুজাহিদদেরকে পানি পান করাবে। সেবা শুশ্রূষায় সহযোগিতা করবে।

দুর্গ থেকে যে মশাল বের হয়েছে সেগুলোও বহন করে রেখেছে অনেক আবৃত নেকাবে নারী পুরুষ। এরা এদের আহতদের পানি পান করাতে বা সেবা শুশ্রূষার জন্য আসেনি।

এরা এসেছে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদেরকে খুঁজতে। কারো স্বজন মারা গেছে কারো আহত হয়েছে। এদের অধিকাংশই বিলাপ করে কাঁদছে।

কিন্তু মুসলিম স্বেচ্ছাসেবি নারীরা নিরবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের স্বামী, ভাই বা সন্তানকে খুঁজে খুঁজে বের করছে ঠিক; কিন্তু অন্যান্য আহত বা শহীদ মুজাহিদদেরও খোঁজ নিচ্ছে। তাদের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শহীদ স্বজনদের জন্য তাদের চোখ থেকে অশ্রুও ঝরছে। তবে একান্ত নিরবে। কারণ, মেয়েদের বিলাপ করে কান্নাকাটি করার অনুমতি ইসলামে নেই।

এক জায়গায় তিন চারজন মুসলিম মেয়ে আহত মুজাহিদ ও শহীদদের লাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে এক স্বেচ্ছাসেবি মেয়ের চোখ পড়লো একটু দূরে পড়ে থাকা এক আহত মুজাহিদের ওপর। মশালের আলোয় দেখা গেলো সে মুজাহিদ এখনো জীবিত। উঠার চেষ্টা করছে। তার কাপড় চোপড় রক্তে রঞ্জিত।

ওখানে অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। কখনও এমনও হয়, কয়েকটি লাশের নিচে একজন আহত পড়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবিরা তার কাছে আসতে আসতে সে ধুকতে ধুকতে মারা যায়। এই আহত মুজাহিদ কয়েকজন রোমীয়র লাশের পাশে পড়েছিলো।

আহত মুজাহিদকে সেই মুসলিম স্বেচ্ছাসেবি মেয়ে ধরে উঠানোর চেষ্টা করছে। মুজাহিদ তার কাছে পানি চাইলো। সবার কাছেই পানির ছোট ছোট মশক থাকে। মেয়েটি তাকে পানি পানে সাহায্য করলো। পানি পান করাতে লাগলো।

এর একেবারে কাছেই এক মিসরী মহিলা ঝুঁকে পড়ে একটি লাশ দেখছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো,

'হায় হায় আমার বেটা, কি হলোরে আমার বেটার।'...

অথচ তার বেটা মরে গেছে অনেক আগেই। মিসরী মহিলা তার পেছনে ঘুরে দেখলো একটি মেয়ে এক আহত সৈনিককে পানি পান করাচ্ছে। মহিলা দেখলো সেখানে অসংখ্য তলোয়ার বর্শা পড়ে আছে। পছন্দমতো একটা তলোয়ার উঠিয়ে নিলো।

ওদিকে সেই মুসলিম মেয়েটি তো মুজাহিদকে পানি পান করাচ্ছে। তার মনোযোগ তো অন্য দিকে থাকার কথা নয়। তার তো একমাত্র চেষ্টা ও কামনা হলো আহত মুজাহিদকে বাঁচিয়ে তোলা। আচমকা সেই মিসরী মহিলা দৌড়ে এসে আহত মুজাহিদের পাজরে তলোয়ার দিয়ে বর্শার মতো করে আঘাত করলো।

তারপর আবার একইভাবে আঘাত করে চিৎকার করে বললো,

'এই বেটা আমার ছেলেকে কতল করেছে। এই লোকই আমার ছেলের খুনি।'

আহত মুজাহিদের মাথা একদিকে ঢলে পড়লো। একটি মেয়ে তাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। আর আরেকটি নির্দয় মহিলা তাকে মেরে ফেললো। আহত মুজাহিদ তার কোলে থেকেই শহীদের খাতায় নাম লেখালো।

স্বেচ্ছাসেবি মেয়েটি মুহূর্তের জন্য ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। তারপর নিজেকে সামলে নিলো। আলতো করে মুজাহিদের মাথাটি একদিকে নামিয়ে রাখলো। হাতের পানির মশকটি ছুড়ে মারলো দূরে।

তার সামনে রাখা জ্বলন্ত মশালটি উঠিয়ে নিলো। তারপর মিসরী মহিলার মুখে জ্বলন্ত মশালটি চেপে ধরলো। কয়েক মুহূর্ত এভাবে তার মুখে ধরে রাখলো।

মিসরীনি চিৎকার চেচামেচি জুড়ে দিলো। তার মুখ জ্বলে গেছে। উচ্চস্বরে সে চিৎকার করছে। কিন্তু মেয়েটি এতে মোটেও সন্তুষ্ট হলো না। মশালটি এবার তার কাপড়ে লাগিয়ে দিলো। তার কাপড়ে খুব ভালো করেই আগুন জ্বলে উঠলো। এবার তো মহিলা চিৎকার করছে আর নাচানাচি করছে।

কয়েকজন রোমীয় সিপাহী এবং কিছু সাধারণ মিসরী লোক এদিকে ছুটে এলো। আগুনে জ্বলতে থাকা মহিলা হাউমাউ করে বলতে লাগলো,

'এই মুসলিম মেয়েটি আমাকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

মেয়েটিও ধমকে উঠে বললো,

'এই মহিলা আমাদের ঐ আহত সৈনিককে অযথাই হত্যা করেছে। এজন্যই তার বিচার করা হয়েছে।'

রোমীয়রা তলোয়ার বের করে এগিয়ে এলো।

ওখানে বেশিরভাগই ছিলো মুসলিম স্বেচ্ছাসেবি মেয়ে। ওরা সবাই এর মধ্যেই এখানে ছুটে এসেছে। সবাই ওখানে পড়ে থাকা বর্শা তলোয়ার উঠিয়ে নিলো। তারপর রোমীয় পুরুষদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলতে লাগলো,

'পারলে তোমরা এখানে যারা আছো তারা আসো। অন্য পুরুষদেরকে না ডেকে আমাদের সঙ্গে লড়তে চাইলে চলে এসো। সবগুলোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবো।'

এদিকে স্বেচ্ছাসেবি যেসব মুজাহিদ শহীদ ও আহত মুজাহিদদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তারাও এদিকে ছুটে এলো।

ওদিকে মিসরী মহিলার কাপড় প্রায় সবটাই জ্বলে গেছে। তার গলা দিয়ে কেবল মরণ চিৎকার বের হচ্ছিলো। কিন্তু তার দলের লোকেরা তার কাছে যাচ্ছিলো না।

কিন্তু এক মুজাহিদ দৌড়ে গিয়ে তার মশকের সবগুলো পানি মহিলার গায়ে ঢেলে দিলো। এতে মহিলার গায়ের আগুন নিভে গেলো। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলো মহিলা।

রোমীয়রা মুজাহিদদেরকে দেখে ওখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। এক মুসলিম স্বেচ্ছাসেবি মেয়ে পুরুষ মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে উঁচু আওয়াজে বললো,

'মুজাহিদ ভাইয়েরা, দয়া করে আপনারা চলে যান। এই রোমীয়দেরকে আমরাই নিকেশ করে দেবো।'

পুরুষ মুজাহিদদেরকে দেখে রোমীয়রা তো আগ থেকেই সটকে পড়তে চাচ্ছিলো। এর মধ্যে আরো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবি মেয়ে ওখানে চলে এলো। এদের কারো হাতে বর্শা। কারো হাতে তলোয়ার। মুসলমানদের ব্যাপারে এমনিতেই ওরা সন্ত্রস্ত ছিলো।

আর এখন এ অবস্থায় পড়ে নিজেদেরকে তাদের আরো অসহায় মনে হতে লাগলো। ভয় ওদেরকে আরো ভীষণ ভাবে জাপ্টে ধরলো।

রোমীয় ও যারা দুর্গের বাইরে এসেছিলো তারা ধীরে ধীরে দুর্গের ভেতর চলে গেলো।

প্রায় অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন,

'কারয়ুনের প্রথম দিনের লড়াইয়ে রোমীয়দের পাল্লাই ভারি ছিলো। কারণ, মুজাহিদদের প্রাণনাশের সংখ্যা ছিলো তুলনামূলক বেশি। অথচ এর বিপরীতে সফলতা বলতে তেমন কিছুই ছিলো না।'

আসলে মুসলমানরা তো এসেছে শহর অবরোধ করতে। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, এখানে অবরোধ করাও সম্ভব হবে না। রোমীয়রা কারয়ুনের প্রথম দিনের লড়াইয়ে সেটা আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। মুসলমানরা পর্যদুস্ত না হলেও রোমীয়দের সামনে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে।

মনে হচ্ছে জেনারেল থিয়োডরের শপথ পূর্ণ হতে যাচ্ছে। থিয়োডর শপথ করেছিলো, আরবের এই সামন্য কিছু সৈন্যের সামনে তার বাহিনী দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে। এই দেয়াল মুসলমানরা জয় করতে পারবে না।

সত্যিই তো আজকের লড়াইয়ে মুজাহিদরা এই দেয়াল জয় করবে তো দূরের কথা তাতে কোন চিরও ধরাতে পারেনি।

ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল বেশ কিছু ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন,

মুসলমানরা শাম ও মিসর অভিযান শুরু করার পর সম্ভবত এই প্রথম রোমীয় ফৌজ নিজেদের ঐতিহ্যগত সেই বীরত্ব দেখিয়েছে।

রোমীয়দের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে যে ভীতি ছিলো সেটা যেন এরা এক ঝটকায় উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এই ভীতি সব সময় তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখতো।

মুসলিম সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমীয়দের এই পরিবর্তনে কিছুটা বিস্মিত হন। তিনি তার এক সালারকে অকপটে বলেন,

'রোমীয়দের যে ঐতিহ্যগত বীরত্বের কথা শোনা যেতো সেটা আমি এই প্রথম তাদের মধ্যে দেখলাম। সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে, এখন আমাদের আসল রোমীয়দের সঙ্গে লড়তে হবে। আর এজন্য আমাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা আরো দ্বিগুণ করতে হবে।'

মুজাহিদদের বীরত্বে ও সাহসিকতায় তো কোন ধরনের খাদ ছিলো না। তাদের মনোবলে কখনো কোন খুঁত ছিলো না। কিন্তু এই প্রথম মুসলমানরা অনুভব করলো রোমীয়রা তাদের রণাঙ্গনের দুর্ধর্ষ ইতিহাসকে আবার উজ্জীবিত করছে। যে কারণে তাদেরকে এক সময় বিশ্বের পরাশক্তি বলা হতো।

লড়াই যদি শুধু রণাঙ্গনের হতো তাহলে মুজাহিদরা এতো নগন্য সংখ্যা নিয়েও বিজয়ের নূন্যতম আশা রাখতে পারতো।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তো অন্য ধরনের রণাঙ্গনও রোমীয়রা খুলেছে। সেটা হলো মুজাহিদদের ব্যাপারে চারদিকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো, ধর্মীয় উম্মদনা উস্কে দেয়া এবং কিবতী ও বেদইনদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ ব্যাপারে জানতেন। তবে পুরোপুরি গভীর সূত্র থেকে জানতেন না। তার গোয়েন্দারা তাকে সঠিক তথ্যই দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রোমীয়রা এসব কর্মকাণ্ড এতোই পর্দার আড়ালে সংগোপনে করছে সেটা কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। গোয়েন্দা মাধ্যমও সেখানে ঢুকতে পারবে না।

মুসলমানদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় বিপদ হলো রসদ সংকট। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও অন্যান্য সালাররা এটা বেশ ভালো করেই অনুভব করছে। রোমীয়রা তো নিজেদের দেশে আছে। ওদের রসদের অভাব নেই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তো সে দেশের মাটিও দুশমন। যেকোন জায়গায় ওদের রসদ আটকে দিতে পারে।

যদিও এখন রসদ সংগ্রহের দায়িত্ব মুসলিম সেনাদলের বেদুইনদের ওপর। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেদুইনদের কয়েকটি দল বানিয়ে দিয়েছেন রসদ সংগ্রহের জন্য।

অন্যান্য বেদুইনরা লড়াইয়ে অংশ নিলেও রসদ সংগ্রহের দলের বেদুইনরা লড়াইয়ে খুব কমই থাকতো।

এসব দলে বিভিন্ন গোত্রের সরদাররাও আছে। রসদ সংগ্রহের সময় সরদাররা এ কাজের তদারকি করতো। বেদুইনরা আশে পাশের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গরু মহিষ বকরি আনাজ তরকারি চাল ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। যে গ্রামেই যেতো সেখানকার লোকদেরকে বলতো,

'তোমরা এই পরিমাণ আনাজ তরকারি, গরু মহিষ বকরি ইত্যাদি দিয়ে দাও। মুসলিম সেনাদল তোমাদের এখানে লুটপাট চালাতে আসবে না। ওরা ওদের অভিযান শেষ করার পর তোমাদের এসব জিনিসের দাম চুকিয়ে দেবে। এর হিসাবও রাখা হচ্ছে। আর যদি ওরা পরাজিত হয় তাহলে আমরা এর দাম পরিশোধ করে দেবো।'

লোকেরা জানতো এদেরকে এসব জিনিস না দিলে এরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেরাই লুটপাট করে সব নিয়ে যাবে। আর অন্যসব কিছু নষ্ট করে যাবে। তবে এরা যে কথা দিয়েছে সে কথা এরা যেকোনো মূল্যে রাখবে।

বেদুইনরা যেমনই হোক কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। এজন্য লোকেরা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দিয়ে দিতো।

লোকেরা বেশির ভাগ ভেড়া বকরি গরু মহিষ এসবই দিতো। কারণ, তারা জানতো সৈন্যদের এসব খাবারই বেশি প্রয়োজন। তাছাড়া ওদের কাছে গৃহপালিত পশুর প্রচুর মজুদ ছিলো।

ইস্তিফাত নামে এক বেদুইন সরদার আছে। রসদ সংগ্রহের একটি দলের নেতা। বয়স চল্লিশের কোঠায়। দেখতে দারুন সুদর্শন। চেহারায় এখনো তারুণ্যের ছাপ উজ্জল হয়ে আছে। স্বাস্থ্যও বেশ সুগঠিত।

কারয়ুনের লড়াই শুরু হওয়ার আগে মুজাহিদদের রসদে ঘাটতি দেখা গেলো। বেদুইনদের রসদ সংগ্রহকারি দল রসদের জন্য বিভিন্ন এলাকায় চলে গেলো। তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে এক এলাকায় ইস্তিফাত তার দল নিয়ে চলে গেলো। এই দলে প্রায় পঞ্চাশজন বেদুইন ছিলো।

নিয়ম অনুযায়ি ইস্তিফাত গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ডেকে জানালো তারা কি জন্য এসেছে। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো যেন গ্রামের বাইরে এনে সাজিয়ে রাখা হয়।

ইস্তিফাত ও তার লোকেরা এতো দিনে এ কাজে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। কিভাবে এদেরকে ঝামেলা এড়িয়ে রসদ দেয়ার জন্য রাজি করাতে হয় সেটা এরা বেশ ভালোভাবেই জানে। সেভাবেই এরা কাজ করলো।

গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বুঝতে পারলো, এদের চাহিদা মতো জিনিসগুলো না দিলে মুসলমানরা এসে হামলা চালাবে। তখন অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এই দলের সাথে উট ও ঘোড়ার গাড়ি ছিলো। সেগুলোতে গ্রামের লোকেরা মালপত্রগুলো উঠিয়ে রাখতে শুরু করলো।

বেদুইন সরদার ইস্তিফাত সবকিছু দেখভাল করতে লাগলো। এর মধ্যে এক মুরুব্বি ধরনের লোক ধীরে ধীরে ইস্তিফাতের কাছে এসে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে বেশ আন্তরিকতা নিয়ে করমর্দন করলো। মুরুব্বির চেহারা সুরত ও কাপড় চোপড়ে গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোক মনে হলো।

মুরুব্বি ইস্তিফাতের সাথে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় উদার মনে কথা বলতে লাগলো। কথার ধরনে বেশ স্নেহ ও প্রশ্রয়ের ইংগিত ছিলো। কথায় কথায় বৃদ্ধ এই রসদ সংগ্রহের প্রসঙ্গ উঠিয়ে বললো,

'সত্যিই আমাদের গ্রামের লোকেরা মুসলমানদের জন্য এই সেবা দিতে পেরে বেশ আনন্দিত। তাছাড়া এরা তো জানে, এই সামান্য রসদ দিয়ে দিলে মুসলমানদের হামলা থেকে এরা নিরাপদ হয়ে যাবে। এদের ওপর কেউ হাত উঠাতে পারবে না।'

মুরুব্বির কথায় ইস্তিফাত খুশি হয়ে গেলো। তাকে বেশ সম্মান দিয়ে কথা বলতে লাগলো। কথা বলতে বলতে ইস্তিফাত নিজেও বেশ খোলামেলা হয়ে গেলো। মুরুব্বি হঠাৎ বললো,

'সত্যি বলতে কি তুমি দেখতে খুবই সুদর্শন। তোমাকে দেখে কোন তরুণীই ঠিক থাকতে পারবে না। সব মেয়েই তোমার মতো পুরুষ খোঁজে বেড়ায়।'

নিজের প্রশংসা শোনার পর অধিকাংশ মানুষই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। মানবিক এই দুর্বলতা থেকে খুব কম মানুষই মুক্ত থাকতে পারে।

বিদ্যান লোকেরাও এধরনের প্রশংসায় ঠিক থাকতে পারে না। ইস্তিফাত তো সামান্য এক বেদুইন সরদার মাত্র। এরা তো লেখা পড়ার ধার ধারে না। বৃদ্ধ বিদ্বান লোক। একজন মানুষকে কি করলে কি বললে সে হাতে আসতে পাররে এটা তার ভালোই জানা আছে। বৃদ্ধ তার ব্যাপারে আরো কিছু প্রশংসা করলো।

মুরুব্বির কথায় ইস্তিফাত একেবারে গলে গেলো। এভাবে সে কখনো নিজের প্রশংসা শুনেনি। তাকে বেশ আপনজন মনে হলো ইস্তিফাতের। মুরুব্বি এবার বললো,

'মনে হচ্ছে তুমি এদের সরদার। এরা তো সবকিছু গাড়িতে তুলে নিয়ে রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। তুমি কি আমার একটা কথা রাখবে। বলতে পারো এটা আমার ইচ্ছা। আজ রাতের খাবার কি আমার সঙ্গে খেতে পারবে? '

ইস্তিফাত দেখলো তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। রসদ সংগ্রহের কাজ আজকের মতো শেষ হয়ে গেছে। রসদের গাড়িও মুসলিম সেনা শিবিরে সময়মতো পৌঁছে যাবে। যুদ্ধের ময়দানেও তার কোন কাজ নেই। সে বুড়োর নিমন্ত্রণ খুশি মনেই গ্রহণ করলো।

ইস্তিফাতকে সেই মুরুব্বি তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। মুরুব্বির ঘরে ঢুকে ইস্তি ফাত বুঝতে পারলো, মুরুব্বি বেশ অভিজাত ঘরনার লোক। এদের বিত্ত বৈভবের অভাব নেই। ইস্তিফাতকে যে কামরায় বসানো হলো এর সাজ সজ্জাও শাহী ভাবধারার।

কামরায় বেশ দামী কার্পেট বিছানো। এর মধ্যে মখমলের তুলতুলে নরম উঁচু কুশনওয়ালা আসন পেতে রাখা হয়েছে। ইস্তিফাতকে তাতে বসানো হলো। বৃদ্ধ তাকে বললো,

'তুমি মুসলমান না হলে অনেক দামি শরাব তোমাকে পান করাতে পারতাম।'

ইস্তিফাত মাথা নেড়ে বললো,

'জনাব, আমি একজন খ্রিস্টান। আমি এখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। শাহ হেরাকলের বাদশাহীর তুলনায় মুসলমানদের শাসন পদ্ধতি আমাদেরকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছে। আমরা মালেগনীমতের পুরো অংশই পেয়ে থাকি। আর ওরা আমাদেরকে আপন ভাইয়ের মর্যাদা দেয়।'

ইস্তিফাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই বৃদ্ধের বয়সী আরেক বৃদ্ধ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। মেযবান বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো। তাকে পরম সম্মান জানিয়ে বললো,

'ইনি আমাদের নতুন পাদ্রী। কিছু দিন আগে বযনতিয়া থেকে এসেছেন।'

ইস্তিফাত সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাদ্রীকে নুয়ে পড়ে সম্মান জানালো। মেযবান বৃদ্ধ ইস্তিফাতকে পাদ্রীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলো,

'আমাদের মেহমান ইনি। নাম ইস্তিফাত। মুসলিম সেনাদলে থাকে। তবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। খ্রিস্টানই আছে এখনো।'

পাদ্রী মধুর হাসি হেসে বললো,

'এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন একজন সুদর্শন যুবক তার স্বধর্মের উপর টিকে আছে। মুসলমানদের সাথে থেকেও মুসলমান হয়নি।'

এ ধরনের কিছু কথা মেযবান বৃদ্ধও বললো। ইস্তিফাত এখন নিজেকে খুব মূল্যবান মানুষ মনে করতে লাগলো। তার হাবভাবই পাল্টে গেলো।

কথার মাঝখানে কামরায় ঢুকলো এক তরুণী। হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে একটা সুদৃশ সুরাহী। পাশে তিনটা ঝক ঝকে কাচের গ্লাস।

দারুন সুন্দরী মেয়েটি। ইস্তিফাতের দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি চমকে উঠলো। ওর পা এক কদম পিছিয়ে গেলো। যেন ইস্তিফাতের রূপ যৌবন দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

মেযবান বৃদ্ধ কোমল গলায় বললো,

'এসো এসো ক্রিস্টি, তুমি ঘাবড়ে গিয়েছো? এ তো আমাদেরই লোক। নিজের গোত্রের সরদার। মুসলমানদের দলে থাকলেও পাক্কা খ্রিস্টান।'

ক্রিস্টি আড় চোখে ইস্তিফাতের দিকে একবার তাকালো। তারপর কম্পিত পায়ে হাতের ট্রেটি মেযবানের সামনে রেখে দিলো। এমন ভাব করলো যেন ইস্তি ফাতের দিকে তাকাতে সে সংকোচ বোধ করছে। কিছুটা লজ্জাও পাচ্ছে।

খুব ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে কিছুটা ঝুকে পড়ে সুরাহীটা হাতে নিলো। সুরাহী কাত করে তিনটি গ্লাসে একটু একটু করে শরাব ঢাললো। তারপর বাচ্চাদের মতো অস্থির পায়ে ঘুরলো এবং হরিনীর মতো ছুটে পালালো।

মেযবান বৃদ্ধ ব্যাপারটাতে বেশ মজা পেলো। কিন্তু ইস্তিফাত সেটা বুঝলো না। মেযবান বললো,

'আমার এই মেয়েটা বড় লজ্জাবতী। ঘরের বাইরে তো অন্য কোন পুরুষের সাথে কথাও বলে না।'

ইস্তিফাত এমনভাবে মাথা নাড়ালো যেন সে বুঝতে পেরেছে এমন মেয়ে দুনিয়াতে আরেকটি নেই।

এর মধ্যে দুজন কাজের লোক খাবার নিয়ে এলো। খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে শুরু করলো। ইস্তিফাত খাবারের পদ দেখে হয়রান হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো এ কোনো শাহী দস্তরখান। এধরনের খাবার সে খুব কমই দেখেছে। সে তুলনায় মুসলমানরা তো খুবই মামুলি খাবার খায়।

তিনজনে খাবার খাওয়া শুরু করলো। মেযবান ও পাদ্রী খাবারের মাঝখানে বিভিন্ন গল্প করছিলো। কিন্তু ইস্তিফাতের মনোযোগ সেদিকে ছিলো না। তার দৃষ্টি বার বার ঘুরে ফিরে কামরার দরজার দিকে যাচ্ছিলো। আর সেদিকেই আটকে যাচ্ছিলো।

দরজার সাথের দেয়ালে বড় একটা জানালা আছে। জানালার একটা পাট খোলা। ইস্তিফাতের দৃষ্টি একবার খোলা জানালার দিকে চলে গেলো।

তার চোখে পড়লো জানালার খোলা পাট দিয়ে ক্রিস্টির চেহারার অর্ধেকের চেয়ে কম অংশ দেখা যাচ্ছে। ইস্তিফাতের সন্দেহ রইলো না যে ক্রিস্টি একমাত্র তাকেই দেখছে। এক চোখ একদিকের অর্ধেক গাল এবং অর্ধেক ঠোঁট দেখা যাচ্ছে।

সেই অর্ধেক ঠোঁটে এক চিলতে হাঁসি লেগে আছে। এ যেন খোলা চাঁদের পূর্ণিমায় ভরা হাসি।

ইস্তিফাতের মনে হলো শুধু সেই ক্রিস্টিকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল নয়, ক্রিস্টিও তাকে আরেকবার দেখার জন্য ব্যাকুল। বাধভাঙ্গা ব্যকুলতা যেন ইস্তি ফাতকে পেয়ে বসলো।

এখন এমন স্বর্গীয় অপ্সরীকে এক পলক কাছ থেকে দেখার জন্য ইস্তিফাত অস্থির হয়ে উঠলো। একটু পর সেই অর্ধেক চেহারাও সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলো। যেন নতুন চাঁদকে বেরসিক মেঘ আড়াল করে নিয়েছে।

মেযবান বৃদ্ধ এবার ইস্তিফাতকে বললো,

'আমি আমার এই মেয়েকে এক প্রকার লুকিয়ে রাখি।'

ইস্তিফাত ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'কেনো? কেউ কি কোন ধরনের হুমকি দিয়েছে? তার ঠিকানাটা শুধু বলুন। আমি তাকে দুনিয়ার মাটি থেকে উঠিয়ে দেবো।'

মেযবান বৃদ্ধ ভীত গলায় বললো

'মুসলমানদের ভয়ে। ক্রিস্টির ওপর যদি কোন মুসলমানের নজর পড়ে তাহলে বাকি জীবন আর আমার মেয়েকে আমি দেখতে পাবো না। মুসলমানরা ক্রিস্টির মতো মেয়ে দেখলেই তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারপর তাদের কোন সালারকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়।'

ইস্তিফাত দুদিকে মাথা নেড়ে বললো,

'না না, আপনারা যা শুনেছেন তা ভুল শুনেছেন। মুসলমানদের ধর্ম এ ধরনের কর্মকাণ্ড করার অনুমতি দেয় না। তাছাড়া মুসলমানদের স্বভাব জাত বৈশিষ্টও এরকম যে, ওরা কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।'...

'ওরা যখন 'ফারমা' শহর জয় করে তখন থেকে আমি ওদের সঙ্গে আছি। কোন সালারের সঙ্গে আমি কখনো কোন মেয়েকে দেখিনি। কোন সিপাহীকে কোন মেয়ে ধরে এনে তার সালারকে পেশ করতে দেখিনি।'

পাদ্রী ও মেযবান বৃদ্ধ হেঁসে উঠলো। ওদের হাঁসির মধ্যে সামান্য বিদ্রূপও ছিলো।

পাদ্রী সবজান্তার ভাব করে বললো,

'আমাদের সম্মানিত মেহমান, তুমি জানো না সবটা। তোমার মনে মুসলমানদের ব্যাপারে বেশ সম্মানবোধ আছে এবং আছে ভালোবাসা'। ...

'এটা দোষনীয় কিছু নয়। আমরা এ প্রসঙ্গে কথা উঠিয়েছি এজন্য যে, তুমি একজন খ্রিস্টান এবং এপর্যন্ত অনেক খ্রিস্টান মেয়ে মুসলমানদের কব্জায় চলে গেছে।'...

'তুমি কোন সালারের কাছে কোন খ্রিস্টান মেয়েকে এজন্য দেখোনি যে, ওরা ক্রিস্টির মতো মেয়েদেরকে ধরে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। তোমরা যারা মিসরী বেদুইন আছো তারা তো অনেক দিন ধরে নিজেদের ঘরে যাও না। যখন ঘরে যাবে তখন জানতে পারবে তোমাদের কতগুলো মেয়ে মদীনায় পৌঁছে গেছে।'

ইস্তিফাত কি বলবে বুঝে পেলো না। মুসলমানদের ব্যাপারে কখনো এ ধরনের কথা শোনেনি। কল্পনাও করেনি।

মেযবান বৃদ্ধ বললো,

'হ্যাঁ, আমি এটা অবশ্যই স্বীকার করি, মুসলমানরা অন্যান্য বিজয় জাতির মতো নয়। অন্যরা তো কোন শহর জয় করলেই সেখানকার মেয়েদের ওপর হামলে পড়ে। তাদের ইজ্জত আবরু লুটে নেয়।'...

'কিন্তু মুসলমানরা কখনো এমন করেনি। ওরা বিজিতদের ইজ্জত আবরু জান মালের হেফাজত করে। নিজেদের প্রাণ দিয়ে হলেও তাদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু পর্দার আড়ালে সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে লুকিয়ে ছাপিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।'

পাদ্রী গলা খাকারি দিয়ে বললো,

'মুসলমানরা প্রথমে নিজেদের ভালো আচরণ ও উত্তম চরিত্র দিয়ে মানুষকে প্রভাবান্বিত করে। এভাবে তাদের হৃদয় মন তারা দখল করে নেয়। দখল-কর্ম শেষ হলে বিজিত এলাকার লোকদেরকে গোলাম বানিয়ে নেয়।'...

'আমি শাম দেশে দেখেছি, সেখানকার সেসব খ্রিস্টানরা এখন হেরাকলের কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলে যারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলো। ওখানে গিয়ে দেখো, মুসলমানরা ওদের অবস্থা কি করেছে?'

ইস্তিফাত হতভম্ভ চোখে পাদ্রী ও তার মেযবান বৃদ্ধের দিকে ঘোরলাগা মানুষের মতো তাকিয়ে রইলো।

তার কাছে মনে হলো, সে এতো দিন মুসলমানদের একটা রূপ দেখেছে মাত্র। আর এ রূপটাকে সে তাদের আসল রূপ বলে বিশ্বাস করেছে। তাদের অন্যকোন রূপ থাকতে পারে এটা কখনো কল্পনা করেনি।

সে চিন্তা করে দেখলো, মুসলমানরা এখনো তার সামনে আপত্তিজনক কোন আচরণ করেনি। ওদেরকে দু'রকম চরিত্রের মনে হয়নি কখনো।

তার চোখে মুখে দ্বিধা-দ্বন্দ আর হতভম্ভ ভাবের এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি খেলা করতে লাগলো। মুসলমানদের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা মানতে মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু তার ধর্মের পাদ্রী ও মেযবান বৃদ্ধকেও সে মিথ্যাবাদী বলতে পারছে না।

তাদের দু'জনের কথা বলার ধরণ এরকম যাকে সহসাই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তার মনের বিমূঢ় অবস্থার কথা দু'জনে ভালোই টের পেলো। এই সুযোগে তারা মুজাহিদীনে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ ঢালতে শুরু করলো।

ইস্তিফাত অবশেষে এমনভাবে কথা বললো যেন সে কথা বলতে চাচ্ছে না। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে বললো,

'আচ্ছা আমাকে বলুন আমি এখন কি করতে পারি? আমি কি মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেবো?'

পাদ্রী বিজ্ঞের মতো করে উস্কে দেয়া কণ্ঠে বললো,

'তুমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে দিলেই তেমন কিছু বদলে যাবে না। তোমার মনে যদি খ্রিস্টবাদ থাকে এবং এর প্রতি তোমার সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে তুমি অনেক কিছু করতে পারো। এমন কিছু করতে পারো যে, তোমার কীর্তি তোমাকে চির স্মরণীয় করে রাখবে।'...

'মুসলমানরা যদি ইস্কান্দারিয়া জয় করে ফেলে এবং পুরো মিসর তাদের হাতে চলে আসে তাহলে এদেশ শামের পরিণতি ভোগ করবে। কেউ তার ঘরে দু'দণ্ড থাকতে পারবে না। সব পাদ্রীকে হত্যা করা হবে।'...

'তোমার পুরো গোত্রকে মুসলমানদের সেনাদল থেকে বেরিয়ে যেতে বলো। তবে শুধু এটাই যথেষ্ঠ নয়। তোমর সঙ্গে তো অন্যান্য গোত্র সরদাররাও আছে। ওদেরকে এসব কথা শোনাও।'...

'ওরা যাতে নিজেদের গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ওদেরকে শুধু বলো তোমাদের জন্য একমাত্র রোমীয়রাই সবচেয়ে ভালো বন্ধু। রোমীয়রা কখনো তোমাদের ক্ষতি করবে না।'

এবার বৃদ্ধ মেযাবন তার অস্ত্র ব্যবহার করলো,

'আমি শুধু এতোটুকই যথেষ্ঠ মনে করি না। এরা মুসলমানদের সঙ্গেই থাকবে। ওদের পক্ষ হয়ে লড়বে। কিন্তু আসল লড়াইয়ের সময় তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের চরম ক্ষতির বন্দোবস্ত করে সটকে পড়বে।'

ইস্তিফাত নিরাবেগ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

'এটা কিভাবে সম্ভব?'

মেযবান বৃদ্ধ বললো,

'তোমাদের গোত্র কি করবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। মুসলমানরা কোন শহর অবরোধ করলে বা রোমীয়দের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধে নামলে তোমরা বেদুইনরা মুসলমানদের পিঠে ছুরি মারবে। তাদের কাউকে জীবিত ছাড়বে না।'...

'আমার এই কৌশল ভালো লাগলে কাল থেকেই গোত্র সরদারদেরকে তৈরি করতে শুরু করো। এভাবে কাজ করলে দেখবে, মুসলমানরা কারয়ুন শহর জয় না করে শহর প্রাচীরের বাইরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।'...

'অথবা এরা এদের মেয়েদেরকে তাদের শিবিরে ফেলে পালিয়ে যাবে। শুধু তো তোমাদের বেদুইনরাই নও অসংখ্য কিবতী খ্রিস্টানও তো মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে। এরা অনেক বড় পাপ করছে। খোদা ওদেরকে ক্ষমা করবেন না। কিবতীদের ভয়ংকর শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

ইস্তিফাত বললো,

'জনাব, আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন এখানে কিবতীরা কেনো মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে এসেছে। আপনারা কি ওদের সেই নির্বিচারে হত্যার কথা ভুলে গেছেন যেটা হেরাকল ও আসকাফে আযম কীরাস নিজ হাতে চালিয়েছিলেন?'...

'আসল আসকাফে আযম তো মহামান্য বিনয়ামীন। আজ পর্যন্ত তিনি দেশান্তরিনের জীবন যাপন করছেন। আর আমাদের বেদুইনদেরকে রোমীয়রা নিজেদের কেনা গোলামের মতো মনে করে। আমাদেরকেও রোমীয়রা কম যন্ত্রণা দেয়নি।'

পাদ্রী ইস্তিফাতের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললো,

'মিসরে এখন বিশাল বিপ্লব ঘটে গেছে। শাহে হেরাকল মারা গেছেন। মারা গেছেন তার ছেলেও। খোদ কীরাস সেনাসাহায্য নিয়ে এসেছেন। কীরাস বিশাল এক জনমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি তাতে কিবতী খ্রিস্টানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।'...

'সেখানে তিনি আরো ঘোষণা দিয়েছেন, এখন মিসরে একমাত্র খ্রিস্টবাদের রাজত্ব চলবে। বযনতিয়ার শাহী খান্দানের কোন হুকুম চলবে না। আমাদের পাদ্রীদের একটা দল বযনতিয়া থেকে এসেছেন।'

'তারা এখানকার খ্রিস্টানদেরকে এ কথাই বলছে যে, এখন হেরাকলের ফেরাউনি যুগ খতম হয়ে গেছে। খতম হয়ে গেছে তার বানানো খ্রিস্টবাদ।'

ইস্তিফাতের চোখে মুখে এখন দ্বিধার ভাব আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। ওর মনে যেন আর কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ অবশিষ্ট নেই। কথা বলার মাঝখানে সে কয়েকবারই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে। একবারও ক্রিস্টিকে দেখতে পেলো না।

হঠাৎ একবার ক্রিস্টিকে দেখতে পেলো ইস্তিফাত। এবার তার ঠোঁটের কোনে হাসির বিস্তৃতি আরো বেশি দেখতে পেলো। এই হাসি যেন ইস্তিফাতকে কোন বার্তা দিচ্ছে।

সে তো একজন বেদুইন সরদার মাত্র। তার তো কোন ধরনের বাহ্যিক বিদ্যা বুদ্ধি নেই। পরের বার যখন ক্রিষ্টিকে দেখতে পেলো তখন তার সব মনোযোগ আগ্রহ সেদিকেই চলে গেলো।

খাবার পর্ব শেষ। কাজের লোকেরা টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেলো। বাইরে রাতের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে গেছে।

মেযবান বৃদ্ধ বললো,

'তুমি যদি রাতটা এখানে থেকে যাও তাহলে আমার মনের আরেকটা খাহেশ পূর্ণ হয়। আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি হবে।'

ইস্তিফাতের তো এখন মুসলিম সেনাদলে কোন কাজ নেই। সে তো রসদ সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাতে এখানে সে থাকতেই পারে। ক্রিষ্টিকে যদি আর একটিবার দেখতে পায় এটাও কম পাওয়া হবে না।

ইস্তিফাত হালকা গলায় বললো,

'ঠিক আছে।'

দুই বৃদ্ধ ইস্তিফাতকে এমন খাতির যত্ন শুরু করলো যেন সে শাহী খান্দানের বড় কোন সদস্য। তাকে সেই বাড়ির কোন কামরায় রাখলো না। ভিন্ন আরেকটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলো।

সে বাড়িটি ছোট হলেও দারুন সাজানো গোছানো। চার দিক ঝক ঝক তক তক করছে। এটা গ্রীষ্মকাল। গরম খুব বেশি। বাইরের খোলা উঠোন অনেকটা বাগানের মতো গাছ গাছালির সারি দিয়ে সাজানো। ওখানে একটি খাট বিছানো হলো। তবে যেখানে খাট বিছানো হলো সে জায়গাটাও ত্রিপল দিয়ে কামরার আদল দেয়া হয়েছে।

দুই বৃদ্ধ তাকে সে বাড়িতে রেখে শুভ রাত্রি বলে বিদায় নিলো। একটু পর মধ্য বয়স্কা এক পরিচারিকা এলো ইস্তিফাতের কাছে। পরিচারিকা খুব কোমল গলায় বললো,

'হুজুর আপনার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় আমাকে বলবেন।'

ইস্তিফাতও পরিচারিকার সাথে অমায়িক ভাষায় কথা বললো। পরিচারিকা এমনভাব করলো যেন সে ইস্তিফাতের দুটো কাজ করে দিতে পারলে বর্তে যাবে। মহিলা বেশ চালাকির পরিচয় দিলো।

পরিচারিকা হাত কচলিয়ে বললো,

'হুজুর, কিছু মনে না করলে একটা কথা বলবো?'

ইস্তিফাত তার উদার মনের পরিচয় দিয়ে বললো,

'তোমার মনে যা আসে তাই বলো। খারাপ কথা হলেও কিছু মনে করবো না।'

পরিচারিকা অনেকটা নিচু গলায় বললো,

'আপনি হয়তো আমাদের কর্তার সুন্দরি মেয়েটাকে এক ঝলক দেখেছেন। আপনাদেরকে শরাব পরিবেশন করতে গিয়েছিলো। ও' কিন্তু সেই তখন থেকে অস্থির হয়ে আছে। এক দণ্ড আপনার কাছে বসে দুটো কথা বলার জন্য অধীর হয়ে আছে। ওকে কি আপনি সে অনুমতি দেবেন?'

ইস্তিফাত ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'ও কি এখানেই আসতে চায়?'

পরিচারিকা মাথা নেড়ে বললো,

'না হুজুর। সে একান্তে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। যখন সবাই শুয়ে পড়বে তখন সে আপনার কাছে আসবে। ... আপনাকে আমি একটা কথা বলি। ক্রিস্টি আপনার জন্য দিওয়ানা হয়ে গেছে। ওকে আসার অনুমতি দিয়ে দিন। না হয় নিস্পাপ মেয়েটা খুব দুঃখ পাবে।'

ইস্তিফাত কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলো।

ইস্তিফাত তারপর বিজ্ঞের মতো করে বললো,

'আমিও জানি ওর নাম ক্রিস্টি। তোমাদের কর্তার কি আরো কোন মেয়ে আছে?'

পরিচারিকা মাথা নেড়ে বললো,

'আরে আপনি তো ভুল করছেন। ক্রিস্টি আসলে আমাদের কর্তার মেয়েই নয়। ও ছিলো শাম দেশের মেয়ে। ওখানে যখন যুদ্ধ শুরু হয় ক্রিস্টির বাবা ও ভাই মুসলমানদের হাতে মারা যায়। ক্রিস্টি পালিয়ে গির্জায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।'...

'ও যদি গির্জায় আশ্রয় না নিতো তাহলে ওকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে যেতো। যেমন ওর মা গির্জায় যেতে দেরি করে ফেলে। এর মধ্যে মুসলমানরা তাকে দেখে ফেলে। ওর মা ছিলো ওর চেয়ে সুন্দরী। মুসলমানরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।'...

'গির্জার পাদ্রী ক্রিস্টিকে লুকিয়ে ফেলে। রোমীয় সেনারা যখন ওখান থেকে চলে আসে তখন পাদ্রীও ক্রিস্টিকে নিয়ে সেনাদলের সঙ্গী হয়ে যায়। সেনাদল কিছু দিন পর মিসরে পৌঁছে। পাদ্রী তখন ভালো কোন পরিবার খুঁজতে থাকে ক্রিস্টিকে দত্তক দেয়ার জন্য।'...

‘আমাদের কর্তা একদিন গির্জায় উপাসনা করতে যান। তখন ক্রিস্টিকে দেখে তার কাছে নিজের মেয়ের মতো মনে হয়। পাদ্রীকে গিয়ে বলতে পাদ্রী ক্রিস্টির সব কথা খুলে বলে। তখন তিনি ওকে নিজের মেয়ের মর্যাদা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন।’...

‘এখন তিনি ওর বিয়ের চিন্তা করছেন। ক্রিস্টিকে একদিন বিয়ের কথা বলতে ক্রিস্টি সোজা বলে দেয়, তার যাকে ভালো লাগবে তাকে সে বিয়ে করবে। আপনি তো জানেন আমাদের এখানে মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো বিয়ে করে। বেশির ভাগই প্রেম-ভালোবাসার বিয়ে হয়।’...

‘এ পর্যন্ত অনেক ছেলে ওকে প্রেম নিবেদন করেছে। কিন্তু ক্রিস্টি কারো প্রেমই গ্রহণ করেনি। কে জানে ও’ কেমন ছেলে পছন্দ করে। তবে সে একটা কথা বলে, সমবয়সী কোন পুরুষকে বিয়ে করা জরুরী বিষয় নয়।’...

‘ওর কথা হলো, মধ্য বয়স্ক পুরুষের কাছেও সে বিয়ে বসতে রাজি। শর্ত হলো সে পুরুষকে হতে হবে খুব শক্তিশালী। সঙ্গে সঙ্গে খুবই সুপুরুষ। আমার কাছে ওকে বেশ আশ্চর্য এক মেয়ে মনে হয়। হয়তো সে আপনাকেই পছন্দ করেছে।’

ইস্তিফাতের মনে হলো সে আর মাটিতে নেই। তার পুরো অস্তিত্ব শূন্যে উড়ছে। সে পরিচারিকাকে বললো,

‘তুমি ওকে বলে দাও আমি ওর অপেক্ষায় জেগে থাকবো।’

পরিচারিকা চলে গেলো।

ইস্তিফাতকে সারা দিন কম ছুটোছুটি করতে হয়নি। দিনমানের ক্লান্তি তাকে পেয়ে বসে।

ক্রমেই তাকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করতে থাকে। কিন্তু ক্রিষ্টির প্রতীক্ষা ওকে জাগিয়ে রাখে। কখনো কখনো ওর মনে হচ্ছে সে বুঝি আনন্দে পাগল হয়ে যাবে।

ওর কাছে এমন সুন্দরী এক মেয়ে দেখা করতে আসছে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না।

কখনো আবার মনে হচ্ছে ওর সাথে কেউ প্রতারণা করছে। কোন ধোঁকার জগতে সে হারিয়ে যাচ্ছে। নিজের প্রতি তার আস্থা আছে। সে যে দেখতে সুপুরুষ এটা সে ভালো করেই জানে। অনেক মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে।

বেদুইন জাত হলেও ইস্তিফাতের গায়ের রং কালো ছিলো না। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ ছিলো ওর। কালো হলে তার ধোঁকা খাওয়ার আশংকা সত্যি হতো। তার পরও এতো সুন্দরী একটা মেয়ে এই বয়সের একটা পুরুষের কাছে আসবে কেন জানি এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

চাঁদনী রাত। ইস্তিফাতের মনে হচ্ছে চাঁদ যেন এক জায়গায় থমকে গেছে। রাতও কোন এক প্রহরে আটকে গেছে। রাত আর বাড়ছে না। অপেক্ষার যন্ত্রণা ওর কাছে খুব মধুর লাগছে।

অবশেষে দরজার পাল্লা নড়ে উঠে। ইস্তিফাতের তৃষিত চোখ ওখানে আটকে যায়। ক্রিস্টি আলতো পায়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। যেন চাঁদের একটা টুকরো এখানে এসে পড়েছে।

ওর ইচ্ছে হলো দৌড়ে গিয়ে ক্রিস্টিকে জড়িয়ে ধরে এখান থেকে পালিয়ে যায়। খুব কষ্টে নিজেকে বাগে রাখলো।

পাগলামো না করে ক্রিস্টিকে খাটে বসালো। পাশে বসে তার দুই বাহু বাড়িয়ে দিলো ক্রিস্টিকে নিজের পাশে আরো ঘনিষ্ঠ করে বসানোর জন্য। কিন্তু ক্রিস্টি ধরা দিলো না। একটু সরে গেলে।

ইস্তিফাত আশাহত গলায় বিস্ময় প্রকাশ করলো,

'কেনো? এতো ঝুঁকি নিয়ে এসেছো। আর এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছো।'

ক্রিস্টি সামান্য হেসে গম্ভীর মুখে বললো,

'আমি কোন অভিনয় জানি না। কোন ভূমিকাতেও যাচ্ছি না। আগে জরুরী কিছু কথা বলতে হবে। সেটা হলো, আমি সাময়িক এবং মুহূর্তের সুখ পাওয়ার জন্য এখানে আসিনি। সারা জীবনের সঙ্গীর খোঁজে এসেছি।'...

'বলতে লজ্জা নেই, আপনাকে এক নজর দেখার পর আমার মনের গভীর থেকে আওয়াজ উঠেছে- এই সেই পুরুষ যার প্রতীক্ষায় তুমি এতোটি দিন কাটিয়েছো। হ্যাঁ, আমি আজীবনের জন্য আপনার কাছে আসতে চাই।'

ইস্তিফাতও অনেকটা বাস্তবে ফিরে এলো। কাজের কথায় চলে গেলো। বললো,

'তুমিও ভেবে নাও ক্রিস্টি। আমার একজন স্ত্রী আছে। আছে দুটো সন্তান।'

ক্রিস্টি বললো,

'এটা কোন ব্যাপারই না। আমাদের এখানে অধিকাংশ মানুষের একাধিক স্ত্রী আছে। যে পুরুষের একাধিক স্ত্রী নেই তাকে লোকে আসল পুরুষের মর্যাদা দেয় না। আমি তো আপনার দাসী হয়েও থাকতে রাজি। অথবা আপনার স্ত্রীর বাদী হয়ে থাকবো। তবে একটা শর্ত আছে আমার।'

ইস্তিফাত তৈরি হয়ে গেলো যেকোন ধরনের শর্ত শোনার জন্য। ব্যাকুল হয়ে বললো,

'আমি তোমার সব শর্ত পূরণ করবো। একটি নয় শত শর্তও যদি তোমার মুখে আসে এর জন্য আমি জান পর্যন্ত দিয়ে দিতে রাজি।'

ইস্তিফাত তো ভুলেও ভাবেনি যার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। যে এক মরু বেদুইন। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণির। তার জন্য অসম্ভব রূপবতী এক মেয়ে এভাবে পাগলপারা হয়ে যাবে?

মাত্র একটি শর্তের বিনিময়ে নিজেকে সে তার কাছে সপে দিবে?

নাকি এটা কোন ধোঁকা?

ইস্তিফাত তো এমনিই শরাবের নেশায় বুদ হয়েছিলো। এখন ক্রিস্টির নেশায় সে রূপের এক উপত্যকায় গিয়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো।

ক্রিস্টি এবার তার কাহিনী শোনাতে লাগলো। মধ্যবয়স্কা সেই পরিচারিকা যা শুনিয়ে গিয়েছিলো সেও তা শোনাতে লাগলো।

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পরিচারিকা তার মতো নিররাবেগ কণ্ঠে বলেছে। আর ক্রিস্টি তার মতো করে আবেগে নুয়ে পড়া কণ্ঠে বলে যাচ্ছে।

কথা বলতে বলতে একবার ক্রিস্টির গলা আবেগে বুজে এলো। ইস্তিফাতও আবেগে তার হাতটা নিজের হাতে নিতে গেলো। কিন্তু ক্রিস্টি তার হাত পিছিয়ে নিলো।

ক্রিস্টি সব কথা শুনিয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো,

'আমার বাবা ভাইকে তো আর ফিরে পাবো না। ফিরে পাবো না আমার মাকে। যাকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি সে লোকটিকে অবশ্যই পাবো যে এসবের প্রতিশোধ নিয়ে আমার অঙ্গার হয়ে যাওয়া কলজেটা ঠান্ডা করতে পারবে। আমাকে সেই পাবে।'...

'আমার রূপ আর দেহের সব স্বাদ আমি সে লোকের কোলে তুলে দেবো যে আমার হয়ে আমার মা-বাবা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ নিবে। সে কালো হোক বা কোন কুশ্রী চেহারার পুরুষ হোক। তবে এটা কাকতালীয় যে আপনার মতো এমন সুপুরুষ ও শক্তিশালী মানুষ খোদা আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।'

ইস্তিফাত সোজা গলায় জিজ্ঞেস করলো,

'শুধু একটা কথা বলো ক্রিস্টি, আমি যদি তোমার মা বাবা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি তাহলে কি তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

ক্রিস্টি মাথা ওপর নিচ করে বললো,

'হ্যাঁ, এটাই আমার শর্ত। আপনি যদি আমার বেঁধে দেয়া সময়ে এই শর্ত পূরণ করতে না পারেন তাহলে আমি আমার ভালোবাসা কোরবানী করে দেবো। আর কখনো আপনার চেহারা দেখবো না।'...

'আপনাকে আমার অন্তরের গভীর থেকে বলছি, আপনিই প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। আচমকা ও এক নজর দেখার পর যে ভালোবাসা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায় সে ভালোবাসা কখনো মরে না।'

ইস্তিফাত যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেলো। এখন সে ক্রিস্টির কথা যতটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে এর চেয়ে বেশি তার মুখ ও দৈহিক অবয়ব দেখছে হা করে। জানালা দিয়ে চাঁদের মায়াবি আলো সোজা ক্রিস্টির মুখে পড়ছে। এতে তাকে আরও স্নিগ্ধ লাগছে। তার রূপ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে ইস্তিফাতকে একেবারে বেহাল করে দিলো।

নিজেকে অনেক কষ্টে কাবু রাখতে পারছে। ক্রিস্টির পক্ষ থেকে যদি শুধু একবার সামান্য ইঙ্গিত পেতো তাহলে তাকে তার বুকে পিষে ফেলতো। আর বলতো সারা জীবন তাকে এভাবেই বুকের গভীরে আগলে রাখবে।

ইস্তিফাত প্রায় অনুনয় করে বললো,

'ক্রিস্টি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো সেটা আমাকে জ্বালিয়ে অঙ্গার বানিয়ে ফেলবে। এর আগে যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে আমি আরো তরতাজা হয়ে যাবো। নতুন করে উদ্দীপনা পাবো। তখন দেখো আমি কি করতে পারি।'

ক্রিস্টি সজোরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো,

'না না, আমি যদি একবার বিয়ের শিকলে বাধা পড়ে যাই তাহলে এ থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। পুরুষের স্বভাব সম্পর্কে আমি জানি। আগে আমার শর্ত পূরণ করুন। তারপর আমাকে নিয়ে যা খুশি করুন।'

ইস্তিফাতের অবস্থা এখন সেই পিপাসার্ত অসহায় মানুষের মতো হয়ে গেলো যে পিপাসায় মরে যাচ্ছে; কিন্তু সামনে পানি পেয়েও পানি পান করতে পারছে না।

ক্রিস্টিকে কখনো তার কাছে মরিচিকার মতো মনে হচ্ছে। যে পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে মরুর ধুধু বালিয়াড়ি ছাড়া আর কিছু পাবে না। অবশেষে তার প্রাণটা মরুর শুকনো বালিয়াড়ি শুষে নেব।...

আচমকা একটা কথা তার মনে এলো। সে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলো,

'একটা কথা তো তুমি বললে না। তোমার মা বাবা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ আমি কিভাবে নেবো? প্রতিশোধ নেবো কার কাছ থেকে?'

ক্রিস্টি আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো,

'এই প্রতিশোধ নিবেন সব মুসলমান থেকে। আপনি তো আপনার গোত্রের সরদার। আপনার গোত্রের লোকদেরকে বলবেন ওরা যেন মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেয়। যার যার ঘরে সে চলে যায়। '...

'আপনার সাথে অন্যান্য গোত্র সরদাররাও তো আছে। তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে নিবেন। ওরা যেন ওদের লোকদেরকে গায়েব করতে শুরু করে। সবাই যেন ধীরে ধীরে মুসলিম সেনাদল থেকে বেরিয়ে যায়।... এটা খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে।... একটা কাজ করতে পারেন, মুসলমানদের সিপাহসালারকে কতল করে দিতে পারেন।'

ইস্তিফাত একটু চিন্তা করে বললো,

'সিপাহসালারকে কতল করা সম্ভব নয়। কারণ, সিপাহসালারকে তার দেহরক্ষীরা সব সময় তাকে ঘিরে রাখে। যে তাবুতে তিনি রাতে থাকেন এর চারপাশে দেহরক্ষীরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কারো সামান্য তন্দ্রাও আসে না।'...

'তবে অন্য সালারদেরকে কতল করতে পারি। তুমি শুধু একজন সিপাহসালারের কথা বলছো। আমি তো একে একে সবগুলো সালারকে হত্যা করবো। এমন কায়দা করে মারবো যে কেউ আমাকে ধরতেও পারবে না।'...

'সালারদেরকে হত্যা করা সহজ। ওরা যুদ্ধের ময়দানে চারদিকে ছুটাছুটি করে। লড়াই যখন রক্তক্ষয়ী রূপ নিবে তখন তাদেরকে পেছন থেকে আঘাত করে হত্যা করা যাবে।'...

'এভাবে কয়েকজন সালার মারা পড়লে মুসলমানরা এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আরেকটি কাজ করবো। তাহলো, বেদুইন গোত্রগুলোকে ওখান থেকে ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দেবো।'

ক্রিস্টি খুশি হয়ে বললো,

'ঠিক আছে তাহলে তাই করুন। আমি দেখতে চাই কারয়ুনের আশেপাশের এলাকা মুসলমানদের কবরস্থান বনে গেছে। আর ওদের মেয়েরা রোমীয়দের কব্জায় চলে গেছে।.. শুনুন জরুরি আরেকটা কথা। আমি যে এখানে এসেছি সেটা কেউ যেন টের না পায়।'

ক্রিস্টি উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে হাটা দিলো। ইস্তিফাতের মনে হলো তার কলজেটা বুক থেকে কে যেন কেড়ে নিয়ে ক্রিস্টির পায়ের নিচে ফেলে দিয়েছে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ক্রিস্টি আবার ঘুরে দাঁড়ালো।

সেখানে দাঁড়িয়েই বললো,

'আমি অপেক্ষায় থাকবো।'

একথা বলে ক্রিস্টি বেরিয়ে গেলো।

ইস্তিফাতের চোখ দারজায় আটকে রইলো বেশ কিছু সময়। রূপের এই উদ্ভাসিত কলি যে ওর কাছে এতক্ষণ বসে ছিলো এটা যেন ওর অনুভব থেকে মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

ওর কাছে মনে হলো এ যেন এক বিদ্যুৎ চমক ছিলো। চমকেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার সব অন্ধকার হয়ে গেছে। সে দিশাহারা হয়ে গেলো। ক্রিস্টির শর্ত যেকোন মূল্যে পূরণে সে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দুইজন কাজের লোক দৌড়ে এলো। ধুমধাম করে তার গোসলের ব্যবস্থা করলো। ইস্তিফাতের গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত ওরা দুজন দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর তার জন্য শাহী নাস্তা চলে এলো।

নাস্তা শেষ করার পর সেই বৃদ্ধ মেযবান ও পাদ্রী এসে হাজির হলো। ইস্তিফাতের সাথে ওরা এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলো যেন সে বিশাল বড় কোন ব্যক্তিত্ব। ওকে খোশামুদে গলায় জিজ্ঞেস করলো তার রাতটা কেমন কেটেছে তার কোন কষ্ট হয়েছে কিনা।...

ইস্তিফাতের ওপর এখনো ক্রিস্টির রূপ যৌবনের নেশা ভর করে আছে। দুই বৃদ্ধ কথায় কথায় গতকাল রাতের প্রসঙ্গ টেনে আনলো। ওদের শেষ কথা হলো এখন মিসরে খ্রিস্টবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইস্তিফাতের মানসিক অবস্থা এমন হয়ে গেলো যেন দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে এখন তুচ্ছ। কাল রাতে ক্রিস্টি যা বলেছিলো সেগুলো তার মাথায় বেজে চলেছে।

সে তার নিজের মধ্যে প্রতিশোধের এক নির্মম উত্তাপ টের পাচ্ছে।

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো,

'আমি ফয়সালা করে ফেলেছি। কিছু চিন্তাও করেছি। ঈসা মসীহের নামে আমি মুসলমানদের এমন ক্ষতির মুখে পড়তে বাধ্য করবো যাতে কোমর ভেঙ্গে যাবে। ভেবেছিলাম ওদের সিপাহসালারকে হত্যা করবো। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। কারণ, তাকে সবসময় দেহ রক্ষীরা পরিবেষ্টন করে রাখে।'...

'সুবিধাজনক কাজ হলো সালারদেরকে কতল করা। সবগুলো সালারকে আমি হত্যা করবো। এর সাথে সাথে আমার গোত্রের লোকদেরকে কৌশলে সেখান থেকে বের করে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।'

পাদ্রী বিমলানন্দ গলায় বলে উঠলো,

'বাহ বাহ। সাবাশ। এটা কোন মামুলি কাজ নয়। এ কাজটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে পুরো মিসরের বাদশাহী তোমার পায়ের নিচে আছড়ে পড়বে।'

দুই বৃদ্ধ এ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ প্যাঁচাল পাড়লো। ইস্তিফাত তার দেরি হয়ে যাচ্ছে বলার পর তাদের প্যাঁচাল থামালো। এর মধ্যে ইস্তিফাতের ভেতর প্রতিশোধের আগুন আরো দ্বিগুণ হয়ে উস্কে উঠেছে।

ইস্তিফাত সে গ্রাম থেকে বের হওয়ার সময় বার বার পেছন ফিরে তাকাতে লাগলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো ক্রিস্টির ওপর। উঁচু একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় তার চোয়াল আরো শক্ত হয়ে গেলো।

যখন সে মুসলিম সেনাদলে ফিরলো তখন সে সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া এক মানুষ।

কারয়ুনের যুদ্ধ চলছে অবিরত। মুসলমানরা এখনো কারয়ুনের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছার স্বপ্ন দেখছে। মুসলমানদেরকে পরাজিত করে ফিরে যাবে না হয় মৃত্যুকে বেছে নিবে যে কঠিন সংকল্প নিয়ে রোমীয়রা লড়াই শুরু করেছিলো সে সংকল্প অটুটই রয়েছে।

প্রথম দিনের লড়াইয়ের মতো পরের আট দিন একই রকম রইলো লড়াইয়ের চিত্র। কোন দিন রোমীয়রা পিছু হটতো এবং তাদের প্রাণ নাশের সংখ্যাও হতো বেশি। আবার কোন দিন এঅবস্থা হতো মুসলমানদের।... জয় পরাজয়ের ফয়সালা যেন সুদূরের কোন নক্ষত্র।

রোমীয়দের প্রধান পাদ্রী কীরাস যে সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও অন্য এক রণাঙ্গন খুলে রেখেছেন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। এজন্য কিছু গোয়েন্দাকে স্থানীয় লোকদের ছদ্মবেশে বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

এসব ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা বিভিন্ন কৌশলে মানুষের বাড়ির অন্দর মহলের খবরও বের করে আনতে লাগলো। গোয়েন্দারা খবর পাঠাতে লাগলো যে, গ্রামে গঞ্জে পাদ্রীরা ছড়িয়ে পড়েছে। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দিচ্ছে।

পাদ্রীরা লোকদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে গির্জায় নিয়ে যায়। তারপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথা বার্তা বলে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে।

পাদ্রীরা একথাও বলে, মুসলমানরা মিসর জয় করতে পারলে কেউ আর খ্রিষ্টান থাকতে পারবে না। সবাইকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়বে। আর তোমাদেব সুন্দরী মেয়েদেরকে তারা ভোগের সামগ্রী ব্যানাবে।

এক সময় সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এ খবরও এলো যে, খ্রিস্টবাদের দোহাই দিয়ে কিবতী খ্রিস্টানদেরকে বলা হচ্ছে ওরা যেন মুসলমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেয়। মুসলমানদেরকে আর সহযোগিতা না করে।

কিছু দিন পর খবর এলো, মিসরের বেদুইনদেরকেও মুসলিম সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পাদ্রীরা হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সবচেয়ে বড় সংকট হলো, তার সেনা সংখ্যা 'ভয়ংকর'ভাবেই কম। না হয় কিছু ইউনিট বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিয়ে ঐসব পাদ্রীদের মুখ বন্ধ করা যেতো। কিন্তু এমন বিকল্প তার হাতে ছিলো না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে নিয়ম করে দিয়েছিলেন, বেদুইন ও কিবতী খ্রিস্টানরা যাতে বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে না পারে- এটা আসলে কোন কার্যকরি সামাধান হিসেবে প্রমাণিত হলো না।

কারণ, বেদুইনদের যারা রসদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত তাদের তো বাইরে যেতেই হতো। বাইরের লোকদের সাথে এজন্য যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি ছিলো। যেমন ইস্তিফাত সে গ্রামে এক রাত থাকার পরও সেনাদলে তার অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করেনি।

যাহোক সিপাহসালারের কাছে তো রিপোর্ট আসছিলো। কিন্তু সে সব পূর্ণ রিপোর্ট ছিলো না। পূর্ণ তথ্য উঠিয়ে আনা সম্ভবও ছিলো না।

এজন্য সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জানা এবং অনুমান করা সম্ভব ছিলো না মুসলমানদের বিরুদ্ধে কীরাস কেমন ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছেন।

কারয়ুনের যুদ্ধের মাঝখানে গোয়েন্দারা রিপোর্ট করে, এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ পাদ্রী এসেছে। পাদ্রী যে বাড়িতে উঠেছে সে বাড়িতে নিজে গির্জা বানিয়ে নিয়েছে। গ্রামের লোকদেরকে ডেকে ডেকে সে গির্জায় নিয়ে যায়। তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে তাদেরকে দীর্ঘ খুতবা শোনায়।

খুতবায় এ কথাও বলে, যেসব কিবতী খ্রিস্টানদের আত্মীয়-স্বজন মুসলমানদের সেনাদলে আছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে।

এই রিপোর্টের সাথে আরেকটি রিপোর্ট আসে, সে গ্রামের সরদারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই সরদারের বাড়িতে মুজাহিদদের দলের এক বেদুইন সরদার কয়েকবার যাতায়াত করেছে।

সেই সরদারের অতি সুন্দরী এক মেয়ে আছে। মুসলমানদের দলের বেদুইন সরদারকে মুসলিম সেনাদলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সে মেয়েকে তার পেছনে লাগানো হয়েছে।

মুসলিম সেনাদলে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামে এক সালার সাহাবী ছিলেন। এক লড়াইয়ে তার এক পা ও এক হাত মারাত্মকভাবে যখম হয়।

সাধারণত সালার ও মুজাহিদরা যখমকে পাত্তা না দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতো। যখম যে পর্যন্ত তাদেরকে অচেতন করে ফেলে না দিতো সে পর্যন্ত তারা লড়ে যেতো।

কিন্তু সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যখম এমন ছিলো যে, তিনি তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন না। লড়াইয়ের সময় ঘোড়া প্রতি পদে পদে ডানে বামে সামনে পেছনে দিক বদল করতে হয়। কিন্তু সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেটা করতে পারতেন না।

সে গ্রামের বিরুদ্ধে সিপাহসালার তখনই পদক্ষেপ নেয়াটা জরুরি মনে করলেন। এ জন্য একজন সালারের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে কোন সালারকে দূরে রাখা সম্ভব ছিলো না।

এসময় সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই স্বেচ্ছাসেবি হয়ে নিজেকে পেশ করলেন। তিনি বললেন,

'ঘোড়সওয়ার হয়ে লড়াই করতে না পারলেও সেই গ্রামে গিয়ে আমি সব ধরনের পদক্ষেপই নিতে পারবো।'

সিপাহসালার তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তার সাথে আরো দুজন দেহরক্ষীও দিয়ে দিলেন। কারণ সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে রক্ষা করার মতো তখনো উপযুক্ত হয়ে উঠেননি।

সে গ্রামে আগে থেকেই দু' তিনজন গোয়েন্দা ও স্থানীয় সংবাদদাতারা তাদের দায়িত্ব পালন করছিলো। তবে গ্রামের কারো জানা ছিলো না এখানে মুসলমানদের গুপ্তচররা তাদের ঘরের ভেতরের গোপন কর্মকাণ্ডেও নজরে রাখছে।

সেদিন ইস্তিফাত সে গ্রামে যায়। সর্দারের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকে। ক্রিস্টি এখন আর আগের মতো গোপনে দেখা করে না। সবার সামনেই ওরা প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে খেলা-ধুলায় মেতে উঠে।

ইস্তিফাত তো এখন ক্রিস্টির অনুগত দাসে পরিণত হয়েছে। সে ক্রিস্টি ও পাদ্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে একের পর এক মুসলিম সালারদেকে কতল করতে থাকবে। কিন্তু তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

তবে এখনো সে তার ওয়াদা পূরণ করতে পারেনি। কারণ, সে তো লড়াইয়ের দলের বেদুইন নয়।

গ্রামের এক লোক সর্দারের বাড়িতে দৌড়ে এলো। বললো,

'মুসলমানদের কিছু সৈন্য আসছে। এতে একজন সালারও আছে।'

সর্দার লোকটিকে বললো,

'তুমি পাদ্রীকে গিয়ে এ ঘটনার খবর দিয়ে আসো।'

লোকটি দৌড়াতে শুরু করলো পাদ্রীকে খবর দিতে।

সর্দার ইস্তিফাতকে বললো,

'তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো। এখানে তল্লাশি চালালে যাতে ধরা পড়ে না যাও।'

ইস্তিফাত বললো,

'না। আমি কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবো না। আমাকে একটা তীর ধনুক দাও। এ যদি সালার হয় তাহলে সে আমার শিকার।'

সর্দার ঘাবড়ে গিয়ে বললো,

'না ইস্তিফাত। গ্রামের ভেতরে তাকে হত্যা করো না। মুসলমানরা তখন পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেবে।'

ইস্তিফাত পাদ্রীর কথা শুনলো না। কামরার দেয়ালে তীর ধনুক ঝুলানো ছিলো। সেটা নিয়ে সোজা বাড়ির ছাদে চলে গেলো।

সর্দারের বাড়ি অনেকটা দুর্গের মতো। ছাদের ওপর বুরুজের মতো উচু গম্বুজ বানানো আছে। সেখানে ইস্তিফাত আড়াল নিয়ে বসে পড়লো। যেদিক থেকে সালার আসছে সে দিকে তীর তাক করে বসে রইলো।

সালার মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবার আগে আগে হাটছেন। তার পেছনে তার দেহরক্ষীরা।

ইস্তিফাত তখনই ধনুক টেনে ধরলো। কিন্তু নিচে এক মুহাফিজের চোখ পড়লো ইস্তিফাতের তীর ধনুক ধরা বাহুর দিকে।

দেহরক্ষী বুঝে গেলো এখানে কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু সে তো আর এই তীর রোখতে পারবে না। কারণ, সে দেখে ফেলেছে হামলাকারীর বাহু ধনুক টেনে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে তীর ছুটে আসবে।

দেহরক্ষীর ঘোড়া তখন সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘোড়া থেকে চার পাচ কদম দূরে ছিলো। সে ঘাড়া ছুটিয়ে দিলো। একে বারে সালারের ঘোড়ার পাশে চলে এলো।

আর তখনই ইস্তিফাতের তীর ছুটে এলো তীব্র বেগে। কিন্তু সালার তখন তার জায়গা থেকে ঘোড়া নিয়ে দুই কদম এগিয়ে গেছেন। তীর সরাসরি দেহরক্ষী সেনার ঘাড় দিয়ে ঢুকে গলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আরেক সৈন্য হামলাকারীর ধনুক ততক্ষণে দেখে ফেলেছে। সেও তীরবিদ্ধ সৈন্যের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাশে চলে এলো।

যাতে আরেকটি তীর আসলে সালার অক্ষত থাকেন। কিন্তু আর কোন তীর এলো না।

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও অন্যান্য সৈন্যরা আহত তীরবিদ্ধ সেনার দিকে ছুটে গেলো। তার গলা দিয়ে তীব্র বেগে রক্তের ফোয়ারা ছুটছিলো। সঙ্গীরা তাকে গিয়ে ধরলো। যাতে ঘোড়া থেকে পড়ে না যায়।

তাকে ঘোড়া থেকে নামাতে গেলো। কিন্তু এর আগেই এই দেহরক্ষী মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো।

তীর কোন জায়গা থেকে ছোড়া হয়েছে সালারকে তা বলা হয়েছে। সর্দারের বাড়িতে সবাই চলে গেলো। ইস্তিফাত এর আগেই এক তীর চালিয়েই পালিয়ে এসেছিলো। এখন পালানোর চেষ্টা করছে।

বাড়ির সামনের উঠোনে সর্দার দাঁড়িয়ে ছিলো। তার সাথে বাড়ির আরো দু-একজন লোক ছিলো।

সালার তাকে রুক্ষ কণ্ঠে হুকুম দিলেন,

'বাড়িতে যারা আছে সবাইকে এখানে নিয়ে এসো। না হয় পুরো বাড়ি তামা করে ফেলা হবে।'

একজন বাড়ির ভেতর চলে গেলো। সে এসে বললো,

'হুজুর, আর কেউ আসছে না।'

সালার আবার গর্জন করে উঠলেন,

'ভালো চাইলে বেরিয়ে এসো।'

এক কামরা থেকে ক্রিস্টি বেরিয়ে এলো। তাকে ধরে সবার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

এর একটু পরই ইস্তিফাত এসে গেলো। এসেই জবানবন্দি দিলো,

'তীর আমি চালিয়েছি। এই মেয়েকে পেরেশান করো না।'

এর মধ্যে সেখানে পাদ্রী চলে এলো। এক গোয়েন্দা সৈন্য এগিয়ে এসে সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফিস ফিস করে বললো,

'এই সে পাদ্রী যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ এলাকায় মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে।'

সালার তাকে বললেন,

'পালাতে যাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রেখো।'

'ঠিক আছে।'

সালার আবার হুকুম দিলেন,

'পাদ্রী ও সর্দারসহ সবাইকে এই বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায় নিয়ে যাও।'

সালারের হুকুম পালন করা হলো।

তীরবিদ্ধ শহীদ সৈন্যের চারদিকে গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আছে। সালারকে দেখে লোকেরা একদিকে সরে গেলো। তিনি সবার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

এর মধ্যে স্থানীয় এক সংবাদ বাহক সালারের কানে কানে বললো,

'গ্রামে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে, এক মুজাহিদের মৃত্যুতে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে ফেলা হবে।'

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হেসে বললেন,

'তাহলে গ্রামের সবাইকে এখানে আসতে বলো।'

'ঠিক আছে।'

গ্রামের সবাই সেখানে চলে এলো।

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় বললেন,

'এই গ্রামের সম্মানিত ভাই বোনেরা, তোমরা নাকি আতংকে আছো যে, আমাকে বলা হয়েছে এক সৈন্যের শহীদ হওয়ার ঘটনায় আমরা পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেবো। এভাবে আতংকিত হওয়ার কারণ আছে।'...

'এখানে যদি রোমী ফৌজের একজন মারা যেতো তাহলে তারা পুরো গ্রাম থেকে এর প্রতিশোধ নিতো। এই একটি ঘরও অক্ষত থাকতো না। একটি যুবতী মেয়েও রেহাই পেতো না। তোমরা তো এসবেই অভ্যস্ত ছিলে। '...

'কিন্তু আমাদের মুসলমানদের রীতি ভিন্ন। ইসলাম একমাত্র অপরাধীকেই শাস্তি দেয়। নিরপরাধ যেই হোক তার গায়ে স্পর্শ করার অনুমতিও ইসলাম কখনো কাউকে দেয়নি, কখনো দেবে না।'...

'তীর শুধু একজনই চালিয়েছে। শাস্তিও হবে একজনেরই। পুরো গ্রাম তো আর তীর চালায়নি। যার শাস্তি হওয়ার তার শাস্তি তোমাদের সামনেই হবে।'

লোকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। সবার চোখ মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছাপ মুছে গেলো। সেখানে হাসি দেখা গেলো।

সালার আবার বললেন,

'তোমাদের মতো আমিও জানি, তোমাদের এই পাদ্রী সবাইকে উপদেশ দেয়ার নামে খুতবা শোনানোর নামে কি মিথ্যাচার রটায়। অশান্তি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মানুষের মধ্যে কোন্দল উস্কে দেয়ার জন্য মিথ্যা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।'...

'তোমাদের এই ধর্মীয় গুরু ইসলামের বিরুদ্ধে এবং আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা তোমাদের কানে এতো দিন ঢেলে গেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন? অনুমতি দিয়েছেন অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের?'

ভিড় থেকে কয়েকটি গলা আওয়াজ তুললো,

'না না...একেবারেই না। ...তিনি তো মিথ্যা বলাকে বড় পাপ বলে গেছেন।'

আরেকজন বললো,

'আর অপবাদ দেয়াকে তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গেছেন।'

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমরা কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করি না। কারো ধর্মের ভালো মন্দ নিয়ে আমরা কথা বলি না। তোমাদের পাদ্রীকে আমরা কোন শাস্তি দেবো না। এই ব্যবস্থা তাকে সম্মান করার জন্য।'...

'আর তোমাদের সামনে সম্মানিত পাদ্রীকে বলবো, নিজের ধর্মের প্রতি যার শ্রদ্ধা থাকে অন্যের ধর্মের প্রতিও তার শ্রদ্ধা থাকে। আসলে আপনার ধর্মের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা নেই। মিথ্যবাদী কখনো ধর্মীয় নেতা হতে পারে না।'

লোকজন শোরগোল তুলে বলতে লাগলো,

'মিথ্যাবাদী পাদ্রী হতে পারে না।'

'এই পাদ্রীকে আমরা মানি না।'

'এরাই খ্রিস্টবাদকে ধ্বংস করেছে।'

'এর বিচার করতেই হবে।'

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাইকে হাত দিয়ে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'তীর কে ছুড়েছে এবং কোত্থেকে এসেছে তোমরা এর সাক্ষী লও?'

'হ্যাঁ, আমরা জানি। আমরা সাক্ষী।'

'সর্দারের ঘরের ছাদ থেকে।'

'সর্দারের ঘরের মেহমান ইস্তিফাত।'

'তাকেও তীর মেরে কতল করা হোক।'

ইস্তিফাতকে একটা দেয়ালের সাথে বাঁধা হলো। তারপর সালার হুকুম দিলেন,

'গ্রামের সবার দাবি অনুযায়ি তাকে তীর ছুড়ে কতল করে দাও।'

পর পর দুটি তীর ইস্তিফাতের বুকে বিদ্ধ হলো। ক্রিস্টি এ দৃশ্য দেখলো ঠিক কিন্তু তার কোন ভাবান্তর হলো না।

সালারের হুকুম দিলেন,

'সর্দার, পাদ্রী ও এই মেয়েটিকে নিয়ে নাও।'

এদের তিনজনকে সৈন্যরা একদিকে নিয়ে গেলো।

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমাদের ধর্ম অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি তোমাদেরও দাবি ছিলো তাই। আমরা এখন যাচ্ছি। আর এদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এজন্য যাতে এরা তোমাদেরকে আর পথভ্রষ্ট করতে না পারে। তোমাদের মনে আমাদের ব্যাপারে শত্রুতা ঢুকিয়ে দিতে না পারে।'

গ্রামের লোকেরা আবার আওয়াজ তুললো,

'আপনি সঠিক বিচার করেছেন।'

'আপনাদের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই।'

'এমন ন্যায় বিচার আমরা কখনো পাইনি।'

সালার মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে সৈন্যরা তিন আসামীকে নিয়ে কারয়ুনের যুদ্ধের ময়দানের দিকে চলে গেলো।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভীষণভাবে অনুভব করলেন, যুদ্ধের প্রায় আট নয় দিন চলে গেছে। এতো দিনের বিরতিহীন ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মুসলিম সেনাদের সংখ্যা ভয়ংকর পর্যায়ে কমে গেছে।

এ অবস্থায় সেনা সাহায্য ছাড়া টিকে থাকা অতি দুরহ ব্যাপার। কিন্তু এখন মদীনায় সেনাসাহয্য চেয়ে পত্রদূত পাঠালেও মাস দেড় মাসের আগে সেনাসাহায্য পৌছবে না। এধরণের ভাবনা এখন সালারদেরকেও তাড়া করে ফিরছে।

এ ভাবনা ছাড়া কখনো কারো মনে এই ভাবনা উদয় হয় না যে,

দিনে দিনে কমে যাওয়া এতো কম সংখ্যার সেনাদল নিয়ে এতো বড় সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়ানো যাবে না। এখন পিছু হটতে হবে। সেনাসাহায্য এলে সামনে বাড়া হবে। আর না এলে পিছু হটে শক্তি সঞ্চয় করা হবে।

এ ধরণের ভাবনাকে তারা পাপ মনে করতেন। তাদের একমাত্র দৃঢ় ও শেষ সংকল্প ছিলো,

'সেনাসাহায্য আসুক না আসুক... জান চলে যাক পিছু হটা যাবে না।'

একেকদিনের লড়াইয়ে এতোটা রক্তপাত হতে লাগলো যে, মুসলমানরা পা জমিয়ে লড়াই করতে পারছিলো না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশংকা করতে লাগলেন তার রিজার্ভ ইউনিট এখনই নামিয়ে দিতে হবে ময়দানে। এদেরকে আর রিজার্ভ রেখে নতুন কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

মুসলিম সেনাদলের মেয়েরাও পই পই অনুভব করছিলো, তাদের সেনাদল কখনোই এমন নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েনি।

শারিনা সেদিন সবাইকে জড়ো করে বললো,

'চলো, আমরা সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যাই। তাকে বলবো আমরাও এই কঠিন মুহূর্তে লড়তে চাই।'

সবাই সমর্থন করে বললো,

'চলো চলো।'

সিপাহসালারের কাছে মেয়েরা বোরকা আবৃত হয়ে এসে তাদের আবেদন জানালো।

'আমরা সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে চাই। পরিস্থিতিতে অনুকূলে আসলে না হয় আমরা আমাদের পূর্ব দায়িত্বে ফিরে যাবো।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুচকি হেসে বললেন,

'তোমরা অবশ্যই রড়বে।...তবে তখন যখন একজন মুসলিম সেনাও জীবিত না থাকবে।'

এ কথায় মেয়েরা দমে গেলো না। উপর্যপুরি আবেদন নিবেদন চালিয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন,

'শোনো, মুসলমানরা এখন যে পরিস্থিতি পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে। এটা কুরআনই বলে দিয়েছে,

'ছোট দল অনেক বড় দলের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয় অর্জন করবে; শর্ত হলো তাদের ঈমান থাকতে হবে মজবুত।'

এ কথা শুনে মেয়েরা চলে যায়।

তারিখে তাবারিসহ অসংখ্য ঐতিহাসিকরা লিখেছেন,

এই প্রথম সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারায় শংকা ও দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যেতে লাগলো। মুসলমানদের পা যখন টলোমলো অবস্থা তখন তিনি তার রিজার্ভ ইউনিট নিয়ে পেছনে চলে গেলেন।

তাদেরকে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" (যুদ্ধকালীন নামায) আদায় করলেন। নামাযের পর দু'হাত উঠিয়ে দুআ করলেন,

'ইয়া রাব্বুল আলামীন, তোমার মহান নাম, তোমার ইসলামের সুমহান নাম তোমাকে বাজি রেখে যারা লড়ছে তাদের নাম যেন এই যুদ্ধের ময়দানে কেউ পদদলিত করতে না পারে।'

দুআর পর দেখা গেলো তার বুক পর্যন্ত পুরোটা ভিজে গেছে।

রোমীয় জেনারেলরা বলতে শুরু করলো,

'মুসলমানদের সব শক্তি শেষ।'

'যেকোন সময় মুসলমানরা পালাতে শুরু করবে।'

'আগামীকাল সকালে আর মুসলমানদের একটাকেও দেখা যাবে না।'

'মুসলমানরা একটু পর বাঁচার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।'

'সবগুলোকে কচুকাটা করা হবে।'

অন্য দিকে মুসলমানরা কোন দিকে তাদের মনোযোগকে মুহূর্তের জন্য হটালো না। একজন সৈন্যও ভীত হয়ে পিছু হটার চিন্তা করেনি। আল্লাহর নাম নিয়ে তার পথে শহীদ হওয়ার দুরন্ত বাসনা নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেলো।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশ্বাস ছিলো তার দুআ আসল জায়গায় চলে গেছে। সেই মহান সত্বা তার বান্দাদের প্রতি মেহেরবান। তিনি এই আবেদন ফিরিয়ে দেবেন না।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন, মুসলিম সেনারা যতই আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে অন্য সেনাদের মধ্যে জোশ জযবা ততোই বেড়ে চলেছে।

এক ঐতিহাসিক লিখেছেন,

মুজাহিদদের এ অবস্থা দেখে তিনি জযবাদীপ্ত হয়ে হাত দিয়ে মুজাহিদদের দিকে ইংগিত করে উঁচু আওয়াজে বলতে লাগলেন,

'ঐ যে দেখো, আল্লাহর নামে প্রাণ উৎসর্গকারীরা মৃত্যুর পেছনে দৌড়ে যাচ্ছে, আর মৃত্যু ওদের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যুদ্ধে অনন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিপাহসালারের ছেলে হিসেবে কোন সালার পদের অধিকারি ছিলেন না। কে কার ছেলে কে ধনী কে আমীর বা কে ফকির এসব তখন দেখা হতো না।

যোদ্ধা হিসেবে কার কি যোগ্যতা আছে সেটাই এখানে দেখা হয়। সিপাহসালারের ছেলে হিসেবে এখানে তার আলাদা কোন মর্যাদার আসন নেই। সেনাবাহিনীতে তার দায়িত্ব যে পর্যায়ের তার মর্যাদাও সে পর্যায়ের।

সেনাবাহিনীতে একটা ইউনিট থাকে যাদের কাজ হলো দলের ঝাণ্ডা বহন ও এর প্রতিরক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক লড়াই করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঝাণ্ডাধারীদের দলে ছিলেন।

এই ঝাণ্ডাধারীদের দলের কমান্ডার ছিলেন বিরদান। এই বিরদান কোন এক সময় সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে আযাদ করে দেন এবং সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেন।

যুদ্ধের ময়দানে তার লড়াইয়ের ভয়ংকর কৌশল এবং তার ক্ষিপ্রতা দেখে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে ঝাণ্ডাধারী দলের কমান্ডার বানিয়ে দেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাবার গোলামের ইউনিটের একজন সৈনিক ছিলেন। তার বাবার সাবেক গোলামের অধীনস্থ ছিলেন।

শুধু তাই নয়, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব সময় এই বিরদানের সাথে থাকতেন। লড়াইয়ের ময়দানেও দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতেন।

উনারা দুজন ছিলেন জীবন মৃত্যুর সাথী। তাদের ব্যাপারে মুসলিম সেনাদলে একটা কথা প্রচলিত ছিলো যে, বাচলে এরা দুজন এক সঙ্গে বাচবেন। আর শহীদ হলে এক সঙ্গে শহীদ হবেন।

কারয়ুনের লড়াইয়ে একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব বেশি যখমী হয়ে যান। তার শরীর একেবারে অসাড় হয়ে যায়। তিনি এক জায়গায় বসে পড়েন।

ঝাণ্ডা তখন বিরদানের হাতে। দুজনে এক সাথে লড়ছিলেন। বিরদান হঠাৎ দেখলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে পড়েছেন। তিনিও থেমে পড়লেন। তার কাছে এসে বললেন,

'আরে ইবনে আমর, উঠে দাঁড়ান। খোদার কসম এখানে যে বসে পড়বে মৃত্যু তাকে উঠতে দেবে না।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাপাতে হাপাতে বললেন,

'বিরদান, একটু দাঁড়াও। আমাকে একটু জিরিয়ে নিতে দাও। আমার সামনে একটু বসো। আমি আর পারছি না।'

বিরদান তাকে তাড়া দিয়ে বললেন,

'ইবনে আমর, আপনি আরামের কথা বলছেন। আরামের জায়গা তো আপনার সামনে। এখানে নয়।'

বিরদানের এই ছোট্ট একটা কথা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নাড়িয়ে দিলো। তার দেহ মনে এক আলোড়ন তুললো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো।

তিনি এমনভাবে লড়তে লাগলেন যেন তার শরীরে কোন যখম তো দূরের কথা একটা আচড়ও নেই। অথচ এক দিকে তার রক্ত ঝরছে অন্য দিকে তার তলোয়ার চলছে। তার ক্ষিপ্রতা আগের মতোই রইলো।

সেদিনের যুদ্ধ শেষে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবিত ফিরে এলেও তার অবস্থা খুবই আশংকাজনক ছিলো। কেউ তার বাবা সিপাহসালারকে তার অবস্থার কথা জানালো।

তাকে বিরদান ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুরো ঘটনা শোনানো হলো। তিনি যে এই ভয়াবহ আহত অবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করেছেন তাও তাকে জানানো হলো।

এ কথা শোনার পর এমন হয়নি যে, সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দায়িত্বের ভুলে গিয়ে ছেলে যেখানে আছে সেখানে দৌড়ে ছুটে গেছেন।

ছেলের আশংকাজনক অবস্থা তাকে পেরেশান করলেও তিনি তার হাতের কাজ ফেলে সেখানে ছুটে যাননি। তিনি একজনকে পাঠালেন তার ছেলেকে দেখে আসার জন্য। সে লোক দেখে এসে তাকে জানালো,

'তার ছেলে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এখন তিনি আগের চেয়ে কিছুটা ভালো।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন হাকিমদেরকে নির্দেশ পাঠালেন যে,

'আব্দুল্লাহর চিকিৎসার কারণে অন্য আহত সৈনিকদের চিকিৎসা যাতে বিঘ্ন না ঘটে। তাকে যেন একক প্রাধান্য দেয়া না হয়।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই হুকুমের কথা পুরো সেনাদলে ছড়িয়ে পড়লো। সেনাদের মনে তার ব্যাপারে শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো।

শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও বিরদানই নয়। মুসলিম সেনাদলের প্রত্যেকের মনোবল ও নিষ্ঠা এমনই ছিলো।

'ইবনে ইতনাবা নামে আরবের এক বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি শুধু এঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকশ পৃষ্ঠার একটা কবিতার এক মহাকাব্য রচনা করেন।

কারযুনের লড়াইয়ে প্রতিদিনই মুসলিম সেনাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কিন্তু শুন্যে স্থানে নতুন করে কোন সেনা আসছে না।

অন্য দিকে রোমীয়দের সেনাসাহায্যের পথ সব সময় খোলা। তাছাড়া রোমীয়রা প্রতিদিন তাজাদম সেনা নিয়ে লড়ছে। সকালে উঠে তারা ঘোষণা দেয়,

'আজ মুসলমানদের শেষ দিন।'

'আজ ওরা হাতিয়ার রেখে আত্মসমর্পণ করবে।'

'আজ মুসলমানরা নিশ্চিত পালাতে শুরু করবে।'

কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় মুসলমানরা অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হলেও না আত্মসমর্পণ করেছে, না পালিয়ে গেছে।

প্রতিদিনই তাদের জেনারেলদের আশ্বাস, তাদের ঘোষণা মুসলমানরা মিথ্যা প্রমাণ করে তাদের শিবিরে চলে যাচ্ছে।

একদিন এক রোমীয় সেনা কর্মকর্তা আলাপ আলোচনার সময় সবার সামনে বলে উঠলো,

'আমরা আগে বলতাম বা লোকদেরকে বলতে শুনতাম মুসলমানদের কাছে গায়েবি বা রহস্যজনক কোন শক্তি আছে সেটা যে মিথ্যা নয় এটা এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

আরেক কমান্ডার বললো,

'লড়াই শুরু হওয়ার আগে মনে হয় যে, এরা এক মুহূর্তও টিকতে পারবে না। অথচ এদেরকে পিছুও হটানো যায় না। আমার মনে হয় আমাদের চেয়ে বড় কোন সেনাদল এসেও এদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না।'

এই দুই সেনা কর্মকর্তার এসব মন্তব্য সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলো। এমনকি সাধারণ নাগরিকদের কানেও পৌঁছে গেলো। লড়াই শুরু হতেই শহরের লোকেরা প্রায় সবাই তাদের দুর্গ প্রাচীরে এসে লড়াইয়ের দৃশ্য দেখতে থাকে। এদের সাথে যোগ দেয় শহরে থাকা সৈন্যরা।

এখন সবার মুখে আরেকটি কথা চাওর হয়ে গেলো। সেটা হলো, শহরের প্রায় সবাই বলছে,

'এই মুসলমানদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।'

যারা একটু ধার্মিক তারা বলতে শুরু করলো,

'মুসলমানরা আসলে মানুষ নয়। জিন প্রজাতির কোন প্রাণী।'

এসব গুজবের কারণে শহরের লোকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগলো। শহর অবরোধের আগে লোকদের মধ্যে যে মনোবল ছিলো সেটা এখন তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে।

যাদের ছেলে ভাই বা আত্মীয়-স্বজন রোমীয় সেনাদলে যোগ দিয়েছিলো তাদেরকে তারা প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য ছিলো,

'মুসলমানদের বিরুদ্ধে এদেরকে লড়াইয়ে নামানোর অর্থ হলো নিশ্চিত আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়া।'

শহরের নেতাগোছের লোকেরা বলতে লাগলো,

'মুসলমানরা আমাদের সেনাদেরকে একদিন না একদিন পরাজিত করবেই। তখন ওরা শহরে এসে তাদের বিচার করবে যারা তাদের সন্তান বা আত্মীয় স্বজনকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠিয়েছে।'

এসব কারণে কারয়ুন শহরের স্বেচ্ছাসেবি সৈনিকদের সংখ্যা কমে যেতে লাগলো।

ঐতিহাসিকরা আজও স্বীকার করে, মুসলমানরা কারয়ুনের লড়াইয়ে যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো তাদের উচিৎ ছিলো, সেনা ছাউনি গুটিয়ে পিছু হটা।

কিন্তু মুসলমানদের পিছু হটার জন্য তখন এসব বাস্তবতা তেমন যৌক্তিক কোন কারণ বা উপলক্ষ্য হয়ে উপস্থাপিত হয়নি।

তাদের সামনে একমাত্র বাস্তবতা ছিলো ইসলামের বিজয় যে পর্যন্ত না হবে সে পর্যন্ত তারা পিছু হটবে না। প্রাণ চলে গেলে যাবে। তাতে তাদের সবচেয়ে বড় লাভ হবে শহীদের কাংখিত খাতায় তাদের নাম উঠে যাবে । এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক রাতে তার সালারদের সাথে পরামর্শে বসলেন। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা।

সেখানে সালাররা ছাড়াও তাদের অধীনস্থ কমান্ডাররাও রয়েছেন। সালারদের মতো তারাও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাদের পরামর্শকেও সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বয়স বা পদের বিবেচনা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যে যে পরামর্শই দিয়েছে কেউ ভুলেও এ পরামর্শ দেয়নি, আমাদের অবস্থা খুবই নাজুক। এখন আমাদের পিছু হটা উচিৎ। সেনাসাহায্য আসলে আবার আমরা নতুন করে সবকিছু শুরু করবো।

সবার আলোচনার মূল কথা ছিলো একটাই। সেটা হলো,

'কিভাবে রোমীয়দের পায়ের নিচের মাটি দুর্বল করা যায়।'

সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা পরামর্শ দিলেন। তার পরামর্শ সবাই পছন্দ করলো। তার পরামর্শ কি করে বাস্তবে রূপ দেয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা চললো। তারপর একটা কর্মপদ্ধতি চূড়ান্ত হলো।

রাতের বেলা মুসলিম সেনারা তাদের ছাউনিতে চলে আসে। আর রোমীয়রা কয়েক ইউনিট বাইরে রেখে সবাই দুর্গের ভেতর চলে যায়।

যে রাতে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালার ও কমান্ডারদেরকে নিয়ে পরামর্শ করলেন সে রাত গভীর হতেই মুসলিম সেনারা জেগে উঠলো।

এ ধরণের অবরোধে সাধারণত মিনজানীক ব্যবহার করা হয় না। মুজাহিদরা কয়েকটা মিনজানীক নিঃশব্দে মুসলিম ছাউনি থেকে বেশ সামনে নিয়ে গেলো। দুর্গের বাইরে তখন কয়েক ইউনিট সেনা ঘুমুচ্ছিলো।

মুজাহিদরা মিনজানীকে পাথর ভরে নিলো। এর মধ্যে তীরান্দায সৈন্যদেরকে দুর্গের প্রাচীর ঘেষা পানির নালায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

তারপর ঘুমন্ত রোমীয়দের ওপর মিনজানীক থেকে পাথর ছোড়া শুরু করা হলো। রোময়ীরা হড়বড় করে ঘুম থেকে উঠলো। তারপর দুর্গের দিকে পালানো শুরু করলো।

ওদিকে পানির নালায় যেসব তীরান্দায ছিলো তারাও তীরান্দাযী শুরু করে দিলো। এ অবস্থা দেখে দুর্গের ভেতর থেকে রোমীয়রা দুর্গের প্রতিররক্ষার জন্য বাইরে আর তাদের সেনা ইউনিট পাঠালো না।

এই সুযোগে তীরান্দায মুজাহিদরা নালার ভেতরে ভালো করে নেমে পড়লো। পানির স্রোতও ছিলো। রোমীয়রা নালা পার হওয়ার জন্য শক্ত সেতু বানিয়ে রেখেছিলো। এই সেতু দিয়েই প্রতিদিন রোমীয়রা এই পারে এসে হামলা চালায়।

তীরান্দাযরা সেতুগুলোর পিলারগুলো দুর্বল করে দিলো। কাজটা বেশ কঠিন ছিলো। পানির স্রোতের কারণে সেখানে স্থির থাকাই কষ্টকর ছিলো। তারপরও মুসলিম তীরান্দাযরা কাজটা ঠিকভাবেই করলো।

এখন সেতুর ওপর উঠার আগে কেউ বুঝবে না এখানে কোন ধরণের সমস্যা আছে। সেতুতে উঠার পরই টের পাবে এখানে কি করা হয়েছে। কাজ শেষ করে তারা চলে এলো নিজেদের সেনা ছাউনিতে।

পরের দিন সকালে আলো ফুটতেই রোমীয়দের দুর্গের ফটক খুলে গেলো। গতকাল রাতের ঘটনায় রোমীয়রা আজ ক্রোধে ফুসছিলো। মুসলিম সেনারা আগ থেকেই অনুমান করে রেখেছিলো রোমীয়রা সকাল সকাল হামলা চালাতে পারে। এজন্য তারাও ফজরের পরই প্রস্তুত হয়ে রইলো।

রোমীয়রা আজ সকালে মুসলমানদেরকে গালি দিতে দিতে এগিয়ে আসছিলো। সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাহিনী নিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে বসেছিলেন।

তিনি দেখলেন এক সাথে প্রায় হাজার তিনেক রোমীয় সেতু পেরিয়ে চলে এসেছে। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাহলে কি তার স্কীম সফল হচ্ছে না। তখনই শোনা গেলো সেতুর ওপর থেকে চিৎকার চেচামেচির আওয়াজ আসছে।

সেতুর ওপর যতো রোমীয় ছিলো সব নালায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কারণ সেতু এক প্রকার ভেঙ্গে গেছে। আর ওদের পেছনে চরম ভিড় লেগে গেলো। সেখানে মারাত্মক ধরণের ঠেলাঠেলি শুরু হলো। এতে কিছু রোমীয় নালায় পড়ে গেলো।

হাজার তিনেক রোমীয় যারা সেতু পেরিয়ে চলে এসেছিলো ওরা পেছনে হুড়োহুড়ির আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে তাকালো। ওদের পিঠ এখন মুসলিম সেনাদের দিকে।

মুসলিম সেনারা এই সুযোগটা তৈরি হওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইশারা পেয়েই রোমীয়দের টুটি চেপে ধরলো। রোমীয়দের পাইকারি দরে কতল শুরু হয়ে গেলো।

আর যারা নালার পানিতে পড়ে গিয়েছিলো তারা তো ওপারে পৌছার জন্য পানিতে হাতড়ে ফিরছিলো। মুজাহিদরা ওদের ওপর তীরবৃষ্টি শুরু করে দিলো। নালায় পড়ে যাওয়া রোমীয়দের খুব কমই বাঁচতে পারলো।

অধিকাংশ রোমীয় এখনো নালার ঐ পারে রয়ে গেছে। তাদের সাথে দুজন জেনারেল রয়েছে। কিন্তু এরাও দিশেহারা হয়ে গেলো। কি করবে না করবে ভেবে পেলো না।

ওদের উচিৎ ছিলো বিকল্প কোন পথ খোঁজা। বিকল্প পথ ওদের সামনে ছিলোও।

কারণ, এই নালা শুধু শহরের এক পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে না। শহরের প্রধান ফটকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরো অনেক দূর ঘুরে শহরের পেছন দিক দিয়ে বয়ে গেছে নালার পানি। এদিক দিয়েও নালা পার হওয়ার কাঠের সেতু আছে। এই সেতু দিয়েও এ পারে আসা যায়।

রোমীয়রা যখন দেখেছে সেই সেতু বেকার হয়েছে তখনই তাদের এই বিকল্প সেতুর দিকে ছুটে আসা উচিৎ ছিলো। কিন্তু এরকম চিন্তা প্রথমে কারো মাথায় আসেনি।

অবশেষে এক কমান্ডারের মাথায় এটা আসাতে রোমীয়রা দুই ভাগে ভাগ হয়ে এই সংরক্ষিত সেতুর দিকে ছুটতে লাগলো। একটু দূরে এগুতেই ওদের ওপর মিনজানীকের ছোড়া পাথর এসে পড়তে লাগলো।

রোমীয়রা আরেকবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। দিক-বেদিক হতে শুরু করে দিলো।

গতকাল রাতে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও যোবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে প্ল্যান করেছিলেন এর মধ্যে এটাও ছিলো যে, সংরক্ষিত কাঠের সেতুর কাছে কৌশলে মিনজানীক স্থাপন করে রাখা হবে।

কারণ, এ দুটো সেতু যেকোন মূল্যে অক্ষত রাখা জরুরি ছিলো। তাদের পরিকল্পনা সফল হলে এই সেতু দিয়েই নদী পার হয়ে শহরে ঢুকতে হবে। রোমীয়রা এর কাছাকাছি পৌঁছতেই তাই পাথর বর্ষণ শুরু হলো।

পাথরগুলো খুব বেশি ওজনী ছিলো না। কারণ ভারি পাথর লোড করতে এবং ছুড়তে সময় লাগে অনেক বেশি। তাছাড়া সেতু অক্ষত রাখার জন্য ভারি পাথর ছোড়াও মুশকিলের ব্যাপার ছিলো।

পাথরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য রোমীয়রা পিছু হটতে শুরু করলো এবং পথ সরু হওয়াতে সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। অবস্থা এমন হলো যে, একজনের ওপর আরেকজন গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এখানে তো শুধু মানুষে মানুষে হুড়োহুড়ি নয়। এখানে ঘোড়ায় ঘোড়ায়ও হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি। আর ঘোড়াগুলো তো স্বাধীন নয়। তাদের ওপর আছে আরোহী।

এখানেই শেষ নয়। মাঝখানে এসে ঢুকলো পদাতিক রোমীয়রা। এরপর তাদের একদিকে উন্মুক্ত নদীর নালা (খাল)। পদাতিক রোমীয়রা তো সমানে ঘোড়ার নিচে পড়ে পিষ্ট হতে লাগলো। আর নিয়ন্ত্রণ হারানো অশ্বারোহীরা খালের পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো।

ওখানে যদি শক্তিশালি কোন মানুষ পড়ে যায় তাহলে সেও ঘোড়া ও মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ঠ হয়ে মারা যাবে।

এ দিকে মুসলিম সেনারা রোমকদের এই উপচানো হুড়োহুড়ির মধ্যে তীরবর্ষণ শুরু করে দিলো।

শহরের লোকেরা দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে নিজ সেনা দলের কেয়ামতের এই বিভিষিকায় আক্রান্ত হওয়ার দৃশ্য দেখছিলো। আর আক্ষেপ করছিলো আজ কেন তারা এভাবে হামলা করে মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

শহরের ভেতর তখনো হাজার হাজার সেনা ছিলো। তারা তাদের মাথা ঠান্ডা রাখলে এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটালে এ অবস্থা দেখার পর পেছনের ফটক দিয়ে দলে দলে সৈন্য বের করে দূরের সেতু ব্যবহার করে রণাঙ্গনে চলে আসতো। তারপর মুসলমানদের ওপর এক পাশ থেকে হামলা করতো।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তদের বুদ্ধির ওপর মোহর মেরে দিলেন। তারা নির্বোধের মতো আচরণ শুরু করে দিলো। ওরা সামনের দিকের একটা ফটক খুলে দিলো। যাতে নিজেদের আক্রান্ত সৈন্যরা ভেতরে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

এই ফটকটা ছিলো নালার একটা মোড়ের কাছে। যেখানে মুসলমানরা খুব সহজে পৌঁছতে পারতো। এই ফটক খোলা দেখে তীরান্দায মুজাহিদরা নালার সেই মোড়ে চলে গেলো। রোমকরা যখন সেই ফটক দিয়ে শহরে ঢুকতে শুরু করলো মুজাহিদরা তাদের ওপর তীর ছুড়তে শুরু করলো।

এভাবে অনেক রোমক সেনা নিহত হলো। কিছু তো তীরবিদ্ধ হয়ে ভেতরে গিয়ে পড়লো। আর কিছু বাইরে গড়িয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো।

সিপাহসালার হুকুম দিলেন,

'কয়েকটা মিনজানীক নালার কাছে নিয়ে দুর্গের প্রাচীরের ওপর এমনভাবে পাথর বর্ষণ করো যাতে প্রাচীরের ওপর থেকে শহরের লোকজন ও সৈন্যরা চলে যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম পালিত হলো। ছুড়ে মারা পাথর এমন জায়গায় গিয়ে পড়লো যেখানে শহরের লোক ও সৈন্যরা দাঁড়িয়ে নিচের দৃশ্য দেখছিলো। এতে কিছু আহত হয়ে নিচে গিয়ে পড়লো। আর বাকিরা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো।

এ দিকে এই পাথর বর্ষণের কারণে শহরের ভেতরে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেলো। সারা শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। সাধারণ লোক ও সৈন্যরা অন্য ফটক দিয়ে পালাতে শুরু করলো।

মুসলিম সেনারা এখন সরাসরি দেখছে, শহরের দুটি দরজা হাট করে খোলা। এর ফায়দা নিতে তারা আর দেরি করলো না। সালার যোবয়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশাল সেনা দল নিয়ে এক সেতু দিয়ে নালা পার হয়ে গেলেন। আরেক সেতু

দিয়ে উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় এক ইউনিট নিয়ে ওপারে চলে গেলেন।

দুই সালার তীব্র বেগে সেই খোলা ফটকের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। এদিকে তীরান্দায মুজাহিদরাও তীর ছোড়া বন্ধ করে দিলো। দুই সালারের সৈন্যরা দুই দরজা দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো।

তবে উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু সৈন্য দেখলো, প্রধান ফটকও খোলা রয়েছে। তারা সেদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগলো।

একটু আগে যেসব রোমক সেনারা বাইরে থেকে মুজাহিদদের হামলায় তাড়া খেয়ে আতংকিত অবস্থায় ভেতরে এসেছিলো তাদের ওপর ভেতরে যাওয়া মুসলিম সেনারা হামলা শুরু করলো। এর সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা শহরের অন্য ফটকগুলোও খোলা শুরু করে দিলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেক দল সেনা শহরের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ভেতরে থাকা দুই সালার ঘোষণা দিতে লাগলেন,

'শহরের সাধারণ নাগরিকরা যেন পালাতে চেষ্টা না করে। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমাদের জান মালের হেফাজতের দায়িত্ব আমাদের। তবে কেউ যেন নিজেদের সেনাদেরকে কোন ধরণের সহযোগিতা না করে। তাহলে তাকে জায়গায় খতম করে দেয়া হবে।'

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন,

শহরের ভেতরে যেসব কিবতী খ্রিস্টান ছিলো তারা আগেই মুসলিম সেনা দলকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছিলো।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন,

অনেক কবতী খ্রিস্টান নিজেদের তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে রোমক ফৌজদেরকে মারতে শুরু করে।

মুসলিম সেনারা জেনারেল থিয়োডর ও অন্যান্য জেনারেলদেরকে চার দিকে খুঁজতে শুরু করলো। এক দিক থেকে আওয়াজ এলো,

'হায় হায় আমাদের জেনারেলরা তো পেছনের ফটক দিয়ে পালিয়েছে। এখন আমাদের কি হবে?'

এই আওয়াজ ক্রমেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো যে, রোমক জেনারেল ও অন্যান্য কমান্ডাররা সাধারণ নাগরিক ও সৈন্যদেরকে রেখে পালিয়ে গেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সৈন্যরা পালাতে শুরু করলো।

কিন্তু ততক্ষণে সবগুলো ফটক মুসিলম সেনাদের কব্জায় চলে এসেছে। তাই ওরা পালানোর সময় ফটকে গিয়ে ধরা পড়লো।

অধিকাংশই বন্দি হলো। কিছু তলোয়ার বের করে হামলা করতে চাইলো। সেগুলোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এভাবে রোমকদের অজেয় দুর্গ কারয়ুন পূর্ণাঙ্গভাবে মুসলিম সেনা দলের বিজিত এলাকার অধীনে চলে এলো। এ বিজয় মুজিযার চেয়ে কম ছিলো না কোন অংশে।

স্বয়ং সালার এবং সেনারা পর্যন্ত হয়রান-বিস্ময়ে হতবাক এই অসম বিজয়ে। পুরো শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরও তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না তারা অতি নগন্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এতো বিপুল বিক্রমশালি ও সমুদ্রের ফেনারাশির সমান সেনা দলকে পরাজিত করে এই শহর জয় করেছে।

আর এই পরাজয়ে রোমকদের মধ্যে আবার মুসলমানদের ব্যাপারে পুরনো আতংক আরো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এলো। জেনারেল থিয়োডর অনেক কৌশল আর রক্ত ঘাম একাকার করে যে ভয় আতংক দূর করে তাদের মনোবল উজ্জীবিত করেছিলো সেটা আবার মুখ থুবড়ে পড়লো।

এখন মুসলিম সেনা দলের শেষ গন্তব্য ইস্কান্দারিয়া। কিন্তু এ গন্তব্য আরো বহু গুণ কঠিন ও শক্তিমত্তার বিচারে প্রায় অবাস্তব।

মদীনা ও বযনতিয়া। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান রয়েছে এই দুই জায়গার। কিন্তু একই সময় এই দুই জায়গায় পৌঁছলো কারয়ুন যুদ্ধের ফলাফল। মদীনায় পৌঁছলো মুসলমানদের বিজয়ের খবর। আর বযনতিয়া পৌঁছলো রোমকদের পরাজয়ের খবর।

এক জায়গায় চলতে লাগলো বিজয়ের আনন্দ। আরেক জায়গায় চললো পরাজয়ের শোকতপ্ত মাতম।

মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দপ্তর থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, মদীনার সবাই যাতে মসজিদে নববীতে এসে জড়ো হয়ে যায়। মদীনার সবাই তো সব সময় মুসলিম সেনাদের বিভিন্ন অভিযানের খবর শোনার জন্য ব্যকুল হয়ে থাকে।

আর এখন তো চলছে মিসরে অনেক বড় অভিযান। মুসলমানদের দুআর কেন্দ্রবিন্দু এখন মিসর। তারা জানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। আর রোমকদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। মদীনার লোকেরা এও জানে, মিসর অভিযানের ব্যাপারে অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় সাহাবী বিরোধিতা করেছিলেন।

কিন্তু এর পর থেকে সেই রণাঙ্গন থেকে তো বিজয়ের সুসংবাদই আসছে। এবারও পত্রবাহক বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলো। পত্র খোলার আগেই কি সংবাদ নিয়ে এসেছে সে সংবাদ তার মুখ থেকে শুনতে চাইলেন আমীরুল মুমিনীন।

পত্রবাহক বললো,

'আমীরুল মুমিনীন, আলল্লহ তাআলা কারয়ুনে আমাদেরকে এক অসম্ভব বিজয় দান করেছেন।'

খুশিতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুচোখ ভিজে উঠলো। তিনি গাঢ় কণ্ঠে বললেন,

'আলহামদুলিল্লাহ।'

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে ছিলেন। তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন,

'হে আল্লাহ আমার সব আশংকা যেন ভুল ও মিথ্যা হয় আপনি সে ব্যবস্থা করে দিন।'

শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবাগণের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি মিসর অভিযানের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়ালল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়ে বেশি ঝুকিপূর্ণ সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়ালল্লাহু তাআলা আনহু। সে যেকোন সময় একদম অনায়াসে তার পুরো ফৌজকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে দিতে পারে।'

তিনি যখন আজ অজেয় মিসরের অজেয় দুর্গ বিজয়ের খবর শুনলেন তখন দুহাত উপরে তুলে বললেন,

'রাব্বুল আলামীন, আমার সব ধারনা ভুল হিসেবে প্রমাণিত করুন। আর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেন ইস্কান্দারিয়া জয় করতে পারে তাকে তুমি সেই তাওফিক দান করো। আমার এই আরজ কবুল করে নাও।'

আমীরুল মুমিনীন শুকরানা নামাজ আদায় করলেন। অনেকেই এভাবে শুকরানা নামাজ আদায় করলেন। তারপর মদীনার সবাইকে নিয়ে তিনি মুসলিম সেনা দলের অব্যাহত সফলতার জন্য দুআ করলেন।

দুআর জন্য হাত তুলতেই কান্নার রোল পড়ে গেলো। চোখের পানিতে ভেসে গেলো মদীনার প্রত্যেকের বুক।

কারয়ুনের পরাজয়ের সংবাদ রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী বযনতিয়া পৌছলে কয়েকটি প্রদেশের সমান এই নগরে শোকের মাতম শুরু হয়ে যায়। কোসতানিস তো কাটা বকরির মতো ছটফট করে উঠে। তার যৌবনদীপ্ত চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

হেরাকলের বিধবা স্ত্রী মার্টিনার ছেলে হারকিলুনাসও সেখানে ছিলো। মার্টিনা যখন শুনলো মিসর থেকে পত্রবাহক এসেছে তখন দৌড়ে এলো। কারয়ুনের পরাজয়ের খবর এই মা ও ছেলেকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি। দুজনই একটু মন খারাপের অভিনয় করলো।

অন্য দিকে কোসতানিস পারলে কেঁদে ফেলে। তার রাজ দরবারের সব মন্ত্রী উপ মন্ত্রী ও জেনারেলদেরকে অতি জরুরি সভায় ডাকলো।

সবাই আসলে কোসতানিস আহত গলায় বললো,

'এখন শুধু ইস্কান্দারিয়া বাকি আছে। পুরো মিসরই তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। আপনারা বলবেন ইস্কান্দারিয়া খুবই বিশাল ও মজবুত দুর্গবেষ্টিত শহর। মুসলমানরা এতো নগন্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইস্কান্দারিয়া কোন মতেই আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে না।'...

'আপনারা এমন বললে আমি বলবো এটা আপনাদের এক দিবা স্বপ্ন। যারা ব্যবিলন ও কারয়ুনের মতো অজেয় দুর্গ জয় করতে পেরেছে তারা এই একই সেনাবাহিনী নিয়ে কেন ইস্কান্দারিয়া জয় করতে পারবে না ? ওরা তো ইস্কান্দারিয়া জয় করে তারপর রোম সাগর অতিক্রম করে সোজা বযনতিয়া দখল করবে।'

এক জেনারেল মাথা দু দিকে নাড়তে নাড়তে বললো,

'এটা কখনো হবে না। কারণ, মুসলমানরা জাহাজ চালনা বা সমুদ্র অভিযানে একেবারেই অনভিজ্ঞ।'

রোমক ফৌজের সুপ্রীম কমান্ডার আকলিউনাস বললো,

'আমার মনে হয় শাহে কোসতানিসের এই আশংকা অমূলক নয়। আরবের এই বুদ্ধুরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে থাকে তারা কিন্তু একেবারে বুদ্ধিহীন নয়। বরং ভালোই বুদ্ধি রাখে ওরা। কমপক্ষে এতে যে আমাদের চেয়ে তারা ভালো এটা বহুবার পরীক্ষা দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছে।'...

'আমাদের জাহাজের নাবিকদেরকে ব্যবহার করবে মুসলমানরা। কিবতীরাও ওদেরকে সহযোগিতা করবে। ওদের মধ্যে নিশ্চয় অনেক নাবিক আছে। তারা মুসলমানদেরকে রোম সাগর পাড়ি দিতে সহযোগিতা করবে। মিসর থেকে আসা পত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে, মুসলমানদের পরবর্তী গন্তব্য ইস্কান্দারিয়া।'

হঠাৎ মার্টিনা কথা বলে উঠলো,

'আরো সেনা সাহায্য পাঠানো হোক।'

সব জেনারেল ও দরবারিরা মার্টিনার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন মার্টিনার অস্তিত্বই কেউ পছন্দ করছে না এখানে। তার কিছু বলা কেউ যেন ভালোভাবে নিচ্ছে না।

এবার কোসতানিস বললো,

'অতিরিক্ত সেনাসাহায্য পাঠানো যাবে না। বযনতিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালি করতে হবে।'

আকলিউনাস বললো,

'এ পর্যন্ত যতো সেনাসাহায্য পাঠানো হয়েছে তা কোন অংশে কম নয়। আমাদেরকে এই সত্য মেনে নিতে হবে যে, আমাদের সেনারা লড়াইয়ের সব মনোবল হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। আর আমরা মিসর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছি। তারপরও বর্তমান পরিস্থিতি আমরা কিভাবে মোকাবেলা করবো সেটা খুঁজে বের করতে হবে।'

এবার হারকিলুনাস বললো,

'আমার একটা পরামর্শ আছে। আমার মনে হয় কোসতানিস নিজে ইসকান্দারিয়া গিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলে আমাদের জিত হবে।'

মার্টিনার দিকে যেভাবে সবাই তাকিয়েছিলো হারকিলুনাসের দিকেও সবাই অগ্রাহ্যের চোখে তাকালো। এমনকি তার পক্ষে বিপক্ষে কথা বলারও কারো রুচি হলো না।

সবাই জানে মার্টিনা তার ছেলে হারকিলুনাসকে এককভাবে সিংহাসনে বসানোর জন্য যেকোন ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিতে কসুর করবে না। নিজের এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের স্বামী হেরাক্লিয়াসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। তার সতালো ছেলে কসতনতীনকেও এভাবে হত্যা করেছে।

এখন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো কোসতানিসকে বযনতিয়া থেকে কোন ছুতোয় বের করে দেয়া। তারপর তার হারকিলুনাস অনায়াসে সিংহাসনে বসতে পারবে।

ওদের ফন্দি ফিকিরের কথা সবাই জানে বলে ওদের কথা কেউ পাত্তা দিলো না।

আকলিউনাস পরামর্শের সুরে বললো,

'এখনই এই পত্রবাহকের মাধ্যমে মিসরে পরবর্তী করণীয় কি হবে তা লিখে পাঠিয়ে দেয়া হোক।'

এক জেনারেল জিজ্ঞেস করলো,

'মিসরের সুপ্রীম কমান্ডার তো জেনারেল থিয়োডর ছিলো। কিন্তু এখন তো সেখানে সমান দায়িত্ব নিয়ে আসকাফে আজমও গেছেন। তাহলে কার কাছে চিঠি লেখা হবে?'

ফয়সালা দেয়ার সুরে কোসতানিস বললো,

'আসকাফে আজম ও জেনারেল থিয়োডর দুজনের নামেই এই ফরমান জারি করা হোক।'

তখনই পয়গাম বা ফরমান লেখা হলো। এতে তো অনেক কিছুই লেখা হলো। কিন্তু ইতিহাসে কেবল দরকারি অংশই সংরক্ষিত হলো। সেই সংরক্ষিত চুম্বকাংশ ছিলো এরকম,

'শাহেনশাহে রোম জেনারেল থিয়োডর, আসকাফে আজম কীরাস ও সব জেনারেলের উদ্দেশ্যে-

'সবাই কি তোমরা মরে গেছো? নাকি 'যিন্দা লাশ' বনে গেছো? এখন তো পরিস্কার দেখা যাচ্ছে তোমরা যেভাবে ব্যবিলন ও কারয়ুন মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছো সেভাবে তো ইস্কান্দারিয়াও তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবে।'

'এতো টুকু কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, ইস্কান্দারিয়া ছুটে গেলে তো পুরো মিসর আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে। তারপর কি হবে জানো? মুসলমানরা সোজা বযনতিয়া এসে হামলে পড়বে।'...

'এটা কি ভুলে গেছো ইস্কান্দারিয়া মিসরের হৃৎপিণ্ড। এতেও যদি আরবরা খঞ্জরবিদ্ধ করতে পারে তাহলে পরিণতি কি হবে তা তো বলাই বাহুল্য। '...

'কারয়ুন থেকে ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত অতি বিশাল এলাকা জুড়ে আছে নীল নদের উপত্যকীয় এলাকা। এসব উপত্যকীয় অঞ্চলে আমাদের রোমকদের অসংখ্য সেনা চৌকি আছে। এসব সেনা চৌকির সেনা সংখ্যাও ত্রিশ হাজারের বেশি।'...

'এই ত্রিশ হাজারের বেশি সেনাকে ব্যবহার করে তোমরা যদি জান বাজি লাগিয়ে মুসলমানদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে ধরতে পারো তাহলে এই উপত্যকার চোরা বালিতে ফেলে এদেরকে একেবারে গুম করে দিতে পারবে। ইতিহাস থেকে এদেরকে মুছে দিতে পারবে।'...

'এসব সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আর মনে রেখো, এখন থেকে আর কোন সেনাসাহায্য পাঠানো হবে না। কারণ, তোমাদের ওপর আর শাহী দরবারের আস্থা নেই।'...

'যদি তোমরা ইস্কান্দারিয়াও তাদের হাতে তুলে দাও তখন ওরা বযনতিয়া চলে আসবে। এজন্য বযনতিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এখন আরো বেশি জরুরি।'...

'ইস্কান্দারিয়া হারানোর আশংকা প্রকট হয়ে উঠলে তোমরা সমুদ্র বন্দরের সবগুলো জাহাজ, ছোট বড় সব নৌকা জ্বালিয়ে দেবে। যাতে সেগুলো মুসলমানদের কোন কাজে না আসে।'...

'এটাও শুনে নাও, ইস্কান্দারিয়া রক্ষা করতে না পারলে পালিয়ে কিন্তু বযনতিয়া অভিমুখে আসবে না। এখানে কেউ তোমাদের চেহারা দেখতে চায় না। সে ক্ষেত্রে সমুদ্রে ডুবে মরাটাই তোমাদের জন্য নিরাপদ।'...

'আসকাফে আযম কীরাসের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আপনি অনেক বড় দাবি করে এখান থেকে গিয়েছিলেন। আপনার ও সেনাবাহিনীর জন্য এখন দরকার হলো আসল ও খাঁটি খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার প্রসারের কাজ আরো বাড়ানো।'...

'আপনি আরেক আসকাফ বিনিয়ামীনকে সঙ্গে নিয়ে নিন। আর কিবতীদেরকে সেনা দলে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহ ও অনুরোধ কার্যক্রম চালিয়ে যান। তাদেরকে বলুন, শাহে হেরাকল যে তার নিজস্ব খ্রিস্টবাদ চালু করেছিলেন সেটা একমাত্র পুরো জাতিকে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য করেছিলেন।'...

'সেনা দলকে ধর্ম ও মুসলামদের ব্যাপারে সতর্ক করে তুলুন। এই দশ বার হাজার মুসলিম সেনাকে পরাজিত করা কঠিন কোন কাজ নয়। এটাও মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা অনবরত লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে। ওরা ভীষণ ক্লান্ত। ওদের এই শারীরিক দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে।'

তখনই পত্রদূতের মাধ্যমে সেটা পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এই ফরমান যখন লেখা চলতে থাকে তখন মার্টিনা উঠে চলে যায়। সবাই ভেবেছে তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না বলে সে চলে গেছে। কিন্তু তার এখান থেকে যাওয়ার উদ্দেশ্য আসলে এটা ছিলো না।

রাষ্ট্রীয় যত পত্রদূত আছে তাদের সাথে মার্টিনার গোপন সম্পর্ক আছে। সবাই তার জালে বন্দি। তাদেরকে সে দু হাতে উপহার উপঢৌকন দিয়ে থাকে। মার্টিনা জানে পত্রদূত তার কাছে এসে তারপর এখান থেকে রওয়ানা দেবে।

মার্টিনা এসেই দ্রুত চিঠি লিখতে শুরু করলো। লেখা হলে সেটা একটা কাপড়ের বন্ধনীতে ভরে প্রস্তুত রাখলো।

পত্রদূত শাহী মহলের পত্র নিয়ে সোজা পথে না গিয়ে মার্টিনার মহলে চলে গেলো। সে এদিক ওদিক দেখে মার্টিনার কামরার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মার্টিনা তাকে ফিস ফিস করে ভেতরে যেতে বললো।

পত্রদূত ভেতরে যেতেই তার হাতে একটা কাপড়ে মুড়ানো চিঠি দিলো মার্টিনা। বললো,

'এই চিঠি একমাত্র কীরাস পাবে। আর কেউ নয়।'

পত্রদূত তাকে কুর্নিশ করে বললো,

'মালিকা, চিঠি একমাত্র তিনিই পাবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

পত্রদূত চিঠি তার আলখেল্লার ভেতরে চালান করে দিলো। তারপর দাঁড়িয়ে রইলো।

'মালিকায়ে আলিয়া, আমি যাই?'

মার্টিনা স্বর্ণমুদ্রার বড় একটা থলে তার হাতে দিয়ে বললো,

'এটাও লুকিয়ে ফেলো।'

পত্রদূত খপ করে থলেটা নিয়ে তার আলখেল্লার বিশাল পকেটে চালান করে দিলো। তারপর কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেলো।

পত্রদূত শহর থেকে বের হয়ে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর গাছগাছালির একটা ঝোঁপ পড়ে। সেখানে গিয়ে সে তার ঘোড়ার গতি মন্থর করে দেয়। সেই ঝোঁপের মধ্যে চলে যায়। সেখানে এক লোক একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলো।

পত্রদূত কোন কথা না বলে তার কাপড়ের ভেতর থেকে মার্টিনার চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দেয়। সে লোক তার ঘোড়া শাহী মহলের দিকে রোখ করে চলে যায়। আর পত্রদূত তার ঘোড়া ইস্কান্দারিয়ার দিকে ছুটিয়ে দেয়।

মার্টিনা সব সময় তার গোপন চিঠি পত্র পাঠাতে থাকে। কিন্তু এক সময় এটা কোনভাবে ফাঁস হয়ে যায়। তারপর এ ঘটনা জেনারেল আকলিউনাস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

পত্রদূতরা সাধারণতঃ সেনাবাহিনীর কর্মচারি। আর আকলিউনাস তো এর সুপ্রীম কমান্ডার। এ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর আকলিউনাস সব পত্রদূতকে গোপনে ডেকে বলে দেয়,

'মার্টিনা যদি জেনারেল থিয়োডর বা কীরাসের নামে কোন পত্র দেয় সেটা নিয়ে নেবে। তারপর শহরের বাইরে বিশেষ পোষাকে এক লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে সেই চিঠি হাওলা করে দেবে। কখনো যদি মার্টিনা জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে চিঠি পৌঁছে দিয়েছো।'
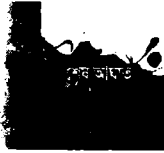
মার্টিনার এটা প্রথম চিঠি ছিলো যেটা রাস্তা থেকেই ফিরে আসে। পত্রদূত বেশ খুশি ছিলো মার্টিনার কাছ থেকে সে বিশাল উপহারও বাগিয়ে নিয়েছে। অন্য দিকে তার বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডারকেও সে খুশি করতে পেরেছে।

কারণ, সে কীরাসের নামে দেয়া মার্টিনার চিঠি সুপ্রীম কমান্ডারের লোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মার্টিনার চিঠি সে রাতেই আকলিউনাসের হাতে পৌঁছে যায়। আকলিউনাস চিঠি পড়লো। সে বিস্মিত হলো মার্টিনার চিঠির ভাষা দেখে। কীরাস যেমনই হোক আসকাফে আযম ছিলেন। যেকোন অবস্থাতেই তিনি সম্মানের পাত্র। কিন্তু মার্টিনার ভাষা প্রয়োগে মনে হচ্ছে তিনি তার সমবয়সী।

মার্টিনা লিখেছে,

'কীরাস, তোমাকে আমি অনেক ভরসা করে মিসর পাঠিয়েছিলাম। তুমিও আমাকে অনেক বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছো। কিন্তু এখন তো আমার স্বপ্ন মনে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বযনতিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমেই আমার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে।'...

'আমার বিরোধী পক্ষ বড় হয়ে উঠছে। এদিকে তো মনে হচ্ছে মিসরও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি এটা করতে পারো না যে, মিসরের কিছু অংশ কব্জা করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি সমঝোতা করে নিলে। তারপর সেখানে আমাকে নিয়ে গেলে।'...

'এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমাকে বলো কোসতানিসকে নিয়ে আমরা কি করবো? সব জেনারেলই তো তার দলে ভিড়ে গেছে। ইস্কান্দরিয়া যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে চেষ্টা করো। মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দাও। তারপর আমি তোমার কাছে চলে আসবো। জেনারেল থিয়োডরকে তোমার হাতে রাখবে। তারপর আমরা মিসরের স্বঘোষিত রাজা রানী বনে যাবো।'

মার্টিনা এতো খোলা ভাষায় চিঠি লিখেছে যে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি এ চিঠি অন্য কারো হাতে পড়তে পারে। তাকে কেউ ধোকা দিতে পারে। কিন্তু ঘটনা তাই ঘটলো।

আকলিউনাস এ চিঠি পড়ে কোসতানিসের কাছে নিয়ে গেলো। কোসতানিস তো এ চিঠি পড়ে রাগে আগুন হয়ে গেলো। জেনারেল আকলিউনাস বললো,

'শাহেনশাহে রোমের একটু ঠান্ডা মাথায় পদক্ষেপ নিতে হবে।'

কোসতানিস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো,

'আমি আপনাদের সামনে অতি নাদান বাচ্চা। আপনারা অনেক অভিজ্ঞ। অনেক কিছু জানেন। আপনারাই বলুন এখন কি করা উচিৎ?'

জেনারেল আকলিউনাস মৃদু গলায় বললো,

'আমি এই পয়গাম বা চিঠি পড়ে মোটেও অবাক হইনি। মার্টিনার মতো মানুষের কাছে এটাই আশা করা যায়। তার এই চিঠি না পড়লেও তার ব্যাপারে আমার ধারণা মোটেও বদলাতো না। আমি জানি এই মহিলা কোন চরিত্রের।'...

'আমরা তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নেবো না। আমরা মুখে কুলুপ এটে থাকবো। এগুলো আমার কাছে সংরক্ষিত থাকবে। আপনিও একেবারে চুপ থাকবেন। যেন আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তাহলে আরো অনেক কিছুই আমরা জানতে পারবো।'

এতে কোসতানিস কিছু না বললেও তার চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। মার্টিনার ব্যাপারে অন্যরকম এক ভয় তাকে আকড়ে ধরে। তার কাছে মনে হয় এই মহিলা যেকোন বিষধর সাপের চেয়ে ভয়ংকর।

কখন যে সে তার ফনা তুলে দংশন করে তা তো আগ থেকে কেউ জানতে পারবে না।

কারয়ুন থেকে পালিয়ে জেনারেল থিয়োডর সোজা ইস্কান্দারিয়া পৌঁছলো। এ পরাজয়কে সে তার নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করে আহত সিংহের মতো ক্রোধে ফেটে পড়লো।

তার মাথায় এখন আর সালতানাতে রোম নয় বরং মালিকায়ে মার্টিনা ভর করলো। মার্টিনা তাকে লোভ দেখিয়ে রেখেছে, মুসলমানদেরকে মিসর থেকে বের করতে পারলে তাকে পুরো মিসরের গভর্ণর বানিয়ে দেবে। থিয়োডর জানে একমাত্র মার্টিনার পক্ষেই এটা সম্ভব।

থিয়োডর ইস্কান্দারিয়া একা যায়নি। কারয়ুন থেকে ইস্কান্দারিয়ার পথে শত শত মাইলের উপত্যকা এলাকা। এসব জায়গায় রয়েছে অসংখ্য সেনা ছাউনি।

আবার কোথাও কোথাও ছোট বড় শহর উপশহরও রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে দুর্গ শহর। এসব শহর বা উপ শহরে থিয়োডর কিছু কিছু করে সৈন্য রেখেছিলো।

এবার এসব শহর উপ শহর দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কিছু সৈন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে ইস্কান্দারিয়া পৌঁছলো। এভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে থিয়োডর ইস্কান্দারিয়া গেলো।

অথচ মুসলিম সেনাদলের সেনা সংখ্যা তখন বার হাজারও ছিলো না। প্রতিটি বিজিত এলাকায় কিছু কিছু সেনা রেখে আসতে হয়েছে। কারয়ুনেও এভাবে বেশ কিছু সেনা এর প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে রাখতে হয়েছে।

এ ছাড়া যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সেনা শহীদ হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক মুজাহিদ। এদেরকে বিভিন্ন বিজিত এলাকায় চিকিৎসার জন্য রেখে আসতে হয়েছে।

এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার আগে মুজাহিদদের সংখ্যা দশ হাজারও ছিলো না। কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা মুসলিম সেনানীদেরকে কখনো বিচলিত করতে পারেনি। এরপর আবার এবার মুসলিম সেনাদের মধ্যে একটা কথা বেশ বলাবলি হতে লাগলো। সেটা হলো,

'আমরা এবার ইস্কান্দারিয়া জয় করতে যাচ্ছি না। বরং আমরা যাচ্ছি ইস্কান্দারিয়ায় গিয়ে শাহাদাত বরণ করতে।'

আবার কেউ বলতে লাগলো,

'আমাদের সামনে এখন পড়েছে অটল পাহাড়। এই পাহাড় আমরা টলিয়ে ছাড়বো-ই।'

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হলো, তার রহমতের ব্যপ্তি যেকোন সাগর মহাসাগরের চেয়ে আরো বিস্তৃত। তবে এই রহমত পেতে হলে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। যারা নিজেদের মাল এবং জান তার জন্য নিঃশর্তে দান করে দেবে তারাই পাবে তার অফুরন্ত রহমত।

এ অর্থে মুসলিম সেনা দলের প্রতিটি সদস্য অনেক আগ থেকেই তাদের জীবন যৌবন আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে রেখেছে। বাঁচার চেয়ে আল্লাহর পথে মরা তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই অনেক আনন্দের। অনেক কাংখিত স্বপ্নের প্রাপ্তি।

তবে কারয়ুন বিজয়ী মুজাহিদরা জানতো না ইস্কান্দারিয়া কোন ধরনের মজবুত দুর্গবেষ্টিত শহর। এই শহরের ব্যাপারে পৃথিবীর সব বড় বড় পরাশক্তি এক বাক্যে বলে গেছে এশহর কোন সেনাবাহিনীই জয় করতে পারবে না। এ এক অজেয় শহর।

তবে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ শহর বেশ করেই ঘুরে ফিরে দেখেছিলেন। সেটা ছিলো ইসলাম গ্রহণের আগের গল্প।[১]

এ জন্য আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানতেন এখন তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার এক ভয়ংকর অভিযানে বের হয়েছেন। এ জন্য তিনি ইস্কান্দারিয়া জয় করবেনই এ জাতীয় কথা বার্তা বলা বন্ধ করে দিলেন।

কিছু মুসলিম গোয়েন্দা ইস্কান্দারিয়া গিয়ে দেখে এসেছে ওখানকার অবস্থা। কিছু কিবতীও গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতো। তারাও বিভিন্ন তথ্য দিতে লাগলো ইস্কান্দারিয়া সম্পর্কে। এসব খবরাখবর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জানাতো।

এভাবে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইস্কান্দারিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ ভালো একটা চিত্র পেলেন।

ইস্কান্দারিয়া শহর যেখানে অবস্থিত এর তিন দিকেই প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

এই শহরের উত্তর দিকে রয়েছে রোম সাগর। সে দিক থেকে হামলা বা অবরোধ করার প্রশ্নই উঠে না। দক্ষিণ দিকের বিশাল অংশ জুড়ে আছে অতি গভীর এবং সমুদ্রের মতো চওড়া 'মারবুত' নামক এক হ্রদ। এ দিকটাও প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষিত।

---

১. (এই আকর্ষণীয় ঘটনা জানার জন্য শেষ আঘাতের প্রথম খ- দেখা যেতে পারে।- গ্রন্থকার)

পশ্চিম দিকে এক দীর্ঘ এবং চওড়া খাল রয়েছে। এটা অতিক্রম করা যায় না এমন নয়। এর ওপর সেতু রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে নৌকা বা সেতু ব্যবহার করে পার হয়।

কিন্তু অবরোধ বা লড়াইয়ের সময় তো হামলাকারিরা এটা কোনভাবেই অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ, তখন সেখানে বিশাল তীরান্দায বাহিনী তীর বর্শা উঁচিয়ে থাকবে। রোমকরা এদিক দিয়েও নিশ্ছিদ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখবে।

ইস্কান্দারিয়ার শুধু পূর্ব দিকটায় প্রাকৃতিক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। কারয়ুন থেকে এই দিক দিয়েই ঢুকতে হয় ইস্কান্দারিয়ায়। তবে এই পথের ডানে বামে দূরদুরান্ত পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য দুর্গ রয়েছে। যেগুলো হামলাকারির জন্য অতি ভয়ংকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

এই পূর্ব দিক ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় হামলা করা যাবে না।

থিয়োডর লাখো সৈন্য নিয়ে ইস্কান্দারিয়া এমনিতেই এক অজেয় শহরে পরিণত করেছে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত রসদ ও সেনাসাহায্য পৌঁছার মতো পথও রোমকদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো। কারণ, সমুদ্র পথ তো সম্পূর্ণই রোমীয়দের দখলে ছিলো।

সমুদ্র পথে বযনতিয়া থেকেও সেনাসাহায্য আসার পথ খোলা রয়েছে। তাছাড়া ইস্কান্দারিয়া এতো বড় শহর যে বাইরে থেকে কোন যোগান না আসলেও মাসের পর মাস তারা অনায়াসে চলতে পারবে।

এর মধ্যে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়ালাহু তাআলা আনহুকে তার গুপ্তচররা খবর দিলো যে,

'ইস্কান্দারিয়ায় বসে জেনারেল থিয়োডর রোমকদেরকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে, তারা বলাবলি করছে-

'মুসলমানগুলো এখানে আসছে না কেন? কবে আসবে। ও গুলোকে পেলে কাঁচা খেয়ে ফেলতাম।'...

'থিয়োডর তাদেরকে বলেছে মুসলমানদের সেনা সংখ্যা এমনিতেই তো অনেক কম। এখন সে সংখ্যা আরো কমে গেছে। মুসলমানরা যে এতো দিন যুদ্ধে জয় হয়েছে এর একমাত্র কারণ হলো তাদেরকে মিসরের ভেতর থেকেই সাহায্য করা হয়েছে। কারণ, মিসরে কিছু গাদ্দার আছে।'

'মনে রেখো, ইস্কান্দারিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলে আর মুসলমানদের হাতে চলে গেলে তোমরা কেউ মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে না। দেখো এই শহর সব সময় খ্রিস্টবাদের কেন্দ্র ছিলো। এই ইস্কান্দারিয়ায় যতো গুলো গির্জা আছে আর কোথাও এর অর্ধেক গির্জাও নেই।'

এর কয়েক দিনের মধ্যে বযনতিয়ার শাহী ফরমান জেনারেল থিয়োডরের হাতে চলে আসে। থিয়োডর সে ফরমান কীরাস ও পুরো ফৌজকে পড়ে শোনালো। তারপর তাদেরকে উঁচু গলায় বললো,

'মুসলমানদেরকে ইস্কান্দারিয়ায় হারাতে পারলে তাদেরকে আর পিছু ধাওয়া করতে হবে না। এখানেই এগুলোকে কতল করা হবে। আর সেনা দলের সাথে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে সেগুলোকে বন্দি করা হবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যারা বীরত্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে তাদের হাতে আরবের মেয়েদেরকে তুলে দেয়া হবে।'

থিয়োডর তো রোমকদেরকে আগেই উস্কে দিয়েছিলো। বযনতিয়ার চিঠি তাদেরকে পড়ে শোনানোর পর তারা তো আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। প্রতিটি সিপাহী গির্জায় গিয়ে শপথ নিলো,

'মুসলমানদের একটাকেও এদেশ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে দেবো না।'

এবার ইস্কান্দারিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করার জন্য দুর্গগুলোর অসংখ্য প্রাচীরে ছোট ছোটে মিনজানীক বসানো হলো। আর এগুলোর চার পাশে পাথরের স্তুপ রাখা হলো।

শুধু তাই নয়, প্রাচীরের ওপর তীরান্দায ও বর্শাধারীদের জন্য অসংখ্য মোর্চা বানানো হলো। যাতে কোন হামলাকারিই প্রাচীরের ধারে কাছে ঘেষতে না পারে। কেউ হামলা করতে আসলে তীর বৃষ্টির মুখে সে পিছু হটতে বাধ্য হবে।

অন্য দিকে আসকাফে আযম কীরাস তো আগেই ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিস্তারে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি শহরে গ্রামে একাধিক পাদ্রী পাঠিয়ে দেন মুসলমানদের ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে।

কিন্তু কীরাস হঠাৎই অনুভব করলেন, মুসলমানদের ঈমানী জোশ জযবার শক্তি সাইক্লোনের চেয়ে বেশি। তার এসব কর্মকাণ্ড ইসলামের অমোঘ সত্যের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে।

কীরাস তখন আরেক আসকাফে আযম বিনিয়ামীনকে দেশান্তরীন থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। কীরাস তাকে একাধিকবার অনুরোধের সুরে বললেন,

'ভাই বিনিয়ামীন, আপনি কিবতীদেরকে বলুন ওরা যাতে ফৌজে যোগ দেয়। আর তা না হলে মুসলমানদের বন্ধু হয়ে থেকে তাদের পিঠে যেন খঞ্জর বসিয়ে দেয়।'

বিনিয়ামীন কাষ্ঠ হেসে বললেন,

'ভাই কীরাস, ওদেরকে পাইকারি দরে হত্যা করার আগে যদি আপনারা এধরণের প্রস্তাব দিতেন তাহলে কিবতীরা তা কখনোই প্রত্যাখ্যান করতো না।'

কীরাস এবার নরম কণ্ঠে বললেন,

'এখন আর এসব বলে কথা দীর্ঘ করে লাভ নেই। কারণ, হেরাকল মরে গেছেন। তার ছেলে কসতানতীনও মরে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে হেরাকলের খ্রিস্টবাদও। এখন আমরা দুজনে মিলে আসল খ্রিস্টবাদের তাবলিগ করি।...

'কিবতীদেরকে বলুন খ্রিস্টবাদকে যাতে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচায়। মিসর তো হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমরা মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে মিসরকে খ্রিস্টবাদের আসল কেন্দ্র বানাবো।'

বিনিয়ামীন বললেন,

'আর কতো আপনারা মিথ্যা প্রবোধ নিয়ে বেচে থাকবেন? মিসর তো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে না। বরং মিসর হাত থেকে চলে গেছে। আপনারা তো ধর্মকে খেলনা বানিয়ে নিয়েছেন।'

কীরাস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,

'আরে ভাই বিনিয়ামীন, ধর্মকে কেন এর মধ্যে টেনে নিয়ে আসছো। ধর্মকে আলাদা রাখো। আমাদের দেশের কথা বলো।'

বিনিয়ামীন দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন,

'এটাই আপনাদের সবচেয়ে বড় ভুল। আমাদের পরাজয় আর মুসলমানদের বিজয়ের রহস্যও এটাই। আপনারা ধর্মকে আলাদা করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল ও ক্ষমতাকে শক্তিশালি করার জন্য ধর্মকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছেন।'...

'আমার এসব কথায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই কীরাস ভাই। আর এতো সামান্য সংখ্যক মুসলমান একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে নিচ্ছে এতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ওরা ধর্মকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কারো শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য লড়াই করছে না। ধর্মকে তারা তাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেই এখানে এসেছে।'...

'আপনি তো ধর্মীয় সর্বোচ্চ নেতা। আর এখানেই সবচেয়ে বিস্মিত হওয়ার কথা যে, আপনি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। সেটা হলো মুসলমানদের এই ধারাবাহিক বিজয়ের অন্যতম করণ হলো ধর্মকে তারা আলাদা করে দেখে না।',,,

'হ্যাঁ নিজেদের ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় তারা আলাদা করে রাখে। নিজেদের জান-মালকে তারা দূরে সরিয়ে রাখে। আর ইসলামকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। এজন্য জান মাল সব তারা কুরবানি করে হাসি মুখে। কিন্তু বুকের গভীর থেকে ধর্মকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না।'...

'এই যুদ্ধকে ওরা মানবতার স্বার্থ পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ বলে। ওরা এসেই হামলে পড়ে না। আগে নিজেদের ধর্মের দাওয়াত দেয়। তারপর যখন আক্রান্ত হয় তখন বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নেয়। আর এটা তখন তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ তাদের নেশা নয়। নেশা হলো তাদের ধর্মকে সারা দুনিয়ায় কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সেই মিশন নিয়ে কাজ করা।'...

বিনিয়ামীন বলে যাচ্ছেন আর কীরাস বাধ্য ছেলের মতো শুনে যাচ্ছেন।

'সৎ সাহস নিয়ে সত্যটা মেনে নিন। দেখুন তাদের আরেকটি আদর্শ হলো বিজিত এলাকার লোকদেরকে দাসী বাদী মনে করা যাবে না। তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে সব মানবিক অধিকার দিতে হবে। এই মিসরেও দেখুন মুসলমানরা তাদের ধর্মের এই আদর্শ নীতির কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলেনি। সবার আগে এটাই নিশ্চিত করেছে।'...

'আর এতে অসংখ্য রোমীয় ও মিসরী মুসলমান হয়ে গেছে। আর আপনারা কি করেছেন? নিজেদের ধর্মকে বিকৃত করে এটা সবার ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য নিজের ধর্মের লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন।... কীরাস, আপনিই তো এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।'

কীরাস হেরে যাওয়া কণ্ঠে বলেন,

'বিনিয়ামীন ভাই, বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিন। কিবতীদেরকে ময়দানে নিয়ে আসুন। ওদেরকে বুঝিয়ে বলুন মিসর তোমাদের এবং তোমাদের নিজেদের একটা ধর্ম আছে। মুসলমান এখানে জিতে গেলে তোমাদের ওদের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। আর তখন তোমাদের কোন ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না।'

বিনিয়ামীন হতাশ কণ্ঠে বললেন,

'আমিও তাই চাই কীরাস ভাই। কিন্তু কিবতীরা রোমকদের পক্ষে ময়দানে নামবে না। রোমকরা মিসর থেকে চলে গেলে দেখবেন নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য কেমন জান বাজি লাগিয়ে লড়াই করে।'

কীরাস অনেকটা অসহায় গলায় বললেন,

'কিবতীদেরকে ময়দানে না আনতে পারলে ওদেরকে বলো ওরা যাতে মুসলমানদেরকে আর সহযোগিতা না করে। মুসলমানরা কোথাও অভিযানে বের হলে কিবতীরা তাদের পথের সব বাধা বিপত্তি দূর করে দিয়ে তাদের গতি বাড়িয়ে দেয়।'...

শুধু তাই নয় যেখানে নদী পথ পড়ে সেখানে কিবতীরা তাদেরকে নৌকা যোগাড় করে দেয়। নৌকা দিতে না পারলে সেতু বানিয়ে দেয়। এভাবে ওরা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা করে থাকে।'

বিনিয়ামীন বললেন,

'আমার শেষ কথা শুনে নিন কীরাস ভাই। আমি তো আপনাকে এ অভিযোগ করছি না যে, লোকেরা যখন আমাকে আসকাফে আজম বানিয়েছে তখন আপনি

নিজে আসকাফে আজম হয়ে আমাকে শাহী হুকুমের আওতায় দেশান্তরিত করেছেন।'...

'শুধু তাই নয়। পরে আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেছেন। আমি বাধ্য হয়ে মরুভূমিতে গিয়ে আত্মগোপন করি। যাহোক এসব বিষয় আমি খোদা তাআলার কাছে সোপর্দ করেছি।'...

'কিবতীদের ব্যাপারে আমি আপনাকে শেষ কথা বলে দিচ্ছি। সেটা হলো কিবতীরা একটা নীতি বানিয়ে নিয়েছে। যেসব এলাকা রোমকদের কব্জায় আছে সেসব এলাকায় কিবতীরা তাদের অনুগত থাকে।'...

'আর যেসব এলাকা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে সেসব এলাকায় কিবতীরা মুসলমানদের অনুগত থাকে। ওদের আশংকা হলো এই দুই শক্তির কোনটার বিরুদ্ধে যদি তারা যায় আর তারা যদি মিসর কব্জা করে নেয় তাহলে তো তাদের জীবন জাহান্নাম বানিয়ে ছাড়বে।'...

'তবে আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, কিবতী খ্রিস্টানরা কখনো রোম সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। ... আমরা দুজন যেহেতু ধর্মীয় নেতা তাই ধর্মের ব্যাপারে আমাদের ভালো ধারণা থাকার কথা।'...

'এ জন্য আমি বলতে চাই, যে ধর্মে দলাদলি বেশি ফেরকাবাজি বেশি সে ধর্ম এক সময় হাস্যকর জিনিস হয়ে যায়। সে ধর্মের অনুসারীদের কপালে অন্যের গোলামি লিখে দেয়া হয়।'...

'এই খ্রিস্টবাদকে আপনারা হেরাকলকে নিয়ে দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। আজ এর শাস্তি পেতে হচ্ছে পুরো খ্রিস্ট সমাজকে।'...

'অথচ মুসলমানদেরকে দেখুন। ওদের মধ্যে কোন ফেরকা নেই। ওরা একটা অবিচ্ছিন্ন দল হয়ে থাকে। নিজেদের সিপাহসালারকে শুধু নিজেদের সেনাদলের নেতাই নয় নিজেদের ধর্মীয় ইমামও মনে করে।'

কীরাস শুধু বললেন,

'ভাই বিনিয়ামীন। মুসলমানদের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন একটুও বাড়িয়ে বলেননি। তবে খ্রিস্টানরা কখনো মুসলমানদেরকে অনুসরণ করবে না।'

কারয়ুন বিজয়ের পর সেখানে বেশি দিন থেকে সময় অপচয় করার পক্ষে ছিলেন না সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তার নীতি হলো দুশমন যদি পালাতে থাকে তাহলে তাদের পিছু ধাওয়া করে নিয়ে যাও। যাতে ওরা সামলে উঠতে না পারে।

কিন্তু এবার আর তিনি দুশমনের পিছু পিছু ধাওয়া করতে পারলেন না। তার সেনা দলের কেউ তখন দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় ছিলো না। কারয়ুনে কিছু দিন বিশ্রাম করাটা ভীষণ জরুরি ছিলো।

যখমী ও চোট পাওয়া সৈনিকদের চিকিৎসা চলছিলো। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না এবং পুরো সেনা দলের জন্য বিশাল ও স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

এ ছাড়া কারয়ুনের মতো এতো বড় শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নতুন করে গড়ে তোলার কাজ ছিলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

ঐতিহাসিক মিকরিজী ও ইবনুল হাকাম লিখেছেন,

কারয়ুন বিজয়ের পর মুসলমানদের শারীরিক অবস্থা এতোই অবসাদগ্রস্ততায় পড়ে যে, কয়েক কদম যে হেটে যাবে সে শক্তিও তারা পাচ্ছিলো না। কিন্তু আত্মিকভাবে তারা প্রথম দিনের মতোই তরতাজা ছিলো। তাদের সবার মুখের এক কথা ছিলো,

'কারয়ুনে আমরা বেশি দিন থাকতে পারবো না।'

'মিসর জয় করেই তবে আমরা বিশ্রাম নেবো।'

'ইস্কান্দারিয়ায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েই আমরা ক্ষান্ত দেবো।'

সালারদের জোশ জযবা তো ছিলো আরো কয়েকগুণ বেশি। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সেনা দলের মনোবলের এই অবস্থা দেখছিলেন।

কিন্তু তার এই উপলব্ধিও ছিলো যে, সেনা দল খুব বেশি আবেগ দীপ্ত হয়ে উঠলে এটা পরাজয়ের কারণ হতে পারে। তিনি কয়েকবারই তার সেনানীদেরকে একথা বলেছেন,

'জযবা ও আবেগে ডুবে গিয়ে পরবর্তী লড়াইয়ে টেকা যাবে না। জয়ের অতিরিক্ত নেশা নিজেদের মধ্যে আত্মতৃপ্তি এনে দেয়। আর আত্মতৃপ্তি পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়।,

অবশেষে পুরো সেনা দল যখন চোট যখম থেকে সেরে উঠলো তখন ইস্কান্দারিয়া রওয়ানা দেয়ার সময় হয়ে গেলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুভব করলেন তার সেনা দলকে কিছু বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া দরকার।

তিনি একটা বক্তৃতার আয়োজন করলেন। তাতে তিনি বললেন,

'ইসলামের ঝাণ্ডাধারীরা। এখন আমরা যে অভিযানে বের হচ্ছি এর উদাহরণ হলো কোন বিশাল পাহাড়কে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করার মতো। তাই বাস্তবতা যেন আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। আর আত্মতৃপ্তি যেন আমাদের কাছে প্রশ্রয় না পায়।'...

'আল্লাহর প্রিয় সৈনিকেরা। কোন সেনা দল যখন যুদ্ধে বের হয় তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে জয় পরাজয় গলাগলি করে চলতে থাকে। যেকোন সময় জয় পরাজয়ে এবং পরাজয় জয়ে বদলে যেতে পারে।'...

'তবে আমাদের ক্ষেত্রে এপর্যন্ত একটু অন্যরকম ঘটেছে। কিন্তু ইস্কান্দারিয়ায় যদি আমরা পরাজিত হই তাহলে কিন্তু আমরা আর কোথাও দাঁড়াতে পারবো না।'...

'এই সেনা দলে এখন যারা আছো তাদের সবাই হয়তো জানো না যে, আমাদের পরাজয় ঘটলে প্রেক্ষাপট ভিন্ন রকম হবে। কারণ আমরা তো তখন মদীনায় গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না।'...

'যতটা তোমাদেরকে লোকে খোটা দেবে এর চেয়ে বেশি দেবে আমাকে। লোকে বলবে তোমাকে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম নিষেধ করেছিলেন যে, মিসরে কোন অভিযান নিয়ে যেয়ো না। তুমি তাদের কথা না শুনে সেখানে এতোগুলো মূল্যবান প্রাণ নিয়ে গেলে।'...

'এতো জন সাহাবী এতো জন মুজাহিদকে নিয়ে শহীদ করালে আর ওদের লাশ ওখানে ফেলে চলে এলে। কতো বড় কাঠগড়ায় না জানি আমাকে দাঁড় করায়।'...

'এখানে এখন যারা আছো তাদের অনেকেই হয়তো জানো না যে, আমি যখন আমীরুল মুমিনীনের কাছে মিসর অভিযানের অনুমতি চেয়েছিলাম তখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'...

'একটু ভেবে দেখো এতো বড় ঝুঁকি আমি কেন নিতে গেলাম। এতে আমার না তোমাদের কারো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করছি মানবজাতির মুক্তির জন্য।'...

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সৈন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে গেলেন,

'দীনে ইসলামের মুজাহিদরা। মিসরের ব্যাপারে একথাটাও মনে রেখো যে, এটা ফেরাউনের দেশ ছিলো। হযরত মুসা (আ) এক ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরাউন সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।'...

'তারপর তাকে হত্যা করার জন্য জাদুকরদেরকে নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ)-এর লাঠিতে অলৌকিক শক্তি দান করেন। এতে সব জাদুকরের জাদু ব্যর্থ হয়ে যায়।'...

'এতো বিশাল কাহিনী। আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, এই নীল দরিয়া মুসা (আ)-কে তার বুকে পথ করে দিয়েছিলো। আর এতেই ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারা হয়।'...

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই নীলের দেশে এনে সম্মানিত করেছেন। এখানে অভিযান পরিচালনার তাওফিক দিয়েছেন। তাই তোমরা ফেরাউনের এই জমিন থেকে বাতিলের নাম নিশানা মিটিয়ে দাও।...

'হয়তো বলবে যে ফেরাউন তো কবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ফেরাউন হারিয়ে গেলেও ফেরাউনি কর্মকাণ্ড এখনো সেই আগের মতোই এই জমিনে রোমকরা প্রতিষ্ঠিত করেছে।'...

'এই মিসরে যে রোমকরা কী পরিমাণ ফেরাউনি কর্মকাণ্ড করেছে তা তো তোমরা শুনেছো। তাই আমাদেরকে এই জমিন পাক পবিত্র করতে হবে। কারণ, এটা আমাদের অনেক নবী আলাইহিমুস সালামের দেশ।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সেনা দল নতুন এক উদ্দম আর জযবায় দীপ্ত হয়ে উঠলো। তারা অভিযানের বাস্তব চিত্রটা নিয়ে কারয়ুন থেকে পরবর্তী অভিযানে নেমে পড়লো।

কারয়ুন থেকে ইস্কান্দারিয়ার পথে অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা উৎপেতে আছে। এই পুরো এলাকায় ছোট বড় শহর গ্রাম জনবসতির অভাব নেই। এগুলোতে রোমক ফৌজ আছে অনেক।

এসব এলাকা থেকে যদিও জেনারেল থিয়োডর কিছু কিছু করে সৈন্য তার সঙ্গে নিয়ে গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় এদের হুকুম দিয়ে গেছে,

'মুসলমানরা এ পথ ধরে যাবে। তাদের ওপর ডান বাম সামনে থেকে পেছন থেকে হামলা করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। এতে ওদের সৈন্য সংখ্যা যেমন কমে যাবে তারপর আবার গতিও মন্থর হয়ে যাবে।'

তবে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্টই ছিলো এটা যে, তিনি শত্রুর পরিকল্পনা আগেই অনুমান করে নিতে পারতেন।

এ ধরনের বিপদ যে তার সেনা দলের সামনে আছে এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েই তিনি কোচ করা শুরু করেন। এ ছাড়া তার গোয়েন্দা ইউনিট আগ থেকেই জানিয়ে দিয়েছে কোথায় কোথায় তিনি শত্রু দলের আক্রমণের শিকার হতে পারেন।

মুসলিম সেনা দল এসব জায়গায় পৌছার আগেই প্রস্তুত থেকে সামনে অগ্রসর হয়। আর যখনই হামলার শিকার হয় সঙ্গে সঙ্গে সমুচিত জবাব দিয়ে তাদেরকে চরমভাবে পরাস্ত করে।

মুসলমানদের ভয়ে তো কোথাও কোথাও রোমকরা তাদেরকে দেখেই লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে মুসলিম সেনা দলের অগ্রসরতার গতি যদিও

কিছুটা কমে যায়; কিন্তু পথে বাধার অসংখ্য দেয়ালও একে একে দূর হয়ে যেতে থাকে।

ইতিহাসের বর্ণনা মতে কোন কোন এলাকায় রোমকরা প্রথমে তো হামলার জন্য মরিয়া হয়ে ওৎপেতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদেরকে উল্কার গতিতে ছুটে আসতে দেখে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে।

এভাবে মুসলমানদের ইস্কান্দারিয়ার পথ অনেকটা মসৃণ হয়ে যায়।

বযনতিয়া বা রোমকদের শাসক তো এখন দুজন। হেরাক্লিয়াসের নাতি এবং কসতনতীনের ছেলে কোসতানিস ও কোসতানিসের সৎ দাদি মার্টিনার ছেলে হারকিলিউনাস। তবে এটা সবাই জানতো যে, কোসতানিস এ ব্যাপারে যতটা যোগ্য হারকিলিউনাস ততটাই অযোগ্য।

হারকিলিউনাস তো শুধু তার মা মার্টিনার চক্রান্তের কারণে এই যৌথ শাসকের পদ লাভ করে। আর না হয় তাকে তো সাধারণ আমীরের মর্যাদা দিতেও কেউ রাজি ছিলো না।

হারকিলিউনাস দেখলো, কারয়ুনে রোমকদের পরাজয়ের ব্যাপারে সবাই কোসতানিসের কথার খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। কেউ তাকে ও তার মাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। কেউ ওদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না।

এই উপেক্ষা হারকিলিউনাস ভুলতে পারছিলো না। এক দিন তার মাথায় ভাবনা এলো. সেও যে একজন বাদশাহ এটা সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটা ভেবে সে চলে গেলো সেনা ব্যারাকে।

পুরো সেনা দলকে রেসকোর্সের বিশাল ময়দানে জড়ো করলো। এদের সঙ্গে কয়েকজন জেনারেলও ছিলো।

হারকিলিউনাস বক্তৃতার সুরে বললো,

'মুসলমানরা মিসরে কারয়ুনের মতো বিশাল এক শহর জয় করে ফেলেছে। এখন তারা ইস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইস্কান্দারিয়া জয় করতে পারলে তো পুরো মিসর মুসলামনদের হাতে চলে যাবে।'...

'আমাদের সিপাহীরা এখন শুধু মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ইস্কান্দারিয়া জয় করে মুসলামনরা রোম সাগর পারি দিয়ে সোজা বযনতিয়ায় হামলা চালাবে। তখন তোমরা কি করবে? তোমরাও তো হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করবে।'

এসব খবর বযনতিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে কিছু দিন আগেই পুরোনো হয়ে গেছে। এখন যদি ওদেরকে কিছু বলতে হয় তাহলে বলতে হবে এমন কিছু যাতে ওদের মনোবল অটুট থাকে। মিসরে থাকা রোমক ফৌজের মতো যাতে না হয় ওদের অবস্থা।

কিন্তু হারকিলিউনাস এসব তো বললোই না বরং বললো,

'মুসলমানরা তোমাদের সামনে পড়লেও তোমরা কাপুরুষের মতো তাদের হাতে বযনতিয়া তুলে দেবে। তোমরা তো সবগুলো কাপুরুষ। মোটা অংকের বেতন নিচ্ছো আর নিজেদের দায়িত্ব মোটেও পালন করছো না। সবগুলো তোমরা হারামখোর।'...

'এখান থেকে যেসব ফৌজ সেনাসাহয্যের আকারে গিয়েছে তারাও তো এমন কাপুরুষের পরিচয়ই দিয়েছে। আর তোমাদেরকে পাঠালে তোমরাও তো ওদের মতো লেজ গুটিয়ে পালাবে।'

এরপর জেনারেলদেরকে বললো,

'আর জেনারেলগুলোও এমন অযোগ্য যে, নিজেদের বাহিনীকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালনা করতে পারে না।'

হারকিলিউনাসের জানা ছিলো না বযনতিয়ার সেনাবাহিনীর খুব সামান্য অংশই ইস্কান্দারিয়ায় গিয়েছে। আর এখানে যারা আছে তারা তো এখনো মুসলমানদের মুখোমুখিই হয়নি। তারা যুদ্ধের ময়দানের কোন পরীক্ষায় নামার সুযোগই পায়নি।

হারকিলিউনাস এসব তো জানতোই না। তার জানার কথাও নয়। সে ছিলো একজন বিগড়ে যাওয়া শাহজাদা। যে শিক্ষা দীক্ষা ও সমর জ্ঞানে ছিলো একেবারেই মুর্খ ।

কাকে কি বলতে হবে, কাকে কি বলে শাসন বা সোহাগ করতে হবে এ জ্ঞান তো তার থাকার কথা নয়।

আসলে সে চাচ্ছিলো পুরো সেনাবাহিনীর ওপর তার যে বিশাল কর্তত্ব আছে সেটা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া। তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া যে, সেও সালতানাতে রোমের একজন বাদশাহ। যা ইচ্ছে তা করার ক্ষমতা তার আছে।

তার এই উদ্ভট কথা বার্তা জেনারেলদের কেউ সহজভাবে নিতে পারলো না। আর নেয়ার কথাও নয়। এক জেনারেল সামান্য উত্তেজিত কণ্ঠে বলেই ফেললো,

'আপনি আমাদেরকে অযথা কাপুরুষ ও হারামখোর কেন বলছেন? আমাদেরকে তো এখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পাঠানোই হয়নি। আর মিসরের

ফৌজ যদি মুসলমানদের সামনে হাতিয়ার ফেলে পালিয়ে যায় বযনতিয়ার ফৌজের সেখানে কি করার থাকতে পারে?'

হারকিলিউনাস কোন সদুত্তর না দিয়ে সেই জেনারেলকে এমনভাবে ধমকাতে শুরু করলো যেন সে কোন জেনারেল নয় মামুলি সিপাহী।

এক জেনারেলের সাথে এমন আচরণ দেখে আরেক জেনারেল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,

'আপনি আমাদের বাদশাহ হতে পারেন। তাই বলে কি আমাদের অধীনস্তদের সামনে আমাদেরকে এভাবে অপমান অপদস্থ করবেন?'

হারকিলিউনাস স্বাভাবিকভাবেই তখনো তার ভুল বুঝতে পারেনি। সে তো তার মার কাছ থেকে কোন শিক্ষা পায়নি। পেয়েছে শুধু অভদ্রতা আর অসৌজন্যতা।

তাই সে এই জেনারেলকেও অকথ্য ভাষায় বকাবকি করতে লাগলো। এতে অন্যান্য জেনারেলরাও ক্রোধে ফেটে পড়লো। তারা হারকিলিউনাসকে আপত্তিকর কিছু কথা বলে ফেললো।

এর প্রভাব পুরো বাহিনীতে গিয়ে পড়লো। সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। শুরু হয়ে গেলো হট্টগোল। সবাই বিন্যাস ভেঙ্গে এলোমেলো হয়ে গেলো।

এদিকে হারকিলিউনাস হুকুমের সুরে চিৎকার চেচামেচি করছে। কিন্তু কেউ তার কথা তো শুনছেই না। বরং আরো ক্ষোভে ফুসে উঠছে।

হারকিলিউনাসকে তার শাহী ফৌজি গার্ড পুরো বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নিলো। যেকোন সময় সিপাহীরা তার ওপর টুটে পড়তে পারে। এই দলের কমান্ডার দেখলো যেকোন সময় হারকিলিউনাসের ওপর হামলা করতে পারে।

কমান্ডার নিজের মাথা ঠান্ডা রাখলো। তার দলের সবাইকে ইশারায় বলে দিলো কেউ যাতে তলোয়ার কোষমুক্ত না করে। কারণ, তলোয়ার বের করলেই এর অর্থ হবে কাউকে চ্যালেঞ্জ করা।

পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। কমান্ডার একজনকে পাঠালো কোসতানিসকে ডেকে নিয়ে আসতে ।

এক জেনারেল কোসতানিসকে ডেকে নিয়ে আসলো। আরেক জেনারেল আকলিউনাসকে ডেকে আনতে গেলো।

কোসতানিস ও আকলিউনাস উর্ধ্বশ্বাসে ময়দানে ছুটে এলো। নিজেদের সেনাবাহিনীকে তার কাছে মনে হলো অপরিচিত কোন যুদ্ধবাজ দল।

সবাই সেখানে শাহী খান্দানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। আর কোরাস ধরে একটু পর পর বলে যাচ্ছে,

'আমরা কাপুরুষ নই।'

'শাহী খান্দানের সবাই কাপুরুষ।'

'এরা আমাদের বন্ধু নয়।'

সুপ্রীম কমান্ডার ও কোসতানিসের জন্য সেনাবাহিনীর এই বিশৃংখল অবস্থা নতুন কিছু নয়। এর আগে আরেকবার রীতিমতো বিদ্রোহের ঘটনাও ঘটেছে। তখন গৃহযুদ্ধের অবস্থাও তৈরি হয়েছিলো।

এটা তখনকার ঘটনা যখন মার্টিনা শাহী ডাক্তারের মাধ্যমে কসতনতীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়েছিলো। তখন পুরো সেনাবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বহু কষ্টে সেটা সামাল দেয়া গিয়েছিলো। এভাবেই এক দেশের বাদশাহী বা শাসন ক্ষমতা দুজনের হাতে ভাগ করে দেয়া হয়।

তবে এখনকার অবস্থা গৃহযুদ্ধের মতো নয়। কারণ, অধিকাংশ সেনাই কোসতানিসের পক্ষের। কারণ, প্রায় সব জেনারেল বুঝে গিয়েছে মার্টিনা একজন ভয়ংকর চক্রান্তকারি কালনাগিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

হারকিলিউনাস ও কোসতানিসকে জেনারেল আকলিউনাস হাতে ধরে পেছনে নিয়ে এলো। তারপর নিজের ফৌজকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। তবে কথা বলার ভঙ্গি মোটেও সেনাপ্রধান সুলভ নয়। আন্তরিকতাপূর্ণ।

ধীরে ধীরে সেনাবাহিনী শান্ত হয়ে এলো এবং নিজেদের বিন্যাসে চলে গেলো। আকলিউনাস এক বয়োজ্যেষ্ঠ্য জেনারেলকে বললো,

'তুমি সবার পক্ষ থেকে কথা বলো। ঘটনা কি হয়েছিলো বলো।'

সেই জেনারেল উত্তেজিত কণ্ঠে বললো,

'আমাদেরকে কাপুরুষ ও হারামখোর বলা হয়েছে। আমরা তো বযনতিয়ায় ছিলাম। আমাদেরকে তো মিসরে পাঠানো হয়নি। মিসরের পরাজয়ের জন্য তো আমরা দায়ী নই।'

আরেক জেনারেল মাঝখান থেকে বলে উঠলো,

'আমাদের একটা দাবি আজ পূরণ করতেই হবে। এক (খাপে) কোষবন্ধনীতে দুটি তলোয়ার থাকতে পারে না। আমরা একটি দেশের দুজন বাদশাহ থাকতে পারে এমন কথা কোন সময় শুনিনি। আমরা শাহে হেরাকল ও কসতনতীনের খুনীর হুকুম মানবো না।'

আরেক জেনারেল এগিয়ে এসে বললো,

'আমরা শুধু শাহে কোসতানিসকে শাহে রোম মানবো। হারকিলিউনাস পুরো ফৌজকে হয় ধ্বংস করবে। না হয় আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।'

তার কথা শেষ হতেই পুরো ফৌজ আবার হল্লা করে উঠলো। শ্লোগান দিতে লাগলো,

'হারকিলিউনাসকে মানি না।'

'কোসতানিসই আমাদের বাদশাহ।'

'এক দেশে দুই বাদশাহ মানি না।'

মার্টিনাও খবর পেয়ে সেখানে দৌড়ে এসে তার ছেলের পাশে এসে ছেলেকে প্রায় আগলে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। আর সেনাবাহিনীর হল্লা শুনতে লাগলো অসহায়ের মতো।

একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো কোসতানিস। হাত উঁচু করে ইশারায় সবাইকে শান্ত হতে বললো। ফৌজ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো।

কোসতানিস উঁচু গলায় বললো,

'আমার হুকুমই যদি মানো তোমরা তাহলে এখন থেকেই আমার হুকুম মানতে হবে। আমার হুকুম হলো তোমরা সবাই চুপচাপ যার যার ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদেরকে যে অপমান অপদস্থ করা হয়েছে এটা উপেক্ষা করা হবে না।'...

'অন্য কেউ তোমাদেরকে কাপুরুষ বললে এর অর্থ এই নয় যে, আমি ও আকলিউনাস তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করি। আমাদের দৃষ্টিতে তোমরা এবং সেনাবাহিনী সবসময় অতি পবিত্র ও সম্মানের পাত্র। এখন তোমরা একেবারে শান্ত মনে নিজেদের ছাউনিতে ফিরে যাও।'

সবাই মাথা নিচু করে চলে যেতে লাগলো। কোসতানিস জেনারেলদেরকে নিচু গলায় বললো,

'জেনারেলরা পরে যেয়ো।'

জেনারেলরা রয়ে গেলো।

মার্টিনা ও হারকিলিউনাস পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। মার্টিনাকে লক্ষ্য করে আকলিউনাস বললো,

'মুহতারামা, আপনি তো নিজ চোখেই দেখলেন আপনার ছেলে এখানে কী এক অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। আপনি কি এর আগের গৃহযুদ্ধের কথা ভুলে গেছেন? এখন তো পরিস্থিতি আরো ভিন্নতর মুহতারামা।'...

'তখন আপনার সমর্থক ফৌজ ছিলো অনেক। আর এখন সে সংখ্যা নেই বললেই চলে। যতটুকুই আছে তাদের আওয়াজ কেউ শুনবে না। আর শুনলেও এর কোন প্রভাব কারো ওপর পড়বে না।'...

'আমি আপনাদের দুজনকেই পরিষ্কার ভাষায় বলছি আপনাদের প্রাণ সত্যিই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ওদিকে মিসর হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে আর এদিকে আপনার ছেলে ফৌজকে বিদ্রোহী করে তুলছে। ভুলে যাবেন না মুসলমানরা বযনতিয়ায় চলে আসতে পারে। রোম সাম্রাজ্যই যদি না থাকে তাহলে আপনার ছেলে কার সিংহাসনে বসবে?'

মার্টিনা চাপা গলায় বললো,

'আমার বিষয়ে তো কেউ কখনো কোন গুরুত্ব দেয় না। আমি সব সময় বলেছি সিংহাসনের বিষয় আমার হাতে তুলে দাও। তোমরা নির্বিঘ্নে সবকিছু করে যাও।'...

'কিন্তু আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলো। আমি চেয়েছি শাসন ক্ষমতা একজনের হাতে থাকুক। এতে দেশে শান্তি থাকবে। এখন তো কোসতানিস এক রকম চিন্তা করে। আবার হারকিলিউনাস আরেক রকম চিন্তা করে। আমাকে মালিকা হিসেবে মেনে নিলে...'

জেনারেল আকলিউনাস মার্টিনার কথা মাঝখান থেকে কেটে নিয়ে বললো,

'আমি আবারও সে কথাই বলবো যা আগে বলেছি। এদিকে আমাদের হাত থেকে মিসর চলে যাচ্ছে আর এখানে আপনি সিংহাসন আর ক্ষমতা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন।...আগে তো দেশ বাঁচাবেন। তারপর অন্য কিছু।'

মার্টিনা বলার মতো আর কিছু পেলো না। তার ছেলে হারকিলিউনাস মার্টিনার দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে রইলো।

মার্টিনা চুপচাপ তার ছেলেকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। সবাই একে অপরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করলো। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ছিলো মার্টিনার ব্যাপারে অস্বস্তি।

কারণ, সবাই জানে মার্টিনার এই নীরবতা বিশাল এক ঝড় হয়ে তাদের ওপর আছড়ে পড়তে পারে। কেউ এই পরিতৃপ্তিতে ছিলো না যে, মার্টিনাকে তারা নিরুত্তর করে দিয়েছে।

মুসলিম সেনা দল ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছে গেছে। তবে ইস্কান্দারিয়া প্রচলিত অর্থে অবরোধের আওতায় নেয়ার কোন সুযোগ ছিলো না। সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 'হালওয়া' ও 'কসরে ফারিস' এর মাঝখানের একটা অনুকূল জায়গায় তাবু ফেললেন।

এখানে সেনা ছাউনির জন্য জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক। কিন্তু মুসলিম সেনা দল তো এখানে এসেছে ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করে তা জয় করার জন্য। কিন্তু তা তো আর হচ্ছে না।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে ইস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর অসংখ্য মিনজানীক তাক করা আছে। এজন্য আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিনজানীকের আওতার বাইরে তার সেনা দলের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

এ পর্যন্ত তো তিনি অসংখ্য বিশাল বিশাল দুর্গ শহর দেখেছেন। ইস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর যতো মিনজানীক দেখা যাচ্ছে এর শিকি ভাগও অন্য কোথাও দেখেননি।

এছাড়া প্রাচীরের ওপর তীরান্দায বাহিনীর মোর্চাও রয়েছে অনেকগুলো। এ কারণে নিরাপদ দূরত্বে মুসলিম সেনা ছাউনি ফেলা হয়েছে।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব সালারকে ডেকে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন,

'রোমকরা কি দুর্গের বাইরে এসে লড়াই করবে? যদি তারা এই কৌশল না নেয় তাহলে এই শহর জয় করার জন্য আমাদের কৌশল কি হবে? আর ইস্কান্দারিয়া যদি মুসলমানরা জয় করতে না পারে তাহলে কি পুরো মিসরে মুসলমানদের দখল বজায় থাকবে?'

সালাররা যার যার পরামর্শও মতামত দিলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তার মতামত দিলেন। অবশেষে সব মতামত সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত হলো,

'আল্লাহর অশেষ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। যেকোন সময় তার অফুরন্ত রহমত নাযিল হতে পারে। তাই অবরোধ যতো দীর্ঘ হোক তাতে কিছু আসে যায় না।'...

'পারলে আমরা রসদ বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করবো। হতে পারে রোমকরা নিজেদের অপদস্থতার কথা চিন্তা করে বাইরে এসে আমাদের সাথে লড়াইয়ে নেমে পড়বে।'

প্রায় দুই মাস কেটে গেলো। কিন্তু রোমকদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। এ পর্যন্ত মুসলিম সেনা দল যতগুলো দুর্গ শহরে অবরোধ করেছে সবখানেই রোমকদের কৌশল ছিলো, বাইরে এসে অবরোধকারিদের ওপর হামলা করতো।

আর তাদের এই কৌশলের কারণে সব জায়গায় পরাজয় তরান্বিত হয়েছে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালারদেরকে বললেন,

'রোমকরা এবার তাদের যুদ্ধ কৌশল পাল্টে ফেলেছে। তাই আমাদেরও অনেক বড় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।'

মুসলমানদের রসদের যোগান আশে পাশের বসতিগুলো থেকে খুব সহজেই আসতে লাগলো।

মুসলিম সেনা ছাউনির পাশে মিকাস নামক একটা জায়গা আছে। মাস দুয়েক পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সেনা ছাউনি মিকাসে স্থানান্তর করলেন।

রণাঙ্গনীয় সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে এ জায়গাটা আরো চমৎকার। তাবু পল্লী থেকে একটু দূরে ডান দিকে সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা টিলা আছে। এর ওপর গাছগাছালির বড় সড় ঝোঁপ রয়েছে। এর নিচেও অনেক গাছ গাছালি রয়েছে। পায়চারি বা হাঁটাহাটির জন্য জায়গাটা বেশ সুন্দর ।

ওখানে যেহেতু বিপদাপদের তেমন আশংকা নেই তাই মুজাহিদরাও মাঝে মধ্যে সেখানে ঘুরে আসতো। কারণ, মাস দুয়েক ধরে রোমক বা মুসলিম বাহিনী কোন পক্ষেই কোন ধরণের নড়াচড়া নেই।

একদিন বারজন সৈন্য সেই সবুজ টিলায় হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো। আসলে টিলাটিও দেখতে এতো সুন্দর ছিলো যে, দেখলেই ওখানে যেতে ইচ্ছে করতো।

এই টিলার কারণে এমন একটা আড়াল তৈরি হয়েছে যে, ইস্কান্দারিয়া দুর্গের দিক থেকে যদি কেউ এদিকে আসেও তাকে দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সবুজ টিলায় ঘুরতে যাওয়া সেই মুসলিম সৈন্যরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আর ফিরে এলো না। কোন সৈন্যই ক্যাম্প থেকে দীর্ঘ সময় কাউকে না বলে বাইরে থাকতো না। এই সৈন্যদেরকে না পেয়ে তাদের সঙ্গীরা তাদেরকে খুঁজতে ওখানে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে খুঁজতে শুরু করলো।

খুঁজতে খুঁজতে ওরা ঘন ঝোঁপ ঝাড়ের মধ্যে চলে গেলো। তখনই আবিষ্কার করলো বারজন সৈন্যের বিক্ষিপ্ত লাশ। তাদের কাপড় চোপড় রক্তে লাল। তাদের কারো হাতে তলোয়ার নেই।

এর অর্থ হলো, রোমকরা এখানে কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিলো। তারপর তাদেরকে অসাবধান পেয়ে তাদের পেছন থেকে আচমকা হামলা করে বসেছে। তাদেরকে খাপ থেকে তলোয়ার বের করারও সুযোগ দেয়নি রোমকরা।

লাশগুলোকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খবর দেয়া হলো। কিন্তু তিনি আক্ষেপ করা ছাড়া আর কি করতে পারতেন।

এখানে শত্রু যদি সামনে থাকতো তার ওপর হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তিনি হুকুম দিলেন,

'এই সবুজ টিলায় প্রহরার ব্যবস্থা করো। বিশেষ করে রাতের বেলায় এখানে একটি ছোট ইউনিট যাতে প্রহরায় থাকে। হতে পারে রোমকরা এদিক দিয়ে এসে আমাদের ক্যাম্পে হামলা চালাতে পারে।'

এর মধ্যে দুই মাসের বেশি সময় কেটে গেলো। একদিন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সালারদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তিনি বললেন,

'বন্ধুরা আমার। তোমরা কি মুজাহিদদের মধ্যে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করোনি?...মুজাহিদরা তো এখানে লড়তে এসেছিলো। কিন্তু এতো দীর্ঘ সময় অলস সময় কাটিয়ে তারা এখন খুবই বিরক্ত।'...

'আর এখন ওদের বারজন সঙ্গীকে হারিয়ে তো ওরা বেশ ভেঙ্গে পড়েছে। অনেকের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমরা অবরোধের মধ্যে থাকলেও এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। যদিও প্রচলিত অর্থে অবরোধের কোন সুযোগই দেখা যাচ্ছে না।'

এক সালার বললেন,

'এটা তো আমরাও উপলব্ধি করছি। সিপাহসালার কি বলবেন এর কোন প্রতিকার আছে কি না।...আমার কাছে মনে হয় সেনাবাহিনীকে কোন কর্ম ব্যস্ততায় রাখলে তারা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমি আরেকটা ব্যাপারে আশংকা করছি। মুসলিম সেনারা না আবার ভাবতে শুরু করে সালারদের মধ্যে সেই তেজ ও ক্ষিপ্রতা নেই। এখন তারা নিজেদের জানের ব্যাপারে অনেক সতর্ক হয়ে গেছে।'...

'যদি তাদের ভাবনা এমন হয়ে থাকে তাহলে তো সৈন্যদের মনোবলকেও তা ক্ষত বিক্ষত করবে। আমি এর একটা প্রতিকার ভেবে রেখেছি। কারো কোন কথা থাকলে বলতে পারো।'

'সেটা হলো, এসব এলাকায় যতো অবিজিত শহর ও গ্রাম আছে সেগুলোতে হামলা করে কব্জা করা হোক। এতে আমাদের লাভ যেটা হবে সেটা হলো সেনারা তাদের পছন্দের কর্ম ব্যস্ততা পেয়ে যাবে।'...

'অন্য দিকে আমরা ইস্কান্দারিয়া হামলা করলে সে সব শহর বা গ্রামে যে রোমীয় ফৌজ আছে তারা পেছন থেকে হামলা করে বসতে পারে। আমি যদ্দুর অনুমান করতে পারছি তাদেরকে এধরণের নির্দেশই দিয়ে রেখেছে থিয়োডর।'...

'এসব এলাকার রোমকদেরকে শায়েস্তা করে রাখলে পরবর্তীতে তারা আর আমাদের চিন্তার কারণ হবে না।

সালাররা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুক্তিকে সবাই এক বাক্যে সমর্থন করলেন। তারপর সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন এই পুরো এলাকায় এই অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করা হবে।

প্রত্যেক ভাগে চার পাঁচটা করে শহর গ্রাম পড়বে। তিন অংশের সৈন্যদের জন্য তিনজন সালার নির্ধারণ করা হলো।

ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোতে এখনো সেই তিন সালারের নাম অক্ষত আছে। সেই তিন সালার হলেন,

এক. খারিজা ইবনে হুযাফা আল আদাবি।

দুই. আমর ইবনে ওয়াহাব হামিমি ও

তিন. উকবা ইবনে আমির- রাহিমাহুমুল্লাহু আনহুম।

ঐতিহাসিকরা চতুর্থ আরেক জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন বিরদান। যিনি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুক্ত করা গোলাম ছিলেন। যিনি সব সময় আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলের সঙ্গে থাকতেন।

ইতিহাসের বর্ণনা মতে বিরদানকে ইস্কান্দারিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পাঠানো হয়। তিনি খুব অল্প সময়ে সে এলাকা রোমীয় মুক্ত করেন।

এসব এলাকায় এক যোগে অভিযানে নেমে পড়লো প্রায় অর্ধেক মুসলিম সেনা দল। অন্যসব জায়গায় যা ঘটেছিলো এসব এলাকায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। রোমকরা অন্যান্য জায়গায় যা করেছে এসব এলাকায়ও তাই করেছে। কারণ, তাদের ওপর মুসলমানদের আতংক তখনো চেপে বসেছিলো।

কিছু কিছু শহরে রোমকরা বেশ কিছু সময় লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বেশি সময় ধরে রাখতে পারেনি। অস্ত্র ফেলে শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে।

আবার কিছু জায়গায় লড়াই ছাড়াই রোমকরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে। মুসলিম সেনারা কোথাও জোরজবস্তি করেনি। বরং তাদের আচরণ এমন রেখেছে যেন তারা রোমকদের দুশমন নয়। বরং তাদের বন্ধু ও হেফাজতকারি।

সালার ও মুসলিম কমান্ডাররা সব জায়গায় আগে ঘোষণা করেছেন যে, যারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে যাবে তাদেরকে আমরা মুসলমান ভাই হিসেবে বুকে জড়িয়ে নেবো।

তাদেরকে সব ধরণের নাগরিক সুবিধা দেয়া হবে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদের ওপর কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তাবে তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে হবে।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন এতে অনেকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মুসলমান হয়ে যায়।

যেসব শহরে রোমকরা লড়াই করার পর পরাজিত হয়েছে সে সব শহর থেকে বেশ কিছু মালে গনীমত চলে আসে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেগুলো সেখানেই সেনা দলের মধ্যে বন্টন করে দেন।

এভাবে তিন মাস কেটে গেলো। এখন রোমকদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এলো। রোমকদের সামান্য কিছু সৈন্য দুর্গের বাইরে এসে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে লড়াই না করেই তীব্র বেগে দুর্গের ভেতরে চলে যেতে লাগলো।

মুসলিম সেনাদলও দুর্গের দরজা পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকিতে গেলো না। কারণ, দুর্গের প্রাচীর থেকে ছুড়ে মারা মিনজানীকের পাথর ও তীরান্দাযদের তীর সহজেই ঘায়েল করে ফেলবে।

রোমকদের এই ঝটিকা আক্রমণের অঙ্গভঙ্গি করার কারণে একটা লাভ হলো মুসলিম সেনাদলের। বেশ কিছু দিন লড়াই থেকে দূরে থাকার কারণে মুসলমানদের স্পৃহা কিছুটা ভাটা পড়েছিলো সেটা এখন আবার ফিরে আসতে লাগলো।

মুজাহিদরা আবার তাজা দম হয়ে উঠলো। এখন তারা আশায় বুক বাঁধলো যে যেকোন সময় রোমকদের কয়েক ইউনিট বাইরে এসে তাদের ওপর হামলা চালাবে। তখন তাদের সঙ্গে মনভরে লড়াই করা যাবে।

আল্লাহ তাআলা চাইলে হয়তো তখন দুর্গে ঢোকার কোন পথ বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু দিন কেটে যাওয়ার পরও এমনটি ঘটলো না।

এভাবেই চলতে লাগলো। সামান্য কিছু রোমক সেনা দুর্গের বাইরে আসে। তারপর এমন আচরণ করে যেন মুজাহিদদের সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে।

ওরা আসলে চাইছে, মুসলমানদেরকে এভাবে উত্তেজিত করে তুললে তারা আক্রমণ করতে দুর্গের কাছে চলে যাবে। তখন ওপর থেকে তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করে এবং তীর ছুড়ে ঘায়েল করা হবে।

একদিন রোমকরা প্রতি দিনের মতো দুর্গের বাইরে এসে মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। কয়েকজন মুসলিম সৈন্য দৌড়ে গেলো। যাতে রোমীয়রা আজ একজনও দুর্গে ফিরে যেতে না পারে।

কিন্তু রোমীয়রা যথারীতি পিছু হটে গেলো। আর মুসলমানরা তীরের আওতায় চলে যেতে লাগলো।

মুসলিম সেনারা লড়াই না করে তীর বিদ্ধ হতে চাচ্ছে না। কিন্তু এক সৈন্য এমন উত্তেজিত হয়ে উঠে যে, সঙ্গীদেরকে ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেলো। সে ছিলো একলা। আর রোমীয়রা ছিলো অনেক।

তারা তাকে ঘিরে ধরে। তারপর তার ওপর এলোপাথারি হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার মাথা কেটে রেখে দেয়। তারপর সেটা তারা সাথে করে দুর্গে নিয়ে যায়।

এই সৈন্য ছিলো মাহাররা গোত্রের। এই গোত্রের অনেক সৈন্য ছিলো মুসলিম সেনাবাহিনীতে। এর মধ্য থেকে কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে মাথা ছাড়া তাদের সঙ্গীর লাশ উঠিয়ে আনলো।

মাহাররা গোত্রের লোকেরা এমনিতে সবসময় বেশ হাসিখুশি থাকতো। সবার সাথে বেশ আন্তরিকতা নিয়ে মিশতো। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তাদের প্রতিটি মুজাহিদ বারুদের মতো উত্তপ্ত হয়ে থাকতো।

ওরা যখন তাদের সঙ্গীর লাশ এমন মাথা কাটা অবস্থায় দেখতে পেলো তখন ঘোষণা করলো,

'এই শহীদের লাশ আমরা মাথা ছাড়া দাফন করবো না। যে করেই হোক আমরা তার মাথা নিয়ে আসবোই। আর না হয় আমরা সবাই মাথা কাটিয়ে ফেলবো।'

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরকে বললেন,

'আমি তোমাদের এই উজ্জীবিত মানসিকতার খুবই প্রশংসা করছি। কিন্তু তোমরা যা বলেছো তা তো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তোমরা দুর্গে গিয়ে লড়াই করে তোমাদের সাথীর কাটা মস্তক নিয়ে আসবে এটা তো কোনদিনও পারবে না।'...

'এভাবে তো তোমরা সবাই মারা পড়বে। আর এমন হলে মুসলিম সেনাদলের কত বড়ো ক্ষতি হবে এটা কি ভেবে দেখেছো?'

কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝতে পারলেন তাদের কাছে এসব কথা এখন যুক্তিযুক্ত মনে হবে না। কারণ, তারা এখন আবেগ তাড়িত হয়ে আছে।

তাই তিনি তাদেরকে বললেন,

'আচ্ছা তাহলে তোমরা একটা কাজ করো। অন্ধের মতো কোন একটা করে বসাটা বীরত্ব বা বাহাদুরি নয়। তোমরা যা করতে চাচ্ছো তা করলে নিজেরা তো

মারা পড়বেই সেই শহীদের কাটা মস্তকও পাবে না। রোমীয়রা যখন বাইরে আসবে তখন তাদের কারো মাথা কেটে এভাবে রেখে দিয়ো।'

এবারের কথাটা তাদের মনোপূত হলো। ওরা এক সাথে জড়ো হয়ে অঙ্গিকার করলো,

'আমরা মাথার বদলে মাথা নিয়ে তবেই ক্ষান্ত হবো।'

তাদের এই কথা শুনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠলেন,

'আসলে বনু মাহাররা কতল করতে জানে কিন্তু কতল হতে জানে না। ওরা যা বলেছে তাই করে দেখাবে।'

ঠিক একদিন পরই রোমকরা দুর্গের দরজা খুলে বের হলো। মুসলিম সেনাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করলো। তাদেরকে ভেংচি কাটলো। এই সুযোগে মাহাররা গোত্রের কয়েকজন এগিয়ে গেলো রোমকদের দিকে।

এরা এমন ভঙ্গিতে এগুতে লাগলো যেন ওদের লড়াই করার কোন ইচ্ছা নেই। রোমকরা এমন সুবোধ ছেলের মতো ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে কোন পাত্তা দিলো না। নিজেরা আরেকটু এগিয়ে এলো।

যখন ওরা বেশ কাছে চলে এলো তখনই ওদের দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। ওরা ঈগলের ক্ষিপ্রতায় তাদের দিকে ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রোমকরা লড়াই ছাড়াই পালাতে শুরু করলো।

কিন্তু বনু মাহাররার মুজাহিদরা ঠিকই এক রোমীকে পাকড়াও করলো। তারপর সেখানে ফেলে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তারপর সেটা তলোয়ারের অগ্রভাগে নিয়ে উঁচিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসলো।

তারপর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই শহীদের জানাযার নামায পড়ালেন। মাহাররার সাথীরা তাকে দাফন করলো।

আর রোমীয়র মাথাটা মাটি চাপা দিয়ে রাখলো।

মিসরের জটিল পরিস্থিতি নিয়ে বযনতিয়ায় কোসতানিস ও জেনারেল আকলিউনাস প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়লো। সামান্য একটু ভালো খবর পাওয়ার জন্য তাদের হাভাতের মতো অবস্থা হলো।

সালতানাতে রোমের ভয়াবহ পরিস্থিতি তারা দিব্য চোখে দেখছে আর ক্ষণে ক্ষণে আঁতকে উঠছে। সামনের ভয়াবহ পরিণতির ভাবনা এই দুজনকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অন্য দিকে মার্টিনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেদিনের সেই ঘটনা। সেদিন তার ছেলেকে এই সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহী থেকে নিয়ে জেনারেলরা পর্যন্ত অপদস্থ করেছে।

তার কোন হুকুম মানবে না বলে তারা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে তার মুখের ওপর। মার্টিনার নাওয়া-খাওয়া ঘুম সব যেন হারাম হয়ে গেলো। তার গায়ে যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

এমনিতে তো মার্টিনা কীরাসের ব্যাপারে অন্য রকম স্বপ্ন দেখেছিলো। কিন্তু এখন তার ব্যাপারেও হতাশ হয়ে গেছে। অনেক চক্রান্ত করেছে। কিন্তু সব তার বিরুদ্ধে গেছে।

এখন অপেক্ষা করছে শেষ আরেকটা চাল দিতে।

মার্টিনার এক খাস পরিচারিকা আছে রেবেকা নামে। সদ্য যৌবনা তরুনী। অতি রূপসী মেয়ে। দারুন সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের মালিক রেবেকা। যেকোন পুরুষ তো বটেই মার্টিনার মতো অসম্ভব এক রূপবতী নারীও তার জন্য পাগলপারা ছিলো।

ওকে প্রথম নজরে দেখেই মার্টিনা তার শাহী মহলে নিয়ে আসে। নামে মাত্র পরিচারিকা। কিন্তু মার্টিনা দিন রাত তাকে নিয়েই থাকে। তার অধিকাংশ গোপন কর্মকাণ্ডের সঙ্গীনী এই রেবেকা।

রাত দিন এক সঙ্গেই থাকে। এমনকি রাতের ঘুমের সময়ও রেবেকাকে মার্টিনার সাথে থাকতে হতো।

কিছু দিন যাওয়ার পর মার্টিনা আবিষ্কার করলো রেবেকা শুধু অতি সুন্দরীই নয় অসাধারণ মেধারও অধিকারি। দেখতে তো একেবারে চাদের টুকরোর মতো নিস্পাপ মেয়ে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এক দারুন খিলাড়ি।

এই রেবেকার জালে যেকোন পুরুষ পড়লে সে কখনো ছুটে যেতে পারবে না। মার্টিনার এমন একজন সখীর দরকার ছিলো ভীষণ। তাকে নিয়ে মার্টিনা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

মার্টিনার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় ত্রিশও হয়নি এখনো। নিজের রূপ যৌবন নিয়ে মার্টিনা সব সময় সচেতন। এখনো তার সাথে দুজনের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।

এসব সুপুরুষদেরকে রেবেকাই যোগাড় করে নিয়ে আসে। শাহী মহলে এসব বিষয়কে অতি স্বাভাবিক মনে করা হয়।

তাছাড়া ইদানিং রেবেকাকে মার্টিনা আরো আপন ভাবতে শুরু করেছে। কারণ, তার ছেলে হারকিলিউনাস তার সাথে প্রেম করছে। তার ছেলেকে তো রেবেকা তার হাতের আঙ্গুলির ওপর নাচাচ্ছে এখন।

হারকিলিউনাস তো তাকে ছাড়া মুহূর্তের জন্য থাকতে পারে না। তার সাথে অনেক দিন আগ থেকেই শারিরীক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

হারকিলিউনাসকে যেদিন সেনাবাহিনীর লোকেরা অপদস্থ করেছে সেদিনই মার্টিনা রেবেকাকে পুরো ঘটনা জানায়। মার্টিনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

'এখন পুরো ফৌজ আমার ছেলের সাথে বিদ্রোহ করছে।'

সব শুনে রেবেকা বললো,

'আমার কাছে এক জাদুকর আছে। তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। জাদুকর অনেক কিছুই করতে পারে।'

ওখানে মার্টিনার সাথে হারকিলিউনাসও ছিলো। রেবেকার কথা মা ছেলে দুজনেরই বেশ মনে ধরলো। রেবেকা বললো,

'আপনি তো জানেন আমি সবসময় একটা বাচ্চা চেয়েছি। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন এখন আমার একটা সন্তান। এজন্য আমি রাত দিন সবসময় পেরেশান থাকতাম।'...

'এতো সবাই জানে যে, বিয়ে করলে সন্তান হয়। কিন্তু শাহী মহলে আসার পর আপনার ছেলেকে দেখে আমি বিয়ের ইচ্ছে দূর করে দিই। আমরা দুজন দুজনকে পছন্দ করি।'...

'কিন্তু প্রায় তিন বছর চলে যাওয়ার পরও যখন আমি সন্তান সম্ভাবনা হলাম না তখন প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। এ সময় আমি এই জাদুকরের খোঁজ পাই।'...

'আমি জাদুকরের কাছে যাই। জাদুকর আমাকে কীসব মন্ত্র পড়ে ফুঁকে দেয়। সে রাতেই আমি সন্তান সম্ভাবনা হই। আমার মনে হয় এই জাদুকর মহিলা আপনার সব খাহেশ পূরণ করতে পারবে।'

মার্টিনা তাকে বললো,

'ঠিক আছে তুমি ওই জাদুকরকে এখানে নিয়ে এসো।'

এক বুড়ি রেবেকার সেই জাদুকর। বযনতিয়ার এক গ্রামে থাকে। জাদুকর নামেই লোকে তাকে চেনে। তার কাছে কাচের একটা বল ছিলো। এর ওপর আলো পড়লে বিভিন্ন রং হয়ে সে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

লোকজনের হাত ও মুখ দেখে ভবিষ্যতের কথা বলে। আর লোকেও তার কথা দৈব বাণীর মতো করে বিশ্বাস করে। সবাই বিশ্বাস করে জাদুকর ইচ্ছে করলে যেকোন হতভাগার ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

কিন্তু তার জাদুর দাম এতো বেশি হাকায় যে, খুব সাধারণ লোক তার ধারে কাছে ঘেষার সাহস পায় না। ধনী লোকেরাই তার আসল কাস্টমার। আর বুড়ি পয়সাওয়ালা লোক দেখলেই খুশি হয় বেশি।

মার্টিনা আর রেবেকার মতো মানুষরা এধরণের জাদুকরকেই শেষ ভরসা মনে করে। এরা নিজেদের মনের খাহেশ পূরণের জন্য এসব ঘৃণ্য মানুষের পায়ে পড়তেও দ্বিধা করে না।

জাদুকরকে লোকচক্ষুর আড়ালে এক রাতে রেবেকা নিয়ে এলো মার্টিনার কাছে। জাদুকরকে মার্টিনার কামরায় বসানো হলো। সে কামরায় শুধু জাদুকর আর মার্টিনাই রইলো। রেবেকা বেরিয়ে গেলো।

মার্টিনা প্রথমে জাদুকরনির বেশভূষা দেখলো। একে তো বয়সের কারণে তার চেহারায় বলি রেখা পড়ে গেছে। তার ওপর নানান ধরণের আকিবুকি তার চেহারায়। এমনিতে তার গায়ের রঙও কালো। মুখটা যেন আরো বেশি কালো এবং ভীষণ কদাকার।

মাথায় নোংরা একটা রুমাল বাধা। চুলগুলোতে ময়লা জমতে জমতে জট বেঁধে রশির মতো পাকানো হয়ে গেছে। কোন অদ্ভুত প্রাণীর মতো লাগছিলো।

জাদুকর কাচের বলটা মার্টিনার সামনে রাখলো। তার হাতে দুই ফিট লম্বা একটা লাঠি রয়েছে। লাঠির মাথায় পাখির বিভিন্ন রঙ্গের পালক বাধা রয়েছে। সেগুলো উড়ছে। লাঠির একদিকে কয়েকটা ছোট ছোট ঘণ্টা ও ঘুঙ্গুর সেটে রয়েছে।

জাদুকরের চোখ কেমন টকটকে লাল আর ঠোঁটের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের। তাকালে কেমন গা ছমছম করে।

খনখনে গলায় মার্টিনাকে বললো জাদুকর,

'বলো সম্রাজ্ঞী। অভাবিদের ভাগ্য আর শূণ্য থলে ভরে দেয়া রানীর কোন প্রয়োজনে আমাকে ডাকা হয়েছে? লোকে বলে প্রজাদের ভাগ্য থাকে তাদের রাজা রানীর হাতে।'

মার্টিনা উদাস কণ্ঠে বললো,

'কিন্তু রাজা রানীর ভাগ্য যে কার হাতে থাকে কে জানে। আমার মাত্র তিনটা ইচ্ছে। সেগুলো পূরণ করে দাও দেখবে তোমাকে আমি এতো বেশি সোনা দেবো তুমি এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি আমার ভাগ্য পাল্টে দাও আমি তোমার কুড়ে ঘর সোনা আর পয়সায় ভরে দেবো।'

জাদুকরনি জিজ্ঞেস করলো,

'বলো কি চাও তুমি?'

মার্টিনা দাঁতে দাঁত চেপে বললো,

'কোসতানিস যাতে মরে যায়। আমি সালতানাতে রোমের সম্রাজ্ঞী হবো। অথবা আমরা ছেলে হবে সম্রাট। তিন নম্বর হলো মিসর থেকে যাতে মুসলমানরা পালিয়ে

যায়। আর মিসর রোমের কব্জা থেকে যাতে বের না হয়। ...এগুলো পূরণ করার শক্তি কি আছে তোমার?'

জাদুকরনি মার্টিনার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললো,

'আগে দেখতে হবে। তার পর বলা যাবে। আমার মুখ দিয়ে যদি বেয়াদবি মূলক কোন কথা বেরিয়ে যায় আমাকে মাফ করে দিয়ো।'...

'কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে যেতে হবে তুমি আমার দেশের এক সম্রাজ্ঞী আর আমি তোমার প্রজা। যে আসবে তাকে তুমি এই কাচের বলের মধ্যে দেখতে পাবে। আর না পেলেও কোন অসুবিধা নেই।'

মার্টিনা বললো,

'যা ইচ্ছে হয় তুমি বলে যাও। আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারলে তুমি যা চাইবে তাই করতে পারবে।'

জাদুকরনি মার্টিনার দিকে একটু এগিয়ে এসে তার চেহারার দিকে দৃষ্টি আরো গভীর করে দিলো। যেন তার চেহারায় কোন কিছু খুঁজছে। তার বিকৃত মুখটা আরো বিকৃত হয়ে উঠলো। চেহারার ভাব কয়েকবারই পরিবর্তন হলো। বার বার তার ভ্রু কুচকে উঠতে লাগলো।

জাদুকরনি আচমকা তার একটি হাত বাড়িয়ে মার্টিনার বাম হাতটা তার দিকে টেনে নিয়ে এলো। তারপর হাতটা মেলে ধরে দেখতে লাগলো। হঠাৎ জাদুকরের অবস্থা এমন হলো যেন তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর আচমকা নিজের বুক ধরে ফোস ফোস করতে বললো,

'আরে মালিকা তুমিও তো এক জাদুকর। কিন্তু তোমার পা কোন এক জায়গায় পিছলে গেছে। সেখান থেকে তুমি আর উঠে দাঁড়াতে পারোনি। কে যেন তোমাকে বার বার ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে।'...

'মালিকা মার্টিনা, তুমি তো আমার চেয়ে অনেক ভালো জানো যে, ভাগ্য পরিবর্তন তারই হয় যে নিজের বোধ বুদ্ধি সঠিক পথে রাখতে পারে। তুমিও তাই করো। দেখবে একটা পথ বেরিয়ে গেছে।'

আরো কিছুক্ষণ মার্টিনার হাত দেখলো জাদুকরনি। তারপর আচমকা তার হাতটা এমনভাবে মার্টিনার দিকে ঠেলে দিলো যেন এটা একটা বেকার জিনিস।

এখন আবার তার কাচের বলটার দিকে দৃষ্টি গভীর করে দিলো। তার হাতে সেই অদ্ভুত লাঠি নিয়ে নিলো। এর পর ধীরে ধীরে তার চেহারা কাচের বলটার দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

মনে হচ্ছিলো কোন কিছু খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করছে। আচমকা বুড়ি তার মাথা এমন ভাবে সরিয়ে আনলো যেন কাচের গোলাটা তাকে ছোবল মারছে। এখন তো তার চোখ মুখ আরো বিকৃত হয়ে উঠেছে।

এবার হাতের লাঠি দিয়ে বলটার মধ্যে হালকা করে আঘাত করলো। আর সাথে সাথে তার হাত কাঁপতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিও থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো। ক্রমেই কাপুনি বাড়তে লাগলো।

বুড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো। আর তার পুরো শরীর থর থর করে কাপতে লাগলো। কাঁপুনির চোটে তার মুখ হা হয়ে গেলো। তার মুখের ভেতরের হলুদ হলুদ দাঁত দেখা যেতে লাগলো।

এভাবে চললো কিছুক্ষণ। তারপর সেই কাঁপুনি রূপ নিলো নাচে। বুড়ি এবার ভীষণ জোরে নাচতে লাগলো। আশংকা হচ্ছে যেকোন সময় বুড়ি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। এর সঙ্গে তার হাতের লাঠিতে সেটে থাকা ঘুঙ্গুরও বাজতে লাগলো তীক্ষ্ণ শব্দে।

এক ভৌতিক পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হলো। ধীরে ধীরে তার নাচ আর কাপুনির গতি কমে এলো। এক সময় স্বাভাবিক হয়ে এলো। এবার ছাদের দিকে তাক করে বার বার তার মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে।

তারপর তার হাতের লাঠি দিয়ে বাতাসে কয়েকবার আঘাত করলো। চার থেকে পাঁচবার এমন করলো। এবার হাতের মুঠি একবার খুললো আরেকবার বন্ধ করলো। যেন হাওয়ার মধ্যে কোন কিছু পাকড়াও করার চেষ্টা করছে। তারপর এক সময় জাদুকর বসে পড়লো।

কাঁচের গোলার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো,

'হয়ে যাবে। কিছু না কিছু হয়ে যাবে। একটা বাচ্চা লাগবে। বয়স এক মাসের বেশি হতে পারবে না। দেখবে একটা কিছু হবেই।'

মার্টিনা ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ধাক্কা খাওয়া কণ্ঠে বললো,

'কি বললে? একটা বাচ্চা? কিভাবে সম্ভব?'

জাদুকর বুড়ি নিজের কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে করতে বললো,

'হ্যাঁ, মালিকা। আমাকে একটা বাচ্চা দিয়ে দাও। যার বয়স এক মাসের বেশি হবে না। আমি তাকে আমার কাছে কিছু দিন রাখবো। তার ওপর কিছু মন্ত্র পড়তে হবে। তারপর তার কলজে বের করে তার ওপরও কিছু কাজ করবো। এরপর সেটা আমার কালনাগিনীকে খাইয়ে দেবো।'

জাদুকর তো দেখতে এমনিতেই কদাকার। তারপর এতক্ষণ যা করলো তাতে যেন আরো কুৎসিত হয়ে উঠেছে।

এখন বলছে একটা বাচ্চা হত্যা করে তার কলিজা সাপকে খাইয়ে দেবে। মার্টিনার কাছে মনে হচ্ছে সে এক প্রেতের সামনে বসে আছে। মার্টিনার মতো এমন নির্দয় মহিলাও কেঁপে উঠলো।

ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠে আবার বললো,

'বাচ্চা পাবো কোথায়?'

বুড়ি এবার নির্বিকার গলায় বললো,

'বাচ্চা পাওয়া তেমন মুশকিল হবে না। আরে এই বাচ্চা তো তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। বাচ্চা তোমার ঘরেই আছে। যেটা তুমি কিছু দিন পরই ভূমিষ্ঠ হতে দেখবে। সেটা হলো রেবেকার বাচ্চা।'

মার্টিনা ছিটকে পিছিয়ে গেলো। যেন বুড়ি তাকে ছোবল মারছে। দু দিকে মাথা নেড়ে বললো,

'না না। এটা হতে পারে না। রেবেকা তার বাচ্চা কখনো দেবে না। ও তো একটা বাচ্চার জন্য জান পর্যন্ত দিয়ে দেবে।'...

'তার এই বাচ্চা অনেক স্বপ্নের । সে তো আমাকে বলেছে এই বাচ্চা তোমার জাদুতেই সে পেয়েছে। সে এও বলেছে এই বাচ্চার বাবা আমার ছেলে। এর অর্থ আমার নাতি হবে এই বাচ্চা।'

বুড়ি খুশি হয়ে বললো,

'তাহলে তো এটা একটা শুভ লক্ষণ। এই বাচ্চার মধ্যে তোমার রক্ত আছে। তোমার ভাগ্য পুরোই পাল্টে দেবে। অন্যের বাচ্চা হলে কাজ করতো খুব দেরিতে।'...

'মালিকা, তুমি একটা কাজ করতে পারো। রেবেকার কাছ থেকে তার সন্তান কিনে নাও। তোমার কাছে তো ধনভাণ্ডারের অভাব নেই। এক কলসি সোনার মোহর পেলে দেখবে সে তার বাচ্চার কথা ভুলে গেছে।'

মার্টিনা অসহায়ের মতো বললো,

'তারপরও রেবেকা তার বাচ্চা দেবে না আমাকে। আমি হুকুম দিয়ে তার বাচ্চাকে নিতে পারবো। কিন্তু আমি এ ধরনের কোন হুকুম দেবো না। এই মেয়ের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। ওর মন আমি ভাঙ্গতে পারবো না।'

জাদুকরনি বললো,

'তাহলে তোমার এসব ইচ্ছে আর স্বপ্ন মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলো। কোন মালিকার এমন 'রহম দিল' থাকলে হয় না। কুলুপতরা হয়ে যাও। মন থেকে সব ভালোবাসা আর মায়ার জাল দূরে ছুড়ে ফেলো। বাচ্চা চুরি করো আর আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। রেবেকা যেন না জানে আমি তার বাচ্চা চেয়েছি।'

মার্টিনা চরম দুশ্চিন্তায় পড়লো। গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। মায়া মমতা তার মনেও ছিলো না। কারো প্রতিই তার এমন দরদ নেই যে, তার জন্য তার মন খারাপ লাগবে।

তবে রেবেকার ব্যাপারটা ভিন্ন। তার প্রতি মার্টিনা কি কারণে জানি দুর্বল। তাছাড়া তার পেটে এখন তার ছেলের সন্তান।

মার্টিনা যতোই নির্দয় মহিলা হোক সে তো মায়ের জাতি। একটা দুধের শিশুকে হত্যা করে তার কলিজা বের করে কাল নাগিনীকে খাওয়াবে। এমন পৈশাচিকতা তো মার্টিনা কল্পনাও করতে পারে না।

জাদুকর কিছু না কিছু বলেই যাচ্ছে। কিন্তু মার্টিনা তাকে কিছু বলতে পারছে না। জাদুকর তাকে জানালো,

'আমার তিনটা পোষা কালনাগিনী আছে। এর মধ্যে একটা নাগিন আছে। যেটা আমার বেশ কয়েকটা সমস্যার সমাধান করেছে।'

মার্টিনা মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে শুরু করলো। নিজেকে রোমের সম্রাজ্ঞীর আসনে নিয়ে গেলো। যেখানে একটা বাচ্চা কেন অসংখ্য বাচ্চা বলি হলেও তা করতে হবে।

নিজেকে চরম পাষাণের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক করলো রেবেকার বাচ্চা জাদুকরকে দিতে হবে। এর জন্য সব ধরণের মূল্য দিতে রাজি আছে।

মার্টিনা প্রায় ফিস ফিস করে বললো,

'আমি তোমাকে রেবেকার বাচ্চা দিয়ে দেবো।'

জাদুকর তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললো,

'তুমি ওর বাচ্চা দিতে পারলে আমি তোমার তিনটা আশাই পূরণ করে দেবো।'

মার্টিনা বুড়ির হাতে স্বর্ণমুদ্রার দুটি থলে দিয়ে বললো,

'কাজ হয়ে গেলে এক পাহাড় ভরে সোনা দেবো তোমাকে।'

জাদুকরনি চলে যেতেই রেবেকা ছুটে এলো মার্টিনার কামরায়। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'কি বলেছে বুড়ি? আপনার কাজ হয়ে যাবে?'

মার্টিনা শুকনো গলায় জবাব দিলো,

'হ্যাঁ রেবেকা হয়ে যাবে।'

পরিচারিকাদের কামরাগুলোর মধ্যে যে কামরাটা সবচেয়ে ভালো ছিলো রেবেকা সেটার মধ্যে থাকতো। রেবেকা তার কামরায় চলে গেলো। কারণ, বেশি সময় ছুটোছুটি করতে পারতো না।

দশ বারদিন পর রেবেকার বাচ্চা হলো। মার্টিনা শাহী হাকিম ও শাহী সেবিকাদেরকে তার জন্য নিয়োগ দিলো। তার বাচ্চাকে দেখতে গেলো মার্টিনা ও তার ছেলে হারকিলিউনাস।

বাচ্চাকে দেখে মার্টিনা ও হারিকিলিউনাস দারুন খুশি। অসম্ভব ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে রেবেকার। রেবেকা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

বাচ্চা পেয়ে রেবেকা এতোই আবেগাপ্লুত ছিলো যে, বিশ বাইশ দিন মার্টিনার ওখানেও যায়নি সে। বাচ্চাকে নিয়েই রাত দিন একাকার করে দেয়।

তারপর একদিন মার্টিনার ওখানে যায়। তার বাচ্চাকে দেখার তো মানুষের অভাব নেই। তারপর থেকে স্বাভাবিক কাজ কর্মে সে যোগ দেয়। কাজের ফাঁকে কখনো বাচ্চাকে দেখে আসে। আবার কখনো সাথে করে নিয়ে আসে। একটু পর আবার রেখে আসে।

এক রাতে রেবেকা তার কাজ কর্ম শেষ করে কামরায় ফিরে যায়। একটু পর রেবেকাকে মার্টিনা আবার ডেকে পাঠায়। রেবেকা ওখানে গেলে মার্টিনা তাকে আরেকটা নতুন কাজে লাগিয়ে দেয়।

এদিকে রেবেকা দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলে। কিন্তু মার্টিনা তাকে যেতে না দিয়ে গল্প জুড়ে দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকে এভাবে আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। রেবেকা চলে যায়।

একটু পরই রেবেকার চিৎকার চেচামেচি আর কান্নার আওয়াজে শাহী মহলের এই অংশ ভারি হয়ে উঠে। মার্টিনা দৌড়ে যায়।

মার্টিনা সেখানে ঘাবড়ে যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে,

'আরে রেবেকা কী হয়েছে তোমার?'

বুক চাপড়ে রেবেকা বলতে থাকে,

'আমার বাচ্চাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিলাম। আপনার ওখান থেকে এসে দেখি আমার বাচ্চা আর নেই।'

হারকিলিউনাসও সেখানে দৌড়ে আসে। বাচ্চার খবর পেয়ে সেও উম্মাদের মতো হয়ে উঠে। ছেলের এ অবস্থা দেখে মার্টিনা এবার নিজেও চিৎকার চেচামেচি জুড়ে দেয়।

ওখানে যতো রাজ কর্মচারি ছিলো সবাইকে জড়ো করে মার্টিনা হুকুম করে,

'যাও সবাই বাচ্চাকে খুঁজতে থাকো।'

হারকিলিউনাস বলে,

'চারদিকে খুঁজে বের করো। যে বের করতে পারবে তাকে এক লাখ দীনার পুরস্কার দেয়া হবে।'

হারকিলিউনাস তো শাহী মহলের প্রহরীসহ সবাইকে গালাগাল করতে লাগলো। বলতে লাগলো,

'বাচ্চা পাওয়া না গেলে সবগুলোর গর্দান উড়িয়ে দেবো।'

এই ছেলে তো জানে না তার মা জানে তার ও রেবেকার বাচ্চা কোথায়?

এখনো মুসলিম সেনারা ইস্কান্দারিয়ার বাইরে থেকে মাঝে মধ্যে রোমকদের ঝটিকা হামলা রোখে যাচ্ছে। কিন্তু রোমকরা চূড়ান্ত কোন হামলা করবে বলে মনে হচ্ছে না।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তাড়াহুড়ার পক্ষে ছিলেন না। অবরোধ যতো দীর্ঘই হোক তার ধৈর্যে কেউ সামান্য চিড়ও ধরাতে পারবে না।

আর এতে তার সেনা দলের লাভও হচ্ছে। খুব বেশি যারা আহত ছিলো তারা এতো দিনে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আরো কিছু সময় গেলে তারা আরো তাজাদম হয়ে উঠবে।

রসদের সংকট একটা বিশাল সেনা দলকে ভীষণ দুর্বল করে ফেলে। কিন্তু মুসলিম সেনা দলের এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি।

ইস্কান্দারিয়ার কাছের যেসব শহর বা গ্রাম জয় করেছে সেখান থেকে মরুভূমির বেদুইনরা খুব সহজেই রসদ সংগ্রহ করে বিশাল মজুদ করে ফেলেছে।

তবে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইস্কান্দারিয়ার ভেতর যাতে স্থল পথে কোন রসদ যেতে না পারে সে ব্যবস্থা খুব ভালো ভাবে করে রেখেছেন।

কিন্তু তিনি জানতেন এদিক দিয়ে রসদের পথ বন্ধ রাখলেও সমুদ্র পথ রোমকদের জন্য উন্মুক্ত। সেটা তো আর বন্ধ করা যাবে না। সবচেয়ে বড় মুশকিলে ব্যাপার ছিলো প্রকৃত অর্থে ইস্কান্দারিয়া শহর অবরোধ করার কোন উপায় বের করা যাচ্ছে না।

তারপরও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন,

'এটা ঠিক যে, ইস্কান্দারিয়ার ভেতরে রসদের এমন পর্যায়ে যাবে না যে, সেখানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তবে এতো দীর্ঘ অবরোধের কারণে হয়তো এক সময় এটাকে নিজেদের অপদস্থতা মনে করবে ওরা।'

রোমীয় যতো জেনারেল বিভিন্ন জায়গায় ছিলো সব ইস্কান্দারিয়ায় এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আসকাফে আজম তো আগ থেকেই ছিলেন। তার মিশনারী সব ঝারিঝুরি এতো দিনে খতম হয়ে গেছে।

ক্রিস্টি ও তার বাবা যখন বন্দি হয়ে মুসলিম সেনা ছাউনিতে আসে তখন দুজনই বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলো। ওরা তো আসলে ছিলো যুদ্ধবন্দি। যাদেরকে কোথাও কৃতদাসের বেশি মর্যাদা দেয়া হয় না।

ক্রিস্টির বাবার এই আশংকা ছিলো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাদেরকে খোলা কয়েদির মর্যাদা দেয়া হয়। এখানকার কমান্ডার তাদেরকে বলে দেন,

'আপনারা সব জায়গায় যেতে পারবেন কিন্তু পালানোর চেষ্টা করবেন না। তাহলে শিকল পরিয়ে রাখা হবে।'

তার বাবার আরেকটি আশংকা ছিলো ক্রিস্টির অসম্ভব রূপ যৌবন নিয়ে। তার বাবা ধরেই নিয়েছিলো তার মেয়ের প্রতিটি রাত কোন না কোন সালারের তাবুতে কাটবে।

ক্রিস্টিকে নারী মহলের তাবুতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারপরও তার বাবার আশংকা কাটলো না। প্রতিটি মুহূর্ত এ আতংকে থাকতো যে, যেকোন সময় তার মেয়েকে কোন সালার দাসী বাদি বানিয়ে নেবে।

কিন্তু কারয়ুন থেকে ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত এতো গুলো রাত কেটে গেলো; কেউ এ পর্যন্ত তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তার যে অস্তিত্ব আছে এটাই যেন কেউ অনুভব করছে না।

ক্রিস্টিকে যেসব মেয়েদের সাথে থাকতে দেয়া হয়েছে তাদের সবাই মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজন।

এর মধ্যে কয়েকজন রোমীয় মেয়েও আছে। যারা মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তাদের সাথে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

ক্রিস্টির এদের সাথে বেশ ভাব জমে যায়। সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় শারিনার সঙ্গে। ও জানতে পারে, শারিনা হেরাকলের খান্দানের মেয়ে। রাজ মহলের জীবনকে লাথি মেরে চলে আসে ইসলামের শিবিরে।

হাদীদ বিন খাযরাজ নামক এক মুজাহিদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলে এবং তার সাথে শারিনার বিয়ে হয়ে যায়।

ক্রিস্টি ভাবতে লাগলো শাহী মহল থেকে শারিনার মতো এতো সুন্দরী মেয়ে যখন এভাবে স্বেচ্ছায় এই তাবুর জীবনকে বেছে নিতে পেরেছে তাহলে নিশ্চয় এর মধ্যে অজানা কোন ব্যাপার আছে।

শারিনারও ক্রিস্টির প্রতি আগ্রহ কম ছিলো না। ক্রিস্টি তো তাকে ও অন্যান্য মেয়েদেরকে তার ব্যাপারে মিথ্যা বলে এসেছে। তার বাবা জুলুমের শিকার। তাকে অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা হয়েছে।

তার নিজের আশংকার কথা তাদেরকে জানিয়েছে না জানি তার বাবার ওপর কেমন জুলুম অত্যাচার করা হয়। আর তাকে কেমন খেলনার পাত্র বানানো হয়।

ক্রিস্টি একদিন বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

'দিন দিন আমার বিস্ময় আরো বাড়ছে একারণে যে, এতো দিন হয়ে গেলো একজন সালারও আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো না। আমার মতো এতো সুন্দরী মেয়ের জন্য দুনিয়ার যেকোন পুরুষই তো নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।'...

'আমার কখনো মনে হয় এই বেদুইন জাতির কাছে সুন্দর বা রূপ যৌবনের পরিচয়ই ভিন্ন। সম্ভবত আমি তাদের চোখে সুন্দরী নই।'

শারিনা ও অন্যান্য মেয়েরা ক্রিস্টির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো। শারিনা তাকে বললো,

'ক্রিস্টি শোনো। যাদেরকে তুমি বেদুইন বলছো তারা আসলে বেদুইন নয়। আর রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপারে আরব অনারব সব সমান। একজন পুরুষের কাছে যে মেয়ে সুন্দরী সারা দুনিয়ার পুরুষের কাছে সে মেয়ে সুন্দরী। রূপ সৌন্দর্যের পূজারি সবাই।'...

'তুমি যেমন ভাবছো এটা আসলে মাপকাঠির বিষয় নয়। এটা চারিত্রিক শক্তির বিষয়। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। কোন এক সালারের তাবুতে গিয়ে নিজেকে পেশ করে দেখো।'...

'তোমার নাঙ্গা শরীর তার সামনে তুলে ধরো। দেখবে তোমার দিকে এক নজর না তাকিয়ে তোমাকে কাপড় পরিয়ে সসম্মানে তাবু থেকে বের করে দেবে। তুমি সেখান থেকে এই উপলব্ধি নিয়ে আসবে যে, এখানকার কোন পুরুষেরই যোগ্য নও তুমি।'

ক্রিস্টি বললো,

'আমার পরীক্ষা করার দরকার নেই। আমি তো প্রথম থেকেই অনুভব করেছি এখানকার লোকদের রুচি বলতে কোন জিনিস নেই। কোন অনুভূতি নেই। নাকি মেয়ে মানুষের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। কখনো কখনো মনে হয় এদের কাছে আমি এক কুশ্রী আর অতি কদাকার মেয়ে।'

ওখানে এক রোমীয় নৌ মুসলিম মেয়ে ছিলো। সে ক্রিস্টিকে বললো,

'এই আরবরা রুচিহীন নয়। আর তুমিও কদাকার মেয়ে নও। মেয়ে মানুষের প্রতি এদের আগ্রহ কেন থাকবে না? এদের কি ঘর সংসার নেই? এদের কি ছেলে মেয়ে নেই?'...

'আসলে তুমি যে শিক্ষা নিয়ে বড়ো হয়েছো। যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছো সেখানে ছিলো শুধু ভোগ আর প্রবৃত্তির পূজা। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের ব্যাপারে এধরণের নির্বিকার থাকার শিক্ষা সেখানে কখনো দেয়া হয়নি।'...

'আমিও তো একজন রোমীয় মেয়ে। কতো পুরুষের ভোগের অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে তার হিসাব তো আমার কাছে নেই। আমি জানি তোমার এবং সমস্ত রোমক মেয়ের অভিজ্ঞতাও আমার মতোই।'...

'ক্রিস্টি, রহস্যের কথা শুনবে? তোমাদের সবার মনের প্রশ্ন এতো সামান্য সংখ্যক সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গের পর দুর্গ শহরের পর শহর জয় করে এখন ইস্কান্দারিয়া জয়ের স্বপ্ন কিভাবে দেখছে?'...

'এর উত্তর তোমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারোনি। এর উত্তর হলো মুসলমানদের সব মনোযোগ আর আগ্রহ তোমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের দিকে কখনো নিবদ্ধ হয় না।'...

'তাদের সব নজর থাকে আল্লাহ তাআলার ওপর। তার সন্তুষ্টির ওপর। যেকোন মেয়েকে এরা শুধু একজনের জন্য অর্থাৎ তার স্বামীর জন্যই উপযুক্ত মনে করে। তারপর সবার জন্য মনে করে হারাম।'

ক্রিস্টি এমনিতে বেশ হাসি খুশি মেয়ে। সবার সাথে খোলা মনে মেশে। মনের কথা মনে রেখে গুমড়ো মুখ করে থাকে না। হুটহাট করে বলে ফেলে। সে খোলা মনেই বললো,

'হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেখানে মেয়েদেরকে নিয়ে এধরণের চিন্তা ভাবনা করার মানুষই নেই।'

এতো দিন তো ক্রিস্টি নিজের ব্যাপারে খ্রিস্টান পাদ্রীর শেখানো কথাই বলে যাচ্ছিলো। যেগুলোর অধিকাংশই ছিলো মিথ্যা। সে দিনের পর থেকে সে সত্য উগড়াতে শুরু করলো। শারিনাদেরকে একদিন সে বললো,

'আমি আসলে বিষযুক্ত অতি রূপসী একটা তীর। যে অতি সহজে তার শিকারের বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। আমার মতো মেয়েদের না থাকে কোন ধর্ম আর না থাকে কোন দেশের পরিচয়।'

আরেক দিন ক্রিস্টি তার আসল পরিচয়ের কথাও ফাঁস করে দেয়। শারিনাকে সে একদিন কথায় কথায় বলে ফেলে,

'জানো শারিনা আমি যাকে তোমাদের কাছে আমার বাবা বলে পরিচয় দিচ্ছি ইনি আসলে আমার বাবা নন। আসলে আমার আসল বাবা যে কে তাও আমি জানি না। জানি না কে আমার মা।'...

'আমার মনে আছে আমার বয়স তখন সাত আট। আমাকে যারা লালন পালন করেন তারা অনেক আদর যত্ন করে আমাকে বড় করেন। ধীরে ধীরে আমার আসল মা বাবার কথা ভুলে যেতে থাকি। এক সময় তা আমার স্মৃতি থেকেই হারিয়ে যায়।'...

'আমাকে প্রতিদিন গির্জায় নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর অনেক কিছু শেখাতো ওখানে। সেই বয়স থেকেই আমাকে শিক্ষা দেয়া হতে থাকে মানুষকে কিভাবে হাতের আঙ্গুলির ইশারায় নাচানো যায়। পুরুষকে কি করে নারীর রূপ যৌবন দিয়ে মোহগ্রস্ত করে তার হাতের পুতুল বানানো যায়।'...

'শুধু কাগজে কলমে না বাস্তবে সেটা করিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শিকারের আবেগ ভালোবাসা উস্কে দিয়ে কিভাবে তার জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা ভাবনা নিজের কব্জায় নেয়া যায় এই শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে এর প্রয়োগও দেখিয়ে দিয়েছে। এক রূপসী কালনাগিনী বানানো হয় আমাকে।'

ক্রিস্টি তারপর ইস্তিফাতকে কিভাবে তার হাতের মুঠোয় এনেছিলো সে ঘটনা বলে। সে জানায় ইস্তিফাত এতোই উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলো যে, এক সালারকে নিজেই হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু পরে সে নিজেই মারা পড়ে।

শারিনা ক্রিস্টিকে বললো,

'ইস্তিফাত আসলে মিসরের বেদুইন ছিলো। মুসলমান ছিলো না। সে কোন আরবও ছিলো না। যদি সে মুসলমান হতো কখনো তোমার জালে পা দিতো না। বরং তুমিই ওর গুণমুগ্ধ হয়ে যেতে।'

ক্রিস্টি বললো,

'আমার বয়স ষোল হওয়ার আগে তো সুন্দরী সুন্দরী মহিলারা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু তারপর আমাকে পুরুষ গুরুদের হাতে তুলে দেয়া হয়। অনেক পুরুষ উস্তাদ আমাকে প্রশিক্ষণ দেয়।'...

'পুরুষ উস্তাদদের যে কেউ আমাকে প্রশিক্ষণ দিতে এসেছে তারা প্রথমে আমার রূপ যৌবনের স্বাদ নিয়ে পরে যা কিছু শেখানোর শিখিয়েছে। আমিও একে কখনো

দোষনীয় মনে করতাম না। মনে করতাম এটাই স্বাভাবিক। বরং এজন্য আরো উদগ্রীব হয়ে থাকতাম।'...

'শুনলে তোমাদের বিশ্বাস হবে কি না জানি না, যাকে আমি আমার বাবা বলি এ লোকও আমাকে রেহাই দেয়নি। অথচ এই মুসলমানরা যেন জীবন্ত পাথর। সত্যিই চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।'

শারিনা তাকে বললো,

'ক্রিস্টি তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তারপর কাউকে ভালো লাগলে আমাকে বলো। আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।'

ক্রিস্টি হেসে বললো,

'বিয়ের কথা তো আমি কোনদিন চিন্তাও করিনি। ধর্ম বলতে যে একটা জিনিস আছে এটারও কোন গুরুত্ব দিইনি আমি। আমাকে বলা হয়েছে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের শত্রু। ইসলামকে খতম করতে হবে।'...

'এখন আমার এসব ভাবনা আমূল বদলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে আমি মুসলমানদের জন্য একটা কিছু করতে চাচ্ছি। তাদের ব্যাপারে অন্যরকম এক শ্রদ্ধাবোধ আমি অনুভব করছি। আমি তাদের জন্য কিছু একটা করতে চাই।'

এক নৌ মুসলিম মেয়ে বললো,

'তুমি যেমন ভাবছো তেমন কিছুই করতে পারবে না।'

ক্রিস্টি তাকে বাধা দিয়ে বললো,

'আমি অনেক কিছু করতে পারবো। আমার কাছে মানুষকে হাতের মুঠোয় পুরে নেয়ার ক্ষমতা আছে। আমি চাই মুসলমানরা আমাকে কাজে লাগাক। আমি গোয়েন্দাবৃত্তিও করতে পারবো।'...

'মুসলিম সালাররা যদি চায় আমি রোমীয় জেনারেলদেরকে কতল করতে পারবো। এটা না হলে আমি তাদেরকে পরস্পরের শত্রু বানিয়ে তুলতে পারি। আমাকে ইস্কান্দারিয়ায় কোনভাবে শুধু ঢুকিয়ে দাও।'

শারিনা এবার খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

'ক্রিস্টি, ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়েদেরকে এভাবে ব্যবহার করা অনেক বড় পাপের কাজ। মুসলমানরা শুধু নিজেদের মেয়েই নয় দুশমনের মেয়েদের আবরু হেফাজতের জন্য জান দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু ভেবে দেখো। সামনে এক দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সেটা যেন সম্মানজনকভাবে কাটে সে ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

ক্রিস্টির মাথা নিচু হয়ে এলো। তার চোখ দুটো ভিজে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললো,

'হায়, আরো আগে যদি তোমাদের সাথে আমার পরিচয় হতো।'

মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে মিসরের খবর আসার প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই প্রথম চার মাসের বেশি সময় কেটে গেলো মিসর থেকে কোন খবর আসছে না।

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে এজন্য সংশয় দানা বাধতে লাগলো। এই শংয়ের ব্যাপারটাও এক সময় তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। তিনি 'মজলিসে শূরা'- উপদেষ্টা কমিটিকে ডাকলেন পরামর্শের জন্য।

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে তিনি তার উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমার মতো কি তোমরা মিসরের ব্যাপারে পেরেশান নও? চারটি চাঁদের উদয় অস্ত ঘটেছে কিন্তু আমর ইবনুল আসের পক্ষ থেকে কোন খবর আসছে না। এই সেনাবাহিনীই তো মিসরের একে একে অজেয় সব দুর্গ জয় করেছে। সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে।'...

'তাহলে এখন কেন ইস্কান্দারিয়ার দুর্গের বাইরে বসে আছে। কেন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না? আচ্ছা এমন কি হতে পারে যে, এটাকেই খুব সুন্দর এক মনযিল মনে করে ওখানেই রয়ে যাওয়ার ফিকির করছে?'

এক উপদেষ্টা বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন। আমর ইবনুল আস তো এমন দায়িত্বহীন সিপাহসালার নন। আরো কিছু দিন অপেক্ষা করলে মনে হয় ভালো হয়।'

আরেকজন বললেন,

'শুনেছি ইস্কান্দারিয়া অসম্ভব মজবুত ও অজেয় দুর্গবেষ্টিত শহর। এটা মিসরের শেষ দুর্গ। এরপর তো বিশাল সাগর। এক পাশে আছে শত শত পাহাড়ের সারি।... এজন্য মনে হয় কয়েক মাস সময় বেশি লাগতে পারে ইস্কান্দারিয়া জয় করতে। আর এটা খুব বেশি সময়ও নয়।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আল্লাহর কসম, আমি এই সব দিক ভেবে দেখেছি। আরে মিসরের ভাবনা তো প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ইস্কান্দারিয়া আজনাদীনের চেয়ে বেশি মজবুত নয়।'...

'শুধু তাই নয়। তখন তো হেরাকল জীবিত ছিলেন। রোমের ফৌজ ছিলো সজাগ আর তাজাদম এবং অসম্ভব শক্তিশালি। রোমকরা মনে করতো বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতিরোধকারি দুর্গ আজনাদীন।'...

'তাদের বিশ্বাস ছিলো আজনাদীন হাতছাড়া হয়ে গেলে বায়তুল মুকাদ্দাসও হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ওরা বায়তুল মুকাদ্দাসে নিজেদেরকে এমন মনে করতো যেন হযরত ঈসা (আ)-এর কবর তাদেরকে হেফাজত করছে।'...

'অথচ এই আমর ইবনুল আসই তো রোমকদের মতো পরাশক্তিকে হতবিহ্বল করে আজনাদীন জয় করে নেয়। তারপর ছিনিয়ে নেয় বায়তুল মুকাদ্দাস। আজ কেন এই রোমকদের সামনে তার মতো এমন বীর সাহাবী অসহায়ের মতো বসে আছে?'...

'এখন তো রোমকরা আগের চেয়ে অনেক বেশি আতংকগ্রস্ত, দুর্বল। মনোবলহারা। এ ছাড়া বযনতিয়ায় হেরাকলের পর তার ছেলে কসতনতীনও মারা গেছেন। ক্ষমতা ও সিংহাসন নিয়ে সেখানে চলছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। এই পরিস্থিতি থেকে তো আমরের ফায়দা উঠানো উচিৎ ছিলো।'

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,

'আপনার কি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর কোন সংশয় আছে?'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন,

'হ্যাঁ আমার ভাই। আমার সংশয় তো অবশ্যই আছে। আমর ও তার বাহিনীর মানসিক অবস্থায় কোন পরিবর্তন এসে থাকতে পারে। যে কারণে ওদের মন থেকে শাহাদাতের সেই ব্যকুলতা ও জযবা অনেকটা কমে গেছে।'...

'মিসরের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অঢেল সম্পদ আর মোহনীয় ও লোভনীয় জীবন ব্যবস্থা ওদেরকে আকড়ে ধরেছে। তোমরা যদি বলো ঘটনা তা নয় তাহলে এধরণের কোন কারণ তো অবশ্যই আছে যেটা ওদেরকে বদলে দিয়েছে।'...

'আমর ইবনুল আসকে কি পয়গাম পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করবো, না এতো দীর্ঘ নীরবতার কারণ কি? তার সৈন্যদের মানসিক অবস্থা কি?'

সবাই এক সঙ্গে রায় দিলো এখনই পয়গাম লিখে দ্রুত গতির কোন পত্রদূতকে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

ইতিহাসের অনবদ্য অক্ষরে সেই পয়গামের প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষিত আছে। ইবনুল হাকাম, মিকরাজী বালাযারীর বর্ণনায় এভাবে লেখা আছে,

'আমি হয়রান হচ্ছি দু'বছর ধরে তোমরা মিসর অভিযানে লড়ে যাচ্ছো। কিন্তু এখনো মিসর জয় শেষ করতে পারোনি। তোমরা এখন মিসরের শেষ দুর্গ শহরে অবস্থান করছো। এখনো সেটা জয় করতে পারোনি।'...

'এতো দিন হয়ে গেলো তোমাদের পক্ষ থেকে কোন পয়গাম আসছে না। কোন খবর আসছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রথম প্রথম যে জযবা ও ঈমানের দীপ্তি তোমাদরে মধ্যে ছিলো সেটা এখন নেই।'...

'শত্রু দেশে থেকে তোমাদের ওপর এই প্রভাব পড়েছে যে, পার্থিব মোহগ্রস্ততা তোমাদেরকে জাপ্টে ধরেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আর সাহায্য করবেন না।'...

'আমি চার বিখ্যাত সালার তোমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছিলাম। আর বলেছিলাম এরা একেকজন এক হাজার মুজাহিদের সমান। মনে হচ্ছে এরা দুনিয়ার জাদুর জালে পা দিয়েছে। আর তুমিও পার্থিব লালসার জালে জড়িয়ে গেছো।'...

'আমার এই পয়গাম পুরো লশকরকে শুনিয়ে বলবে কেউ যাতে নিজেদের মনোবল ও জযবায় সামান্য আচড় লাগতে না দেয়। আমার পাঠানো চার সালারকে সবার সামনে রাখো। আর আল্লাহর নামে তাদেরকে ইস্কান্দারিয়ার সেনাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে চার সালারের কথা বলেছেন তারা ছিলেন বিখ্যাত এই চার সাহাবী।

১. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
২. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
৩. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও
৪. হযরত মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই পয়গাম আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে পৌছে গেলো।

ঐতিহাসিকরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, অন্য যেকোন জেনারেল এ ধরণের পয়গাম পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হতো। কারণ, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা দুটো নয় অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন।

অন্য কেউ হলে কম পক্ষে এতোটুকু তো অবশ্যই বলতো যে, দূর থেকে তো অনেক কিছুই বলা যায়। এখানে এসে দেখলে এমন কথা বলতেন না। আমরাও তো এখানে বসে নেই। ইস্কান্দারিয়া জয় করার ব্যাপারে আমাদের তাগিদ আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব ঠান্ডা মাথায় চিঠিটা পড়লেন। তারপর নিজে নিজে চিঠিটা বিশ্লেষণ করলেন। বিড় বিড় করে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন একটুও বাড়িয়ে বলেননি। ইস্কান্দারিয়ায় আমরা অনেক সময় ব্যয় করেছি। কিন্তু কোন ফলাফলে পৌছতে পারিনি। আমীরুল মুমিনীনের সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

তিনি তখনই আমীরুল মুমিনীনের নামে পয়গাম লেখালেন। ইতিহাসে ফিরতি পয়গামের বিষয়বস্তু কি ছিলো সেটা পাওয়া যায় না। শুধু এতো টুকু পাওয়া যায় যে,

'আমাদের সেনা দলের মনোবল একনিষ্ঠতা জযবা ঈমানের দীপ্তি আগের মতোই আছে। তবে ইস্কান্দারিয়া শহরটা এরকম যে এ শহর চার দিক থেকে অবরোধ করা সম্ভব নয়। এ কারণে এ শহর জয় করতে সময় লাগছে। প্রত্যেকটা মুজাহিদ এ শহর জয় করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পুরো সেনা দলকে এক জায়গায় জড়ো করলেন। সবাইকে আমীরুল মুমিনীনের পয়গাম পড়ে শোনালেন। তারপর সেনাবাহিনীর সবাইকে নির্দেশ দিলেন,

'সবাই অযু করে আবার এই ময়দানে ফিরে আসো।'

সবাই অযু করে আসলে তিনি চার রাকআত নফল নামায পড়লেন। তাকে অনুসরণ করে সালার সিপাহী সবাই নফল নামায আদায় করলেন।

নামাযের পর পুরো সেনা দলকে নিয়ে দুআর জন্য হাত উঠালেন। হাত উঠিয়েই কিছু বলার আগেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পুরো সেনা দলে কান্নার রোল উঠলো। চোখের জলে সবার বুক ভেসে গেলো।

দুআ শেষে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘোষণা দিলেন,

'এখন থেকে যেকোন সময় ইস্কান্দারিয়া হামলা করা হবে।'

এই ঘোষণা শেষ হতেই পুরো সেনাদল তাকবির ধ্বনি করে উঠলো। তাদের মধ্যে নতুন এক প্রাণ সঞ্চার হলো। শ্লোগান-মুখর হয়ে সেনারা যার যার তাবুতে ফিরে গেলো।

ইবনুল হাকামের বর্ণনায় রয়েছে, সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন যার যার তাবুতে চলে গেলো তখন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার তাবুতে সালারদেরকে ডাকলেন।

তারপর সবাইকে নিয়ে ইস্কান্দারিয়া হামলার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। এই পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি এমন কোন দিক নেই এমন কোন উপায় নেই যা নিয়ে ভাবেননি।

কিন্তু সবগুলোই তার কাছে মনে হলো অপূর্ণাঙ্গ। তার সামনে ব্যর্থতার সম্ভাব্য পরিণতি ভেসে উঠতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে তিনি ক্লান্ত হয়ে খেই হারিয়ে মাটিতে প্রায় বসে পড়লেন। তারপর উবু হয়ে শুয়ে পড়লেন।

তার এ অবস্থা দেখে সবাই ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। তার দিকে ছুটে এলো। কিন্তু তিনি সাথে সাথে উঠে বসলেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

'আমি সব দিক ভেবে দেখেছি। সব উপায় বিবেচনা করে দেখেছি। তারপর এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, এই সংকটময় অবস্থা থেকে তিনিই আমাদেরকে উত্তীর্ণ করবেন যিনি শুরুতে আমাদেরকে উত্তীর্ণ করেছিলেন।'

আসলে তিনি এক আল্লাহর প্রতি তার অটল বিশ্বাসের ঘোষণা দিলেন। সেখানে উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন,

'ইস্কান্দারিয়ায় হামলার সময় ইসলামের ঝাণ্ডা থাকবে আমার হাতে'।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কথায় আরো উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, ঝাণ্ডাধারী হিসেবে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা ভেবে রেখেছিলেন।

যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের সব মনোযোগের কেন্দ্র থাকে বিপক্ষ দলের ঝাণ্ডার দিকে। কারণ, ঝাণ্ডা ফেলে দেয়ার অর্থ হলো পুরো দলকেই কুপোকাত করা। এজন্য ঝাণ্ডাধারীকে জান পর্যন্ত দিয়ে দিতে হয়।

যাহোক আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঝাণ্ডা তুলে দিলেন উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে।

ইস্কান্দারিয়া হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হামলা করা হবে আর দিন কয়েক পর।

নির্ভরযোগ্য তিন ঐতিহাসিক লিখেছেন, মদীনার পয়গামে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এও উল্লেখ করেছেন,

'ইস্কান্দারিয়া হামলা করা হবে জুমুআর নামাযের পর। কারণ, তখন আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত নাযিল হয়। আর এ সময়টা দুআ কবুলের সময়। আল্লাহ তাআলার সাহায্যের মুহূর্ত।'

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো উল্লেখ করেন,

'হামলা করার আগে যাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করে দুআ করা হয়।'

জুমুআর দিন আসতে আরো চার পাঁচদিন বাকি আছে। এখন সবাই একটু খোলামেলা হয়ে ঘোরা ফেরা করছে। ক্যাম্পের বাইরে থেকেও ঘুরে আসছে। স্থানীয় লোকেরা কৌতুহলী হয়ে মাঝে মধ্যে মুজাহিদদের ক্যাম্পে এসে তাদেরকে দেখে যাচ্ছে।

এর মধ্যে একদিন তিন মিসরী তিনটা গালিচা নিয়ে সেনা ছাউনির সামনে এসে দাঁড়ালো। ওখানে যে ক'জন মুজাহিদ ছিলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরা গালিচাগুলো মেঝেতে বিছিয়ে দিলো।

গালিচাগুলো দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর ছিলো। সবাই হাত দিয়ে ধরে ধরে গালিচা দেখতে লাগলো। এক সেনা বললো,

'এগুলো তোমরা এখানে কেন নিয়ে এসেছো? এখানে তো কোন ক্রেতা নেই। কেউ কেনার নেই এখানে।'

তিন মিসরির একজন বললো,

'আমরা তো এখানে গালিচা বিক্রি করতে আসিনি। আপনাদের সিপাহসালারের জন্য নিয়ে এসেছি। তাকে আমরা উপহার দেবো। তিনি এর ওপর নামায পড়বেন।'

এক মুজাহিদ বললো,

'প্রথম কথা হলো আমাদের সিপাহসালার তোমাদের সাথে কোন কারণ ছাড়া সাক্ষাত করবেন না। আর করলেও তিনি এই উপহার গ্রহণ করবেন না। আমাদের এখানে উপহার গ্রহণের রেওয়াজ নেই।'

আরেকজন বললো,

'আমাদেরকে শুধু উনার তাবু পর্যন্ত পৌছে দিন। আমরা মুসলমানদের আচার আচরণে এবং আপনারা আমাদের সাথে যেমন ভাইয়ের মতো মিশছেন এতে আমরা সীমাহীন মুগ্ধ। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই গালিচাগুলো সিপাহসালারের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি।'

মুজাহিদরা ওদেরকে অনেক বোঝালো। তারপর বললো,

'আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা তো হবেই না। যদি কাকতালীয়ভাবে সিপাহসালারের সাথে কোথাও দেখা হয়েও যায় তবুও তিনি কোনভাবেই এগুলো নিবেন না। আমাদের সিপাহসালার আমাদেরকে নিয়ে মেঝেতে নামায পড়েন। তার জন্য নরম বিছানার দরকার হয় না।'

আরেক মিসরি বললো,

'এটা দেখেই তো আমরা এগুলো নিয়ে এসেছি। আমরা এটাও জানি, যে মাটিতে আপনারা সিজদা করেন সে মাটিতে খোদা আপনাদের নাম লিখে দেন। সেই মাটি আপনাদের পায়ে চুমু খায়।'

মুজাহিদরা আর ওদের কথার জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। সেখান থেকে সরে পড়তে লাগলো।

এর মধ্যে কয়েকজন মেয়ে নেকাবে আবৃত হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো ওরা গালিচা দেখে সেখানে বসে পড়লো। গালিচা ছুয়ে দেখতে লাগলো। ওদের কারো এধরণের গালিচা কেনার দরকার নেই। তারপরও কৌতুহল মেটাচ্ছে ওরা।

এখানে শারিনা ও ক্রিস্টিও আছে। ক্রিস্টি মনোযোগ দিয়ে গালিচার কারুকাজ দেখছে। হঠাৎ তার চোখ গেলো গালিচাওয়ালাদের দিকে। এর মধ্যে একজন কথা বলছে। যুবা বয়সের। খুব চটপটে মনে হলো ক্রিস্টির।

এই গালিচাওয়ালা যুবকটিও ক্রিস্টিকে দেখছে। ক্রিস্টি যেহেতু মুসলমান নয় তাই তার মুখে নেকাব ছিলো না। ছেলেটি তাকে যেন চেনার চেষ্টা করছে এমনভাবে তাকে পরখ করতে লাগলো।

ক্রিস্টির চেহারায়ও একই প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। তারপর দুজনেই চমকে উঠলো। মানে এরা দুজন দুজনকে চিনে ফেলেছে। ক্রিস্টি ধীরে ধীরে যুবকের কাছে এগিয়ে গেলো। তারপর দুজনে ফিস ফিস করে কি যেনো বললো। যুবকের মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ক্রিস্টি সেখান থেকে উঠে মেয়েদের কাছে চলে এলো। গালিচাওয়ালারাও তাদের গালিচা মুড়ানো শুরু করলো। এটা দেখে মেয়েরাও ওখান থেকে চলে আসতে লাগলো।

ক্রিস্টি চোখের ইশারায় শারিনাকে ডেকে মেয়েদের থেকে আলাদা করে নিয়ে এলো। তার কানে কানে কিছু একটা বললো। শারিনাও তার কথা শুনে দুদিকে মাথা নাড়াতে লাগলো।

তারপর দুজনের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। যেনো ওরা কোন নতুন পরিকল্পনা করেছে এমনভাবে দুজনই মাথা নাড়াতে নাড়াতে সেখান থেকে সরে পড়লো।

গালিচাওয়ালারা হতাশ মুখে সেখান থেকে চলে গেলো।

প্রায় দু'ঘন্টা পরের ঘটনা। মুসলিম সেনা ছাউনির পাশে যে সবুজ গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ে ছাওয়া একটা টিলা আছে সেই টিলার আড়ালে ক্রিস্টিকে দেখা গেলো। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গালিচাওয়ালা সেই যুবকটি।

এখানেই রোমীয়রা বারজন মুজাহিদকে পেছন থেকে খঞ্জর মেরে হত্যা করেছিলো।

ক্রিস্টির সেখানে একা একা পৌছার কথা নয়। মুসলিম সেনা দলের অন্যকোন মেয়ে হলে ভিন্ন কথা ছিলো। কিন্তু ক্রিস্টি তো একজন কয়েদি। তার তো এভাবে একা আসার কথাই নয়।

কয়েদিদের মতো তার ওপর বিধি নিষেধ না থাকলেও শারিনাদের ওপর নির্দেশ ছিলো তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আসলে ক্রিস্টি শারিনাকে বলে এবং তার পরামর্শ নিয়েই এখানে এসেছে।

ক্রিস্টি জানে না, শারিনা তার স্বামী হাদীদকে কিছু একটা বলে রেখেছিলো। যে কারণে হাদীদ লুকিয়ে ছাপিয়ে ক্রিস্টির পিছু পিছু এখানে এসেছে।

ক্রিস্টির সাথে সেই মিসরি যুবকের সাথে দেখা হলে হাদীদ একটা আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ওদের ওপর চোখ রাখতে শুরু করলো। কারণ, যতোই হোক অমুসলিম ক্রিস্টির ওপর আস্থা রাখা যাচ্ছিলো না।

গালিচা দেখার সময় ক্রিস্টি যখন এই যুবককে চিনতে পারে তখন শারিনাকে তার ব্যাপারে খুলে বলে। ক্রিস্টি শারিনাকে বললো,

'এই যুবককে আমি খুব ভালো করে চিনি। কিছু দিন ওর সাথে আমি থেকেছিও। এ যুবক একজন পেশাদার খুনি। শত্রু দলের বড় জেনারেল ও কামান্ডারদেরকে কৌশলে খুন করার বিশেষ দক্ষতা রাখে সে।'...

এর আগেও বিভিন্ন গ্রামে বা উপ শহরে যেখানে মুসলমানরা সেনা ছাউনি ফেলেছে সেখানে একে পাঠানো হয়েছে সিপাহসালারকে কতল করতে। কিন্তু সে সব জায়গায় শক্ত প্রহরা থাকায় সে তার মিশন পুরো করতে পারেনি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।'...

শারিনাকে এসব কথা জানিয়ে ক্রিস্টি বললো,

'এর নাম আখতামুন। এখানেও নিশ্চয় কোন ফন্দি নিয়ে এসেছে। আমি ওর সাথে দেখা করে ওর ভেতর থেকে কথা বের করবো। না হয় সে ভয়ংকর কিছু একটা করে ফেলতে পারে।'

শারিনা তাকে বললো,

'আখতামুন তো ফেরাউনের বংশধরদের নাম হয়ে থাকে। যাই হোক এ লোক যদি ফেরাউনের বংশধর হয়ে থাকে তাহলে তো সে ভালো কিছু করবে না। ঠিক আছে তুমি যাও। আর সতর্ক থেকো।'

ক্রিস্টিকে আখতামুন দেখে জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি এই দুশমনের দলে কিভাবে ঢুকলে?'

ক্রিস্টি ভয়ে ভয়ে বললো,

'ধরা পড়েছি এদের হাতে। আমার সাথে সিমোসনও আছে। আমরা ওদের কয়েদি হলেও এসব জায়গা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আছে আমাদের।'

আখতামুন জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি ধরা পড়লে কিভাবে?'

ক্রিস্টি মুসলমানদের হাতে বন্দি হওয়ার ঘটনা আখতামুনকে জানালো। সব শুনে আখতামুন তাকে জিজ্ঞেস করলো,

'এখানে তোমার কেমন কাটছে?'

ক্রিস্টি চিন্তা করলো ওকে মিথ্যা বলে ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে। তাই ক্রিস্টি আহত কণ্ঠে বললো,

'এটাও কি জিজ্ঞেস করার মতো কোন কথা হলো। আমার মতো মেয়ে কারো হাতে পড়লে কি জিজ্ঞেস না করেই অনুমান করা যায় না কিভাবে তার জীবন কাটছে?'...

'আমার প্রতিটি রাত কোন না কোন সালারের তাবুতে কাটে। কয়েক রাত সিপাহসালারের তাবুতে কাটিয়েছি। কিন্তু উনি খুবই সতর্ক লোক। কিছুক্ষণ পরই তাবু থেকে বের করে দেন।'...

'সিপাহসালারকে তো কতল করার জন্য আমি ব্যকুল হয়ে আছি। কিন্তু কোন সুযোগই পাচ্ছি না। আমি কিন্তু ওদের কিছুটা আস্থাও অর্জন করে নিয়েছি। কিন্তু যখনই কোন সালারের তাবুতে আমাকে ডাকা হয় আমার দেহ তল্লাশি করেই তবে ভেতরে ঢুকতে দেয়।'...

'আমি যা করতে পারিনি তুমি মনে হয় সেটা করতে পারবে। তুমি যদি কিছু করতে চাও তাহলে বলো।'

আখতামুন বললো,

'কিন্তু আসল সমস্যা কে সমাধান করবে? আমাকে সিপাহসালারের তাবু পর্যন্ত কে পৌঁছাবে? আমি দেখেছি সেনা ছাউনির বাইরে তাকে কতল করা অসম্ভব। যেখানেই উনি যান অশ্বারোহী দেহরক্ষী তার সঙ্গে থাকে। তাকে বরং ঘিরে রাখে।'...

'এ জন্য শেষ পর্যন্ত এই গালিচার কৌশল বের করেছি। তাকে উপহারের কথা বলে তার তাবুতে পৌঁছতে পারলেই আমার কাজ আমি দেখাবো। কিন্তু সে সুযোগ তো আর পেলাম না। সিপাহসালার নাকি কারো উপহার নেন না। আর কারো সাথে দেখাও করে না।'

ক্রিস্টি তাকে জিজ্ঞেস করলো এবং সতর্ক করে দিলো,

'আচ্ছা মনে করো তোমাকে তার তাবু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হলো তখন তাকে তুমি কতল করবে কিভাবে? আর কতল করতে পারলেও তুমি বাঁচবে কিভাবে? তখন তোমাকে কচুকাটা করে ফেলবে।'

আখতামুন বললো,

'এটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে চেষ্টা করলে আমি ওদের হাত থেকে বেরও হয়ে যেতে পারি। আমার দুই লোক গালিচা নিয়ে সিপাহসালারের তাবুতে যাবে। তারা গালিচা মেঝেতে বিছাবে।'...

'তিনি সেটা দেখার জন্য যখন ঝুকবে বা না ঝুকলেও তার মনোযোগ সেদিকে থাকবে। তখন আমি তার পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দেবো। খঞ্জর বসিয়েই আমি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে সেখান থেকে পালিয়ে যাবো।'...

'বাইরের লোকেরা খবর পাওয়ার আগেই আমি মুসলিম সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাবো। আর এই এলাকা এমন যে, আমি যেখানে পালাবো সেখান থেকে আমাকে কেউ খুজে বের করতে পারবে না।'...

'আর যদি আমরা ধরাও পড়ি তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। আমরা মরতে প্রস্তুত। এর বিনিময়ে আমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তাকে তুমি বিশাল ধনভাণ্ডার বলতে পারো। আমার পরবর্তী সাত পুরুষও তা খেয়ে শেষ করতে পারবে না।'...

'আমার প্রাণ নিয়ে তুমি ভেবো না। ইসলামের বিজয় রোখতে হলে আমার মতো হাজারো প্রাণ কোরবানী করতে হবে।... যাহোক তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'

ক্রিস্টি বললো,

'হ্যাঁ, আমি তো অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো। কাল সকালে বেলা চড়ার পর এখানে চলে এসো। তখন আমি বলবো পথ পরিষ্কার কি না?... তবে এটা মনে রেখো আমি তোমার সাথে সাথে উনার তাবু পর্যন্ত যাবো না। তাহলে তাবুতে পৌছার আগেই তুমি ধরা পড়ে যাবে।'

'এখানে ঢুকতে পারলে তোমাকে দরকারও হবে না। যাহোক আমরা বলেছি এখানেই আমরা দাফন করে দিলাম। এখানকার মাটিও কিছু শুনেনি।'

পরদিন সঠিক সময়ে ক্রিস্টি ও আখতামুনের সে জায়গায় দেখা হলো। ক্রিস্টি খুব সংক্ষেপে বললো,

'আজ আমি বেশি সময় এখানে থাকতে পারবো না। মুসলিম সেনা দলের আজ যোহরের নামায পড়া শেষ হলে তুমি তোমার দুই সাথী নিয়ে কাল যেখানে গালিচা নিয়ে এসেছিলে সেখানে চলে আসবে।'...

'ওখানে আসার পর যখন গালিচা দেখবে লোকজন তখন একলোক তোমাদেরকে ওখান থেকে সিপাহসালারের তাবুতে নিয়ে যাবে। তারপ নাকি কাজটা তোমাকে খুব সাবধানে করতে হবে।'

আখতামুন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

'এসব ব্যবস্থা তুমি কিভাবে করলে? এটা কিভাবে সম্ভব করলে?'

ক্রিস্টি বললো,

'আমার মতো মেয়ে কি না করতে পারে আখতামুন? গত রাতে আমি সিপাহসালারের তাবুতে কাটিয়েছি। তাকে আমি বলেছি মিসরের গালিচা আপনি কম পক্ষে এক নজর দেখে নিন।'...

'তিনি মানতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি মানিয়ে নিয়েছি তাকে। তারপর তিনি বলতে বাধ্য হলেন, আগামিকাল যখন গালিচাওয়ালা আসবে আমার তাবুতে পাঠিয়ে দিয়ো।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেদিন যোহরের নামাযের জামাআতের ইমামতি করলেন। নামাযের পর তার তাবুতে ফেরার সময় দেখলেন তিনজন মিসরি গালিচা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। তিনি সেদিকে মনোযোগ দিলেন না। নিজের তাবুতে চলে এলেন।

তিনি তাবুতে আসার কিছুক্ষণ পর এক মুহাফিজ তার তাবুতে এসে ঢুকলো। সিপাহসালারকে সালাম দিয়ে বললো,

'গালিচাওয়ালা তিন মিসরি চলে এসেছে।'

তিনি মুচকি হেসে বললেন,

'ঠিক আছে। ওদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

মুহাফিজ বাইরে যাওয়ার পর পরই দুজন লোক বড় জায়নামাযের সমান কয়েকটা গালিচা নিয়ে তাবুতে ঢুকলো। ওদের তৃতীয় সাথী বাইরে দাড়িয়ে দেহরক্ষীদের সাথে বিভিন্ন আলাপ জুড়ে দিলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'এটা খুলে দেখাও।'

দুই মিসরি গালিচা খুলে দিলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশ মনোযোগ দিয়ে গালিচার কারুকাজ দেখতে লাগলেন। একবার উঠে গিয়ে অপর পাশও দেখে নিলেন। কিন্তু তিনি ঝুকলেন না।

এর মধ্যে আখতামুন বলে উঠলো,

'হুজুর। একটু ভালো করে দেখুন। আরো কাছে গিয়ে বসে বসে দেখুন। এই গালিচা আমরা বিক্রি করতে আসিনি। আপনার খেদমতে পেশ করতে এসেছি। আমাদের কাছে কোন ধন ভাণ্ডার নেই যা আপনাকে দিয়ে খুশি করতে পারবো।'...

'আমরা এই একটা কাজ জানি। লোকে একে অনেক সম্মানও করে। তাই আমারা আপনার জন্য এটা নিয়ে এসেছি। রোমকরা ছিলো আমাদের জন্য ফেরাউনের চেয়ে ভয়ংকর। আর আপনারা তো এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হয়ে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ধীরে ধীরে একটা গালিচার ওপর কিছুটা ঝুকে পড়লেন। যেনো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এমন একটা ভাব করলেন।

এই ফাকে আখতামুন পা টিপে টিপে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেছন দিকে চলে এলো। তার ডান হাতটা তার কাপড়ের ভেতরে চলে গেলো। সে হাত যখন বাইরে বের হলো তখন দেখা গেলো তার হাতে চকচকে খঞ্জর।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিঠ এখন আখতামুনের দিকে। আখতামুন তার হাতে ধরা খঞ্জর উপরে উঠালো। হাতটা নামিয়ে আনতে শুরু করলো।

আর তখনই আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঝুকে থাকা অবস্থাতেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরলেন। সটান হয়ে সোজা হয়ে গেলেন। আর চোখের পলকে আখতামুনের উদ্যত হাতের বাহুমূল খপ করে ধরে ফেললেন। এমন জোরে হাত মুড়ে দিয়ে ঝাটকা মারলেন যে, আখতামুনের হাত থেকে খঞ্জর পড়ে গেলো।

আখতামুন বেশ বলশালি এবং দীর্ঘকায় যুবক ছিলো। তারপরও তার পিঠ বেকে গেলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে এক হাতে ধরে রাখলেন। কিন্তু সে নড়তে পারলো না।

তবে তার মুখ তো কেউ ধরে রাখেনি। সে তার সঙ্গীকে নির্দেশ দিতে লাগলো,

'এই বেটা, দাড়িয়ে দাড়িয়ে কি দেখছিস? তোর খঞ্জর বের করে কাজ শেষ করে দে।'

আখতামুনের সঙ্গী তার কাপড়ের ভেতর থেকে খঞ্জর বের করতে যাবে এ সময় বাইরে থেকে মুহাফিজ তীব্র বেগে তাবুতে ঢুকে পড়লো। তার হাতে তখন নাঙ্গা তলোয়ার।

তার শরীরেও বিদ্যুৎ খেলে গেলো। তাকে পর মুহূর্তেই আখতামুনের সঙ্গীর কাছে দেখা গেলো তার তলোয়ারটি ওর বুকে ধরে রেখেছে। মুহাফিজ তাকে বললো,

'বাছাধন, তোমার হাতের ঐ জিনিসটা ফেলে দাও।'

মিসরি উপায় না দেখে তার হাতের খঞ্জরটি সে ফেলে দিলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুখে শিসের মতো আওয়াজ করলেন। এই শব্দের অপেক্ষায় যেনো ছিলো বাইরের মুহাফিজরা। ধনুক থেকে ছোড়া তীরের মতো ছুটে এলো মুহাফিজ।

এসেই মিসরীকে নিরস্ত্র করে ফেললো। আখতামুনকে তো আগেই আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাবু করে ফেলেছিলেন। ওদের তৃতীয় সাথী যে তাবুর বাইরে ছিলো সে কিছু বুঝে উঠার আগেই তাকেও কাবু করে ফেললো মুহাফিজরা।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার ষড়যন্ত্র শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। এতে ক্রিস্টির অবদান সবচেয়ে বেশি। তার সঙ্গে আছে শারিনা ও হাদীদ ইবনে খাযরাজ।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সব সালারকে ডাকলেন। আখতামুন ও তার সাথীদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। খোলা একটা জায়গায় তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। তাদের চার পাশে সশস্ত্র প্রহরীরা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে সতর্ক পায়ে দাড়িয়ে রইলো।

ওখানে ক্রিস্টি, শারিনা হাদীদও এসে গেলো।

আখতামুন প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় বললো,

'মাননীয় সিপাহসালার, আপনি অনেক বড় সৌভাগ্যবান নেতা। আমরা আসলেই আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম। এই গালিচা ছিলো উপলক্ষ মাত্র। আপনি সৌভাগ্যবান আর আমি দুর্ভাগা।'...

'আমি শুনেছি মুসলমানরা চরিত্র মাধুর্য দিয়েই মিসরবাসীর মন জয় করে নিয়েছে। তলোয়ারের চেয়ে তাদের এই অসাধারণ চরিত্রগুণই প্রধান শক্তি। আমি, আমার ও আমার সাথীদের প্রাণ ভিক্ষা চাইবো না। শুধু আবেদন করবো আমাদেরকে যেনো দ্রুত কতল করে দেয়া হয়।... আমাদেরকে যন্ত্রণা দিয়ে যেনো মারা না হয়।'

সালাররা জানেন এখন কি ঘটবে। সবাই জল্লাদের অপেক্ষায় আছেন। সিপাহসালার ডাকলেই জল্লাদ ছুটে আসবে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালারদেরকে বললেন,

'এরা তো অনুরোধ করছে এদেরকে যাতে দ্রুত হত্যা করা হয়। কোন নির্যাতন করা না হয়। এদের এখানে এমন ঘটলে ওরা কি করতো? ওরা কি সর্বোচ্চ নির্যাতন করে ক্ষত বিক্ষত করে হত্যা করতো না?'

সালাররা কোন জবাব দিলেন না। নীরব চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তার ফয়সালা শোনালেন তখন সবাই চমকে উঠলেন। একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব নিরীহ কণ্ঠে বললেন,

'আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিচ্ছি। তোমরা নিজেরা আমাকে হত্যা করতে আসোনি। তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। যারা তোমাদেরকে পাঠিয়েছে তাদেরকে আমি কতল করবো। তবে সেটা এভাবে কাপুরুষের মতো নয়।'...

'আমি তোমাদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছি। ফিরে যাও। তোমাদের জেনারেল ও বযনতিয়ায় সিংহাসনে বসে থাকা তোমাদের বাদশাহকে বলো পুরুষ ময়দানে এসে লড়াই করে। এভাবে প্রতারণা করে কতল করতে ভাড়াটে খুনি পাঠায় না।'...

'আর এ ধরণের চেষ্টা যারা করে তাদের জন্য পরাজয় ওৎপেতে থাকে। ওদেরকে বলো ইস্কান্দারিয়ায় প্রাচীর আর দুর্গবেষ্টিত হয়ে লাফালাফি না করে দুর্গ থেকে বাইরে বের হয়ে যাতে লড়াই করে। আর আমাদেরকে পরাজিত করে মিসর থেকে বের করে দেয়।'...

'আমার সেনাবাহনীর তুলনায় তোমাদের সেনাবাহিনী কতো বড়ো। তোমাদের সামনে তো আমরা কিছুই না। তাহলে এই ছোট একটা বাহিনীকে কেন তোমরা গুড়িয়ে দিচ্ছো না?'

আখতামুন অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বললো,

'বিশ্বাস হচ্ছে না সিপাহসালার। আপনি কি আমাদেরকে নিয়ে খেলছেন? নাকি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? আমরা তো একে মানসিক যন্ত্রণা মনে করছি।'...

'মুসলমানদের চরিত্রের ব্যাপারে তো আমরা অন্য কিছু শুনেছি। আমরা তো কতল হতে প্রস্তুত। আপনাকে হত্যার পরিকল্পনার সময় আমরা এটাও রেখেছি যে, ব্যর্থ হলে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। তাই আমাদের মরতে কোন আপত্তি নেই। নিজেদের মৃত্যুর ওয়াদা নিয়েই আমরা এসেছি।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আর আমি ওয়াদা করেছি তোমাদেরকে জীবিত চলে যেতে দেয়া হবে। আমাদের চারিত্রিক যেসব কাহিনী শুনেছো এর মধ্যে আজকের ঘটনাটি সম্ভবত তোমরা অনেক আগ্রহ নিয়ে সারা জীবন মানুষকে শোনাবে।'

আখতামুন ও তার সঙ্গীরা হতভম্ভ হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়েছে এটা তারা কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আখতামুন অনেকটা ঘোর লাগা গলায় বললো,

'আমাকে শুধু একটা কথা বলুন মাননীয় সিপাহসালার। আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি খঞ্জর বের করছি? ...আমরা যে আপনাকে হত্যা করতে আসছি এটা কি আপনি আগ থেকেই জানতেন?'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃদু হেসে বললেন,

'তুমি নিজেই বুঝে নাও না। তুমি কি এতে বিস্মিত নও যে, এতো নগন্য সংখ্যার সেনা দল নিয়ে এতো বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়ছি? তাদের কাছ থেকে কিভাবে মিসর ছিনিয়ে নিয়েছি?'...

'আমি যে তোমাদের এই হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছি এটা তো নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। আমাদের আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তিনি যাকে জীবিত রাখতে চান তার জন্য একটা উপায় বাতলে দেন। আমরা কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করি না।'

আখতামুন এবার আবেগী কণ্ঠে বললো,

'তাহলে সিপাহসালার এটা শুনে রাখুন। সারা মিসরের মতো ইস্কান্দারিয়াও আপনাদের পায়ে চুমু খাবে।'... 'আমাদেরকে আসকাফে আজম কীরাস পাঠিয়েছিলেন আপনাকে যেকোন মূল্যে হত্যা করার জন্য।'...

'হেরাকলের এক স্ত্রী মার্টিনা তাকে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছে মুসলমানদের সিপাহসালারকে হত্যা করে দাও তাহলে রোমকদের মনোবল বেড়ে যাবে। আর মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে।'...

'আরেকটি ব্যাপার হলো, আমাদের কীরাস ও জেনারেল থিয়োডরের মধ্যে কোন কারণে বিরোধ লেগে গেছে। কোন ব্যাপারেই তারা এক মত হতে পারে না। ইস্কান্দারিয়া শহরের লোকেরাও রোমকদের ব্যাপারে কানাঘুষা শুরু করে দিয়েছে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন,

'তাহলে কি বযনতিয়া থেকে সেনাসাহায্য আসবে না?'

আখতামুন বললো,

'না। বযনতিয়ায় তো প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলছে। সেটা এখন খুব নোংরা অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যার প্রভাব ইস্কান্দারিয়ায়ও দেখা যাচ্ছে। ইস্কান্দারিয়ার লোকেরা তো আপনাদের সঙ্গে সন্ধি সমাঝোতার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাই চাচ্ছে।'...

'কিন্তু সিপাহসালার। আপনি যদি এই সামান্য লশকর নিয়ে ব্যবিলন আজনাদীন কারয়ুনের মতো দুর্গ শহর জয় করতে পারেন তাহলে ইস্কান্দারিয়াও আপনি জয় করতে পারবেন। আপনি কোন সন্ধিতে যাবেন না।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। আর সিপাহীদেরকে বললেন,

'ওদের গালিচাগুলো ওদেরকে ফিরিয়ে দাও।'

আখতামুন বললো,

'না, সিপাহসালার। আমরা এই গালিচা আপনার জন্য এনেছিলাম। আপনি দয়া করে এটা রেখে দিন।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'ইসলামে মাফ করার বিনিময় নেয়া হারাম। এ ছাড়া যেসব জিনিস মালে গনীমতের আওতায় না আসবে তা গ্রহণ করা হারাম। কীরাস বা তোমাদের সবচেয়ে বড় জেনারেল যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে আর সাথে করে কিছু নিয়ে আসে তাহলে সেটা উপহার হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।'

সিপাহীরা তাদের গালিচা তাদেরকে দিয়ে দিলো। তিনজন মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গেলো।

ওরা সেনা ছাউনির শেষ প্রান্তে যাওয়ার পর ক্রিস্টির সাথে দেখা হয়ে গেলো আখতামুনের। আখতামুন ক্রিস্টির দিকে এগিয়ে বললো,

'ক্রিস্টি, তুমি যদিও একটা ফাঁদ তৈরি করে আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছো। তবুও আমি বলবো তুমি সিপাহসালারকে আগে না জানালেও উনার খোদা উনাকে ঠিকই বাঁচাতেন।'...

'আর তুমি যে সিপাহসালার ও সালারদের চরিত্র নিয়ে কথা বলেছো। তাদের তাবুতে রাত কাটানোর ব্যাপারে বলেছো আমি এখন বুঝতে পারছি এটা ছিলো তোমার বানোয়াট কথা। কারণ, যাদের চরিত্রে খুত থাকে তারা কখনো নিজের খুনিকে এভাবে ক্ষমা করতে পারে না।'

ক্রিস্টি পরিতাপের কণ্ঠে বললো,

'আসলে আমি তো আর মুসলমান নই। তাই আমি তোমার আস্থা অর্জনের জন্য এ ধরণের মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। আসল সত্য হলো এখানকার একজন পুরুষও আমার দিকে এ পর্যন্ত ভালো করে তাকাইনি। যেনো আমার মতো একটি মেয়েকে ওরা দাসী বাদি হিসেবেও রাখতে রাজি না।'

আখতামুন এবার গলা উচিয়ে বললো,

'আমি তাওরাত ইঞ্জিল পড়েছি। মুসলমানদের পরিচয় সেখানে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। যতোদিন এই মুসলমানরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ধরে রাখতে পারবে ততো দিন তাদেরকে কেউ রোখতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক ইস্কান্দারিয়া তারা জয় করবেই।'...

'আর ক্রিস্টি, তোমাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি। তুমি এখন যেখানে আছো যাদের কাছে আছো এরা এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ। এরা যেখানে থাকবে সে জায়গা হবে দুনিয়ার সব চেয়ে পবিত্র জায়গা। তুমি এখানেই থেকে যেতে চেষ্টা করো।'

এতো টুকু বলে আখতামুন আর দাড়ালো না। তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে চলে গেলো। ক্রিস্টি হা করে তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ভেবে পেলো না মুহূর্তের মধ্যে আখতামুনের মতো একজন মানুষ কি করে এতোটা পাল্টে গেলো?

আখতামুনরা চলে যাওয়ার পর নারী মহলের দায়িত্ব প্রাপ্ত যে আছে তার কাছে এক সিপাহী গিয়ে বললো,

'সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন ক্রিস্টিকে নেকাবে আবৃত করে তার কাছে নিয়ে যেতে।

একটু পর ক্রিস্টিকে তার কাছে আনা হলো। সেখানে কয়েকজন সালারও ছিলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মন খুলে ক্রিস্টির প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন,

'তুমি এখন মুক্ত। তুমি চাইলে এখান থেকে যেকোন সময় চলে যেতে পারো। তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে তোমাকে পৌছে দেয়া হবে।'

ক্রিস্টি অনুনয়ের সুরে বললো,

'মাননীয় সিপাহসালার। আমি আর এখান থেকে আযাদ হতে চাই না। আমাকে এখানে থাকতে দিলে বরং নিজেকে মুক্ত মনে করবো। আমার একটা অনুরোধ হলো আমাকে আপনারা মুসলমান বানিয়ে নিন।'...

'তারপর কোন পুরুষ সে দেখতে যতো কুৎসিতই হোক আমাকে বিয়ে করতে চাইলে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করবো। তবে আমি এটাও বলে দিচ্ছি যে, আমি এক ইজ্জত আবরু হারা মেয়ে। খুনির হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্ট করেছি যাতে আমার অপবিত্র জীবনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমার পাপ কি ক্ষমা করা হবে?'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আল্লাহ তাআলা সব চেয়ে বড় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের মেয়েরা তোমাকে ইসলামের আলোয় এমনভাবে আলোকিত করবেন যে, তুমি নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ মনে করবে। আর তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।'

এর পর দিন যথারীতি রোমীদের বড় এক সেনা ইউনিট বের হলো। আজকের এই ইউনিটে তাদের সেনা সংখ্যা অন্য দিনের চেয়ে বেশি। ওরা এসেই মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন আজকে এরা সংখ্যায় বেশি হলেও এদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন নেই। এরা মুসলমানদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। উস্কানিমূলক কথা বার্তা বলছে।

এরপর রোমক কমান্ডার চিৎকার করে বললো,

'আমি আমাদের এক বীর বাহাদুরকে তোমাদের সামনে দাঁড় করাচ্ছি। তোমাদের কোন বাহাদুর থাকলে ওর সাথে মোকাবেলা করতে পাঠাও।'

অনেক দিন পর রোমকরা এভাবে একক লড়াইয়ের জন্য আহবান করলো। এতো দিন তো ওরা ঝটিকা হামলা করে করে পিছু হটে গেছে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছু বললেন না। সালার মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

ওদিকে বিশাল দেহী এক রোমীয় অশ্বারোহী বুক চেতিয়ে দুই সেনা দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমীয় দানবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সারা আরবে তার বীরত্ব ও ক্ষিপ্রতার কথা সবাই জানতো ।

দুজনের কাছেই তলোয়ারের সাথে বর্শাও আছে। দুজনের লড়াই শুরু হয়ে গেলো। দুজনই একজন আরেকজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। আক্রমণ করছে এবং আক্রমণ প্রতিহত করছে।

আচমকা রোমীয় তীব্র বেগে এগিয়ে এলো। মনে হচ্ছিলো ঘোড়া দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ বেধে যাবে। রোমীয় এই সুযোগে বর্শা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর আঘাত করলো। মুসাল্লামা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

রোমীর ঘোড়া মুসাল্লামার ঘোড়ার এতো কাছ দিয়ে অতিক্রম করলো যে, মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনের দিকে ঝুকে পড়ে আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও নিজের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারছিলেন না।

আর এই সুযোগটা নিলো বিশাল দেহী রোমী। নিজের কাঁধ দিয়ে এতো জোরে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাঁধে ধাক্কা দিলো যে, তিনি তাল সামলে

রাখতে পারলেন না। ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গেলেন। আর তার হাত থেকে বর্শাও ছুটে গেলো।

এবার রোমীয় হায়েনার মতো হো হো করে হেসে উঠলো। তার ঘাড়া একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থামলো। তারপর ঘুরলো এবং মুসাল্লামার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। কিন্তু পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে তিনি এবার রোমীর বর্শার আঘাতের শিকার হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি তার ঘোড়ার একদিকে সরে গিয়ে রোমীর বর্শার আঘাত বেশ ভালো ভাবেই বেকার করে দিলেন।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার জন্য রেকাবিতে পা রাখলেন। তখনই রোমীয় আবার ফিরে এলো। এবার তো তার গতি আরো তীব্র।

মুসাল্লামাকে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার কোন সুযোগ দিলো না। বর্শা উঠিয়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে মারলো। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পা ঘোড়ার রেকাবি থেকে বের করে বসে পড়লেন।

এবার রোমীর বর্শার আঘাত মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গায়ে না লেগে লাগলো ঘোড়ার পাজরের কাছে। ঘোড়া আতংকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

এবার মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘোড়াবিহীন পদাতিক সেনা হয়ে পড়লেন। এদিকে তার হাত থেকে আগেই পড়ে গিয়েছিলো বর্শাটি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রোমীয় তাকে তার বর্শায় বিদ্ধ করে ফেলবে খুব সহজেই।

বিশাল দেহী রোমীয় এবার আর তাড়াহুড়া করলো না। তার ঘোড়া ঘুরিয়ে মুসাল্লামার দিকে রোখ করলো। এর মধ্যে এক মুজাহিদ চোখের পলকে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই রোমীর কাছে পৌছে গেলো।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে রোমীয় পৌছার আগেই রোমীর কাছে সেই মুজাহদ পৌছে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বর্শা দিয়ে রোমীর পেটে আঘাত করলো। রোমীর পেট চিড়ে তার নাড়ি ভুড়ি তার ঘোড়ার পিঠের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

এভাবে রোমীয় খতম হয়ে গেলো। আর মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেঁচে গেলেন। কিন্তু মাথা নিচু করে তার সেনা দলে ফিরে এলেন।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন ,

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা থমথমে হয়ে উঠে। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে রোমীর কাছে কাবু হয়ে যাবে এটা তিনি কল্পনাও করেননি। এভাবেই মাথা নিচু করে তিনি সিপাহসালারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাগত কণ্ঠে বললেন,

'এমন মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ হয়ে পুরুষালি কাজে হস্তক্ষেপ করার কি দরকার ছিলো তোমার?'

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও আশা করেননি সিপাহসালার তার এই অক্ষমতার জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করবেন। তিনিও বেশ আহত হলেন। তবে দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে। সিপাহসালারের প্রতি তার শতভাগ আনুগত্য দেখিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করার পর এই প্রথম রোমীয়রা তাদের দুর্গ প্রাচীর থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুকুম দিয়ে দিলেন।

সালারদেরকে তিনি আগেই বলে রেখেছেন কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিলো, যে করেই হোক শহরে ঢোকার চেষ্টা করে যেতে হবে। কোন একদিন নিশ্চয় এ চেষ্টা আল্লাহ সফল করবেন।

এদিকে রোমীয়রা লড়তে এগিয়ে এসেছে ঠিক; কিন্তু ওরা এতো বোকা নয় যে, শহরের দরজা এভাবে অরক্ষিত রেখে চলে আসবে। ওরা শহরের দরজা খোলা রাখলো ঠিক কিন্তু তাতে অসংখ্য রোমক সেনা মোতায়েন রাখলো।

ইস্কান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস ছিলো মিনজানীক। কিন্তু মুসলিম সেনারা এতো আগে চলে গিয়েছে যে, মিনজানীকের পাথর সেদিকে পড়ে না। আরো দূরে গিয়ে পড়ে।

রোমীয় তীরান্দাযরা তীর বৃষ্টি তো অব্যাহত রাখলো। কিন্তু এক সময় তাদেরকে তীর ছোড়া বন্ধ করতে হলো। কারণ, দুই দলের সেনারা এখন মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছে। তীর ছুড়লে নিজেদের সৈন্যরাও বিদ্ধ হতে পারে। অন্য দিকে মুসলিম তীরান্দাযরাও প্রাচীরে থাকা সৈন্যদের ওপর তীর ছোড়া শুরু করে দিলো।

পিছু হটার কৌশল নিয়ে রোমীয়রা লড়ছে। আর মুজাহিদরা চেষ্টা করছে রোমকদের সেই অংশে ঢুকে পড়তে যে অংশ শহরের দরজার কাছে থেকে লড়ছে। সালাররাও বলে যাচ্ছেন,

'শহরে ঢোকার চেষ্টা করে যাও।'

এদিকে লড়াই তো চলছে শ্বাসরুদ্ধকর। কিন্তু রোমকরা লড়তে লড়তে পিছু হটছে আর শহরের দিকে চলে যাচ্ছে। ব্যাপক প্রাণনাশ ঘটলেও রোমীয়রা শহরে ঢুকতে সফল হলো।

একজন মুসলিম সেনাও দরজার কাছে যেতে পারলো না। মুজাহিদরা ফিরে এলো নিজেদের সেনা ছাউনিতে।

অবশেষে কাংখিত জুমুআর আলোকজ্জল সকাল এসে গেলো। ফজরের নামাযের ইমামতি করলেন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নামায শেষে তিনি লশকরের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পয়গামে লিখেছিলেন জুমুআর নামাযের পর দুআ করে যাতে হামলা করা হয়। কারণ, তখন দুআ কবুলের সময়।'

জুমুআর নামাযের খুতবা দেয়ার সময় আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মুমিনীনের পয়গামে লেখা সেই কথাটি বার বার আওড়ালেন যে,

'আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রথম প্রথম যে জযবা ও ঈমানের দীপ্তি তোমাদের মধ্যে ছিলো সেটা এখন নেই।'... শত্রু দেশে থেকে তোমাদের ওপর এই প্রভাব পড়েছে যে, পার্থিব মোহগ্রস্ততা তোমাদেরকে জাপ্টে ধরেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আর সাহায্য করবেন না।'...

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারপর বললেন,

'আমীরুল মুমিনীনের এই সন্দেহ তোমাদের দূর করতে হবে। সবার লক্ষ্য রাখতে হবে মহান আল্লাহর অপার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য।'

মুসলিম সেনাদলের জোশ জযবায় কখনো সামান্যতম আচড় লাগেনি। এই খুতবা শোনার পর তাদের মনোবল আকাশচুম্বী হয়ে গেলো। কিন্তু ইস্কান্দারিয়ার প্রাচীরে গিয়ে হামলে পড়াটা ছিলো সরাসরি আত্মহত্যার মতোই।

নামাযের পর দুআ হলো। খুব দীর্ঘ দুআ নয়। তবে দুআর মধ্যে সবাই হেচকি তুলে কাঁদলো।

মুসলিম সেনারা জায়নামায থেকে উঠে দেখলো রোমীয়রা দুর্গের বাইরে এসে তাদেরকে লড়াইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে। আজ সংখ্যায় রোমকরা অনেক বেশি। আজ ওদের হাবভাবে বুঝা যাচ্ছে এরা লড়াইয়ের জন্য এসেছে।

ইবনুল হাকাম ও বালাযারীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, শহরের এদিকের প্রাচীরে হাজার হাজার মানুষ দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। দেখে মনে হচ্ছিলো বিশাল এক মানব প্রাচীর।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, রোমীয় জেনারেলরা প্রাচীরের ওপর শুধু পুরুষদেরই দাঁড় করায়নি। মহিলাদেরকেও দাড় করিয়ে দেয়। মহিলাদেরকে এরা বলে যে, তারা যাতে নিজেদের মুখ বাইরে বের না করে। পিঠ পেছনে দিয়ে দাঁড়ায়। যাতে মুসলমানরা নিশ্চিত হয় এরা মহিলা নয় পুরুষ।

বিশাল এই মানব প্রাচীর রোমকরা বানিয়েছে মুসলমানদেরকে ভরকে দেয়ার জন্য। মুসলমানরা যাতে বুঝতে পারে যে শহরে এতো মানুষ থাকতে পারে সে শহর জয় করা যাবে না।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হুকুমে এক দল মুজাহিদ এগিয়ে গেলো। তারা উঁচু আওয়াজে রোমকদেরকে বললো,

'শুনে রাখো রোমীয়রা। আমাদের সংখ্যা দেখে ভয় পাওয়া লোক নই। আমরা যদি বুদ্ধি শক্তি ও সংখ্যা দেখে ভয় পেতাম তাহলে মিসরে ঢুকতাম না। আরো কয়েকগুণ মানুষ নিয়ে আসলেও আমাদেরকে ভয় ধরাতে পারবে না।'

এরা ফিরে আসলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সেনা দলকে বললেন,

'সংখ্যা দেখে তোমরা ভয় পেয়ো না। যারা লড়তে জানে তারা বড় বড় কথা বলে না। ফালতু কৌশল ধরে দুশমনকে ভরকে দিতে চায় না। বাহুবলের শক্তি দিয়ে তারা কথা বলে।'...

'এই রোমকদের আচরণে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে এরা নিজেরাই ভয় পাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা চাইলে আমরা আজই দুর্গে ঢুকে যাবো।'

এর সঙ্গে সঙ্গেই আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কঠিন ও তীব্রতর হামলার হুকুম দিলেন।

এদিকে রোমকরা শহর প্রাচীরের ওপর মানব প্রাচীর সৃষ্টি করে ভীষণ বিপাকে পড়েছে। কারণ, তীরান্দায বাহিনী ও মিনজানীক বাহিনী কেউ তাদের কাজ করতে পারছে না।

নিজেদের লোকের কারণে তীর ছুড়তে পারছে না। আর মিনজনীক তো এই অবস্থায় চালানো আরো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মানব প্রাচীর তাদের জন্য দেয়াল হয়ে দাঁড়ালো।

এই সুযোগে মুজাহিদরা এগিয়ে গিয়ে দ্রুত রোমীয়দের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। এখন মুজাহিদরা যেদিকে আছে প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বা মিনজানীক ছুড়লেও সেখানে এসে পৌঁছাবে না।

এর মধ্যে শহরের প্রাচীরের ওপর থেকে মানব প্রাচীর কিছুটা সরিয়ে ফেলা হলো। তারপর শুরু হলো তীর ছোড়া আর মিনজানীক দিয়ে পাথর ছোড়া। কিন্তু একটা তীর বা পাথর মুসলমানদের কাছে পৌঁছলো না।

আজ রোমীয়রা সত্যিই কঠিন লড়াইয়ের জন্য দুর্গ থেকে বের হয়েছে। জানবাজি রেখে লড়ছে রোমকরা। মুসলিম সেনাদেরকে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দারুন দক্ষতায় নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

তিনি যে কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে হামলা করতে চান তাতে যাতে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটে। তার পরিকল্পনা সব সময় ঝুকিপূর্ণ হয়। এতে সময় বা সুযোগের সামান্য হেরফের ঘটলে পুরো পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এটা তিনি কোনভাবেই হতে দিতে চাচ্ছেন না।

মুসলিম সেনা দলের এখন লক্ষ্য হলো দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়া। এজন্য রোমকদের যে সেনা ব্যূহ প্রধান দরজার দিকে রয়েছে মুজাহিদরা চড়াও হলো সেদিকে আরো দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতায়।

দরজা তো আরো রয়েছে। কিন্তু সেগুলো রোমীয় সেনা দলের কড়া প্রহরায় রয়েছে। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমকদের দ্বিতীয় ব্যূহের ওপর হামলা করে দিলেন।

এতে রোমীদের শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। রোমকদের দ্বিতীয় ব্যূহ্য সরে যেতে লাগলো পেছন দিকে। আর পেছন দিকের সৈন্যরা সামনে আসতে চাচ্ছে। এতে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ওদের পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহীদের ঘোড়ার নিচে বা ঘোড়ার গায়ে লেগে হোচট খেয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে কিছু পদাতিক সৈন্য ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে পিষ্ট হতে শুরু করলো।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমকদেরকে আরো বেহাল ও দিশেহারা করার জন্য তার রিজার্ভ বাহিনী থেকে এক ইউনিটকে সামনে বাড়ার হুকুম করলেন। ওরা রোমকদের সামনে গিয়ে টুটে পড়লো।

এর ফলাফল আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাতে হাতে পেলেন। রোমকরা চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিলো। ওরা লড়াইয়ের জন্য এসেছিলো। কিন্তু এখন জান বাঁচানোর জন্য হাহাকার করছে।

ওরা চিৎকার করে বলছে অন্যান্য দরজা খুলে দিতে। যাতে ওরা প্রাণ নিয়ে শহরে ঢুকতে পারে। কারণ, এদিকে লড়তে গেলে মুসলমানদের হাতে নিশ্চিত প্রাণ খোয়াতে হবে।

আসলে রোমকদের তখন প্রয়োজন ছিলো অন্যান্য দরজা খুলে আরো সৈন্য বের হয়ে মুজাহিদদের ওপর ঝাপিয়ে পড়া। তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করা।

কিন্তু অন্য দিকের শহরের দরজা খুলতেই ঘোড়সওয়ার রোমকরা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে শহরের ভেতরে যেতে শুরু করলো। ভেতর থেকে যে সৈন্যরা বের হবে সে পথ তারা বন্ধ করে দিলো।

এদিকে মুসলিম সেনা দলের একটা অংশ প্রাচীরের এতো কাছে চলে গিয়েছে যে, ওপর থেকে ছোড়া তীর তাদেরকে স্পর্শও করতে পারছিলো না।

শুধু তাই নয়, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার তীরান্দায বাহিনীকে এমন একটা উঁচু ও সংরক্ষিত জায়গায় মোর্চাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের ছোড়া তীর শহরের প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে লাগলো।

এ কারণে একটু পর দেখা গেলো প্রাচীরের ওপর রোমীয় তীরান্দাযরা তাদের জায়গা থেকে হটতে শুরু করেছে।

সাথে সাথে যারা মিনজানীকের কাছে মোতায়েন ছিলো তাদেরও কিছু লোক মুসলিম তীরান্দাযদের ছোড়া তীরে আহত হয়ে নিচে পড়তে লাগলো। তারাও সেখান থেকে পড়িমরি করে হটতে শুরু করলো।

এ দিনের লড়াই ভীষণ রক্তক্ষয়ী রূপ নিলো। এই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মুসলিম সেনাদেরকে ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শনী করতে দেখা গেলো। প্রত্যেকের জোশ জযবা যেনো তার সীমা ছাড়িয়ে গেলো।

দীর্ঘ অবরোধের কারণে ওদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিলো। অন্য দিকে আমীরুল মুমিনীনও তাদের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এটা ওদেরকে তাতিয়ে দিয়েছিলো। মুজাহিদরা বলাবলি করতো,

'আমীরুল মুমিনীন অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট হবেন।'

সব সালাররা উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের সেনা ইউনিটগুলো পরিচালনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তারা রোমীদের দুর্বলতাও টের পেয়ে গেছেন। তারা বুঝে গেলেন রোমকরা এখন জান বাঁচানোর জন্য লড়ছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ওরা খোলা দরজা দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। রোমকরা এতো আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লো যে, ওদের শহরের প্রধান দরজা বন্ধ করারও হুশ রইলো না।

এই হুলুস্থুল লড়াইয়ের মধ্যে কিছু মুসলিম সেনা দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়লো। দুর্গে যারা ঢুকে পড়লো তাদের মধ্যে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন।

মুজাহিদরা যখন দেখলো তাদের সিপাহসালার ও এক সালার দুর্গে ঢুকে পড়েছে তখন কয়েক ইউনিট মুজাহিদ তীব্র হামলা চালিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

এরা আরো এই আশংকায় দুর্গে ঢুকেছে যে, তাদের সিপাহসালার ও এক সালার ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। রোমীয়রা তো ওদেরকে কচুকাটা করে ফেলবে।

বাইরের পুরো সেনা দলে এই খবর ছড়িয়ে পড়লো সিপাহসালার ও এক দুইজন সালার দুর্গে ঢুকে পড়েছে। এতে মুজাহিদদের জোশ জযবা উম্মত্ততায় রূপ নিলো।

বাইরে যেসব সালার ছিলেন তারা আশংকায় অস্থির হয়ে উঠলেন যে, সিপাহসালার ও যে সালাররা ভেতরে ঢুকে পড়েছে তারা না আবার রোমকদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান।

মুজাহিদরা তো গ্রেফতার হওয়ার চেয়ে জান দিয়ে দেয়াটা অনেক নিরাপদ মনে করতো। কিন্তু সিপাহসালারের গ্রেফতার হওয়াটা পুরো সেনা দলের জন্য অনেক বড় আঘাত ছিলো।

অবশ্য মুসলিম সেনাবাহিনীতে এমন কোন চর্চা ছিলো না যে, কোন কমান্ডার গ্রেফতার হলে পুরো সেনা দল পালাতে শুরু করবে। এখানকার রীতি নীতি ছিলো একেবারে ভিন্ন।

সিপাহসালার গুরুর আহত হলে বা শহীদ হয়ে গেলে তার সহকারি সালার পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব তার হাতে নিয়ে নেন। সেনা দল পরিচালনায় সামান্যতম খুত রাখেন না।

তবুও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো সিপাহসালার দুশমনের হাতে গ্রেফতার হওয়াটা কারো জন্যই সহজে মেনে নেয়ার মতো ছিলো না।

এভাবে যেই খবর পেলো সিপাহসালার দুর্গের ভেতর চলে গিয়েছেন সেই আতংকে কেঁপে উঠলো না জানি তিনি জীবিত তাদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান। এতে মুজাহিদদের জোশ জযবা এমন উম্মত্ততায় পৌছলো যেনো তারা শহরের প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

এই উম্মত্ততা নিয়ে কিছু মুজাহিদ যখন শহরের ভেতরে ঢুকলো তখন মনে হলো রক্তাক্ত ধুলিকনার তুফান শুরু হয়ে গেছে। ওদের সামনে যে পড়লো সে কচুকাটা হয়ে গড়িয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো।

তবে ভেতরে রোমীয় ফৌজের সংখ্যা মুজাহিদদের চেয়ে বিশ গুণ বেশি ছিলো। জেনারেলরা তাদের সেনা দলকে এমনভাবে ভড়কে আর আগুন উত্তপ্ত করে দিলো যে, রোমকরাও পা জমিয়ে লড়তে লাগলো। দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে মুজাহিদদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

অন্য দিকে জেনারেলরা চিৎকার করে বলতে লাগলো,

'এদেরকে হাতে গোনা যাচ্ছে। ঘেরাও করে এদেরকে খতম করে দাও।'

শহরের মহিলারাও তাদের সেনাদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে লোভনীয় কথাবার্তা বলতে লাগলো। হঠাৎ রোমীয়রা সব দরজা বন্ধ করে দিলো। মুসলিম সেনা দলের সিংহভাগই বাইরে রয়ে গেলো।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন,

শহরের ভেতরে রয়ে যাওয়া মুজাহিদরা লড়াই অব্যাহত রাখলো। আর ধীরে ধীরে দরজার দিকে হটতে লাগলো। যাতে দরজা কোনভাবে খুলে দেয়া যায়।

একটা দরজা খুলে গেলো। কিভাবে খুলেছে ইতিহাসে এটার স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ভেতরের মুজাহিদরা আশা করছিলো বাইরের মুজাহিদরা এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

কিন্তু সেই দরজায় এতো বেশি রোমীয় ছিলো যে, বাইরে থেকে একজন মুজাহিদও ভেতরে আসতে পারলো না। বরং ভেতরে থাকা মুজাহিদদের ওপর এমন কঠিন চাপ এসে পড়লো যে, তারা এই দরজা দিয়ে বাইরে চলে এলো। আর এরপর মুহূর্তে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

মুসলিম অমুসলিম সব ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, শহরের ভেতরে যাওয়া মুসলিম সেনারা তো বাইরে এসে গেলো। কিন্তু ভেতরে আরো চার মুসলিম সেনা রয়ে গেলো।

এদের মধ্যে সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন। আর অন্য দুজন ছিলো সাধারণ সৈনিক।

এই চারজন এমন ক্ষিপ্রতা ও উম্মত্ততা নিয়ে লড়ছিলেন যে, একজন রোমীও তাদের সামনে আসার সাহস পাচ্ছিলো না।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা মতে একেকজন এক হাজার সেনার বীরত্ব নিয়ে লড়ছিলেন। এই চারজনের লড়াই দেখে রোমীয় জেনারেলদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।

মজার ব্যাপার হলো, রোমীদের কেউ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিনতো না। কোন রোমীয় জেনারেল জানতো না এই চারজনের মধ্যে একজন সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আর এর মধ্যে একজন সালারও আছে।

ওরা যদি সামান্য একটু টের পেতো তাহলে তো রোমীয়রা সে মুহূর্তেই যুদ্ধের ময়দানের চালকের আসনে বসে যেতো। কিংবা জানবাজি রেখে লড়াই করে তাদেরকে পাকড়াও করে সন্ধির জন্য বাধ্য করতো।

আসকাফে আযম কীরাস তো বিশাল এক ধনভাণ্ডার এজন্য ঢেলে দিয়েছেন। মুসলিম সিপাহসালারকে যাতে কতল করে দেয়া হয়। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিলো সিপাহসালারকে কতল করতে পারলে নিমিষেই মুসলিম বাহিনীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে।

যদি তিনি জানতেন এর মধ্যে একজন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাহলে তো এই চার জনকেই হত্যার নির্দেশ দিতেন। কারণ, তার কাছে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামটা ছিলো এক আতংক জাগানিয়া নাম।

আর তাকে কেউ না চেনাটা ছিলো আল্লাহ তাআলার অপার সাহায্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

এই চারজন ভীষণভাবে লড়ছেন। রোমীয়রা এদেরকে সাধারণ সিপাহী ভেবে তাদেরকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলো না। তাছাড়া রোমীয়রা দেখে নিয়েছে তাদের দুর্গ শহর এখন নিরাপদ। সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদেরকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাদের তীরান্দায বাহিনী। এখন বাইরে থেকে হামলা আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

এতো বিশাল ফৌজের জন্য এই চারজনকে কাবু করা তেমন কোন ব্যাপার ছিলো না। চারজনকে চারটি তীর মেরেও ঘায়েল করা অতি মামুলি ঘটনা ছিলো।

এই চারজন লড়ছিলেন প্রাচীরের গায়ে এক প্রকার হেলান দিয়ে। আর রোমীয় ফৌজ তাদেরকে ঘেরাও করার জন্য সামনে থেকে এগিয়ে আসছে।

রোমীয়রা তাড়াহুড়া করছিলো না। কারণ, তারা জানতো এই চারজনের অবশেষে মরতে হবে। ওরা বরং এখন ফূর্তির মেজাজ নিয়ে এই দৃশ্য দেখছে। শহরের লোকদেরও এই দৃশ্য দেখতে বেশ ভালো লাগছে।

এদেরকে কিভাবে মারা হবে এই নিয়ে অনেকে ভাবতে লাগলো। তলোয়ার দিয়ে মারা হবে নাকি বর্শা দিয়ে? নাকি তীরবিদ্ধ করে।

কিন্তু এক বয়োজ্যেষ্ঠ জেনারেলের মাথায় অন্য চিন্তা এলো। সেই জেনারেল তার সেই সেনাদেরকে সেখান থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলো যারা এই চারজনকে কাবু করার চেষ্টা করছিলো।

এখন এই চারজন এক সাথে দাঁড়িয়ে আছে সারা শহরের লোক ও সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বড় কৌতুহল নিয়ে এই চারজনকে দেখছে। তাদের কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এর চেয়ে মজার দৃশ্য আর হতে পারে না।

ধীরে ধীরে সেই জেনারেল এই চার মুজাহিদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তবে খুব কাছে ভিড়লো না। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাড়ালো। তারপর বললো,

'শান্ত হয়ে দাঁড়াও তোমরা। তোমাদের সেনা ছাউনিতে আমাদের কিছু লোক কয়েদ হয়ে আছে। আমরা তোমাদেরকে প্রাচীরের ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। ওখান থেকে তোমাদের সিপাহসালারকে ডেকে বলো আমাদের লোকদেরকে ছেড়ে দিতে। আমরাও তোমাদেরকে সসম্মানে ছেড়ে দিবো।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার চেহারা এমন কায়দায় ঢেকে রেখেছিলেন যে, তার শুধু চোখ দেখা যাচ্ছিলো। তার একমাত্র আশংকা হচ্ছিলো তাকে না আবার ওরা চিনে ফেলে।

কিন্তু রোমীয়রা তার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছিলোই না। যাহোক উনারা রোমীদের এই প্রস্তাব সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমরা কোন শর্তের ওপর অস্ত্র সমর্পণ করি না। আমরা জান দিয়ে দিই এবং আল্লাহর সামনে মাথা ঝুকিয়ে দেই নিঃশর্তভাবে।'...

'যদি তোমরা এটাকে বীরত্ব মনে করো যে, আমাদের চারজনকে হত্যার জন্য তোমাদের পুরো বাহিনীকে আমাদের ওপর ছেড়ে দিবে তাহলে আমরা সবার সাথে এক সঙ্গে লড়তে রাজি আছি। আমরা লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলে আমাদের কোন আফসোস থাকবে না।'

এই জেনারেল ছিলো রোমী। রোমীয়রা তো আসল লড়াকু যুদ্ধবাজ জাতি ছিলো। লড়াকু কাউকে বীরত্ব নিয়ে কোন কথা বললে সে সেটা বরদাশ করতে পারে না।

এই রোমী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথায় বেশ অপমানিত বোধ করলো। তার মনে এটা গভীরভাবে রেখাপাত করলো। জেনারেল মনে মনে স্বগোতিক্ত করলো,

'না না। এটা তো হতে পারে না যে, চারজন সৈন্যকে পাকড়াও করার জন্য বা মারার জন্য পুরো সেনাবাহিনীকে তাদের ওপর লেলিয়ে দেয়া হবে। এটা তো কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো জেনারেল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললো,

'তাহলে আমার একটা শর্ত মানতে হবে। আমি এক কমান্ডারকে তোমাদের মোকাবেলায় দাঁড় করাচ্ছি। তোমাদের যে কেউ তার মোকাবেলা করতে পারবে।'...

'আমার লোক যদি তোমাদের লোককে মেরে ফেলে তাহলে আমরা তোমাদের সাথে যা ইচ্ছে তাই করবো। আর যদি আমার লোক তোমাদের লোকের হাতে মারা পড়ে তাহলে আমি ওয়াদা করছি তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো।'

চার জনই এই শর্ত মেনে নিলো। বললো,

'যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী ও লড়াকু যোদ্ধা তাকে নিয়ে এসো।'

জেনারেল চলে গেলো কাউকে বাছাই করে আনতে। ওদিকে মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিস ফিস করে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'এই রোমীর মোকাবেলা আমি করবো।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন,

'মুসাল্লামা ভেবে দেখো। এর আগে তুমি লজ্জার মুখে পড়েছিলে। এক রোমীয় তোমাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছিলো। আরেক মুজাহিদকে আল্লাহ তোমার সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরও তুমি নিজ থেকেই মোকাবেলা করতে চাচ্ছো।'

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'মুহতারাম সিপাহসালার। আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি মারা গেলে আমাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু এই সুযোগ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই মোকাবেলা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ইচ্ছার কথা এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, তিনি আর তাকে নিষেধ করতে পারলেন না। অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ওদিকে যে রোমীকে ময়দানে নামালো সে যেমন ছিলো বিশাল দানবের মতো এক পাহাড়। তার ঘোড়াটিও ছিলো তেমনি কালো পাহাড়। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘোড়ার চেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বড়।

ওই ঘোড়া যখন একটু এগিয়ে এলো তখন মনে হলো যমিনে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। খোদ রোমীয় জেনারেলও কেঁপে উঠলো। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে তাকালো করুণার চোখে।

পর্বত সদৃশ সেই রোমীর হাতে চকচকে একটি বর্শা। আর মুসাল্লামার হাতে তলোয়ার। সবাই জানে একটি বর্শার সামনে কয়েকটি তলোয়ার নিয়েও পেরে উঠার কথা নয়। তারপরও মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

দু'টি ঘোড়াই একটু দূরে চলে গেলো। একটু থামলো। পেছন দিকে মোড় নিলো। ঘুরেই দুটি ঘোড়া পরস্পরের দিকে ছুটতে শুরু করলো। রোমীয় তার বর্শা সামনের দিকে তাক করে রেখেছে।

আর মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার তলোয়ার উদ্যত অবস্থায় ধরে রেখেছেন। সবাই নিশ্চিত হয়ে গেছে দুজনেই যার যার অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাবে। কিন্তু তলোয়ারের আঘাত লাগার আগেই বর্শার আঘাতে তলোয়ারধারী বিদ্ধ হয়ে যাবে।

তবে আল্লাহ তাআলা যদি নগদ সাহায্য না করেন মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর কয়েক মুহূর্তের মেহমান মাত্র।

দুই ঘোড়া একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। কাছাকাছি আসতেই মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিকে এমনভাবে ঝুকে পড়লেন যেনো তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। ওদিকে রোমী তার বর্শা দিয়ে মুসাল্লামাকে আঘাত করে বসেছে।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে ঝুকে পড়াতে রোমীয়র বর্শার আঘাত তার দেহের ওপর দিয়ে চলে গেলো। তিনি যদি এমন না করতেন তাহলে সেটা তার পিঠ বা পেটকে এতক্ষণে এফোড়ওফোড় করে দিতো।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়ার লাগাম সজোরে টেনে ধরলেন। ঘোড়া সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো। সেখান থেকেই আবার ঘোড়াকে পেছন দিকে ঘুরালেন।

এদিকে রোমীয় মাত্র তার ঘোড়াকে থামাতে যাচ্ছিলো। তারপর তাকে পেছন দিকে ঘুরাতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। গতি তীব্র করে দিলেন।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘোড়া এখন উল্কা বেগে ছুটছে। রোমীয় মাত্র তার ঘোড়ার মুখ ঘুরাবে। এর মধ্যে তিনি রোমীয়র কাছে পৌঁছে গেলেন।

রোমীও মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে ফেলেছে। তাকে মারার জন্য বর্শা উচিয়ে ধরছিলো।

কিন্তু এর মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমীয়র বর্শা উদ্যত হাতের বগলের তলায় তলোয়ারটি বর্শার মতো করে মেরে দিলেন। তলোয়ারের আঘাত এমন ভীষণ জোরে রোমীর বগলের নিচে গিয়ে লাগলো যে, সেটা বুক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

একমাত্র মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্ষিপ্রতার কাছে রোমীয় পরাস্ত হলো। রোমীর হাত থেকে বর্শাটি পড়ে গেলো। মুসাল্লামা আরো ক্ষিপ্রতায় তলোয়ারটি রোমীর দেহ থেকে টান দিয়ে বের করে সেটা আবার রোমীর পিঠে গেঁথে দিলেন।

রোমীর যে বাহুতে আঘাত পেয়েছে সেটিতো এখন নিঃসাড় হয়ে তার দেহের সাথে ঝুলে আছে। মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবারো সেই বাহুতে তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। কাঁধ থেকে তার হাতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সাথে সাথে রোমীও ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিজয় বেশে দর্শকদের মাঝখান থেকে ঘোড়া নিয়ে একবার ঘুরে এলেন।

সবাই নির্বাক নিঃস্তব্ধ হয়ে মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে তাকিয়ে রইলো। কেউ কল্পনাও করেনি তাদের এই দানবের সাথে খর্বকায় এক মুসলমান এতো সহজে জিতে যাবে।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন পদাতিক বাহিনীর সালার। এখানে যখন আসেন তখন তার কাছে কোন ঘোড়া ছিলো না। রোমীয় জেনারেল বেশ কয়েকটি ঘোড়ার মধ্যে তাকে যেকোনো একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়।

তিনিও তার জন্য একটা ঘোড়া বেছে নেন। কিন্তু ঘোড়া ও তার আরোহী দুজনই দুজনের কাছে অপরিচিত। এমন হলে ঘোড়াকে বাগে আনা খুবই অসাধ্য কাজ। বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে তখনই এমনভাবে কাবু করলেন যে, তার ইশারায় চলতে ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে গেলো।

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তার সঙ্গীরা এগিয়ে এলেন। তিনি আশা করেননি রোমীয় জেনারেল তার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমীয় জেনারেলকে বললেন,

'হে রোমের বিখ্যাত জেনারেল। পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তির দেশের সেনাবাহিনীর জেনারেল। এতো বড় যুদ্ধ শক্তির জেনারেল কখনো তার ওয়াদা খেলাফ করে না। তোমার ওয়াদা মতে কি আমরা মুক্ত?'

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে জেনারেল বললো,

'হ্যাঁ। আমি ওয়াদার বরখেলাফ করবো না। আমি এটা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না যে, তোমাদের বীরত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। যাও তোমরা মুক্ত।'

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিলেন। কারণ, এটি রোমীদের ঘোড়া। রোমীয় জেনারেল এসে বললো,

'এই ঘোড়া তুমি তোমার সাথে নিয়ে যাও। এটাকে পুরস্কার মনে করো।'

মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'ধন্যবাদ জেনারেল। আমরা এভাবে পুরস্কার গ্রহণ করি না। আমরা লড়াই করে জিতলে দুশমনের ঘোড়া ও মালে গনীমত নিজেরাই নিয়ে নিই। তুমি আমাকে সম্মান করেছো বলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এটা অনেক দিন মনে রাখবো।'

দর্শকরা দরজা থেকে সরে গিয়ে এই চারজনকে যাওয়ার পথ করে দিলো। চারজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুর্গ থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে পড়লেন। অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন,

'মুসাল্লামা। তুমি সেদিন লড়াইতে হেরে যাওয়ার পর আমি তোমাকে বাজে কথা বলেছিলাম। আজ তুমি আমার সেই রাগকে ধুয়ে ফেলেছো। আজ তুমি আমাদেরকে নয় রোমীদেরকেও দেখিয়ে দিয়েছো তুমি সত্যিই এক অসাধারণ যোদ্ধা।'...

'আমি আমার জীবনে তিনটা ভুল করেছি। দুটি ভুল করেছি জাহেলি যুগে। আর তৃতীয় ভুলটা করেছি তোমার মতো এক বীর শ্রেষ্ঠকে বিদ্রূপ করে। খোদার কসম, চতুর্থ ভুলটি যেনো না করি আমি সেই চেষ্টাই করবো।'

দুর্গ থেকে কিছু দূরে মুসলিম সেনা দলের প্রতিটি সদস্য দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। যদিও সেনা দলের নেতৃত্ব এক সালার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিলো শহরের ওপর এখন হামলা করা হবে না অপেক্ষা করা হবে।

সবাই তো ধরে নিয়েছে সিপাহসালার ও অন্য সবাইকে রোমকরা বন্দি করেছে বা কতল করে দিয়েছে। যেকোন একটার সংবাদ যেকোন মুহূর্তে চলে আসবে। এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো পুরো মুসলিম সেনা ছাউনিতে।

হঠাৎ সবার চোখ কপালে উঠলো। নিজের চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারলো না। দৃষ্টির ধোকা মনে করলো প্রথমে। তারপর অনেকে চোখ কচলাতে শুরু করলো। কেউ কেউ নিজেকে চিমটি কাটলো স্বপ্ন না বাস্তব চোখে দেখছে এটা নিশ্চিত হতে।

সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুসহ চারজনকে যখন দেখলো সেনা দলের কাছে চলে এসেছেন তখন তাদের অজান্তেই তারা তাকবীর ধ্বনি করে উঠলো। তাকবীর ধ্বনি আর শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো।

প্রায় সবার চোখই আনন্দ-অশ্রুতে ভরে উঠলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন,

'ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী বন্ধুরা। কয়েকদিন আগে আল্লাহ তাআলা আমাকে খুনিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আর আজ আমাদের চারজনকে দুর্গের ভেতরে রোমীদের জ্বালানো জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার করেছেন।'...

'এটা আল্লাহ তাআলার ইশারা। তিনি আমাকে বাচিয়েছেন ইস্কান্দারিয়া জয় করার জন্য। তাই আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি ইস্কান্দারিয়া আমাদের। এই শহর তিনি আমাদেরকে দান করবেন।'

আবারো আল্লাহু আকবার শ্লোগানে চার দিক মুখরিত করে তুললো। প্রত্যেকের জোশ জযবা আরো পর্বত স্পর্শী হয়ে উঠলো। নিজেদের মধ্যে তারা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি অনুভব করলো।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারপর তার তাবুতে চলে গেলেন। তাবুতে এসে সব সালারকে তার এখানে ডাকলেন। সবাই আসলে ইস্কান্দারিয়ায় চূড়ান্ত হামলার ছক আকতে শুরু করলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন,

'এখন আর দেরি করা যাবে না। আর সময় অপচয় করা যাবে না।'

এক সালার বললেন,

'ইস্কান্দারিয়া শহরের অবস্থা আর রোমকদের হেডকোয়ার্টার বযনতিয়া সম্পর্কে তো আমরা তাজা কোন খবর জানি না। যদি জানা যায় তাহলে আমাদের পরিকল্পনা সাজাতে আরো সুবিধা হবে।'...

'এজন্য আমি বলছিলাম যেসব রোমীয় কয়েদী আমাদের কাছে আছে তাদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাও আছে। দিন দুয়েক হয় তাকে বন্দি করা হয়েছে। তাকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন.

'তাহলে সেই রোমীয় সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠাও।'

একটু পর এক মধ্য বয়স্ক লোককে তাবুতে হাজির করা হলো। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন,

'তুমি যদি সঠিক তথ্য দিতে পারো তাহলে তোমাকে নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দেয়া হবে।'

রোমীয় সেনা কর্মকর্তা বললো,

'মাননীয় সিপাহসালার। সবার আগে আমি নিজ থেকেই একটা কথা স্বীকার করছি যে, এখানে আমি একজন বন্দি হলেও এ পর্যন্ত আমার সাথে কেউ বন্দিসুলভ আচরণ করেনি।'...

'একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে নিজের বারাকে যতোটুকু সম্মান আমি পাই এখানেও আমি সে সম্মান পেয়েছি। সত্যিই আমি এতোটা আশা করিনি। তাই আমি প্রাণের ভয়ে বা মুক্ত হওয়ার লোভে কোন কিছু বলবো না। নিজ তাগিদেই সবকিছু বলবো।'...

'বযনতিয়ার শাহী মহলের অবস্থা এখন যেকোন সময়ের চেয়ে খারাপ। শাহী মহলে যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিলো সেই মার্টিনাকে কতল করে দেয়া হয়েছে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন,

'আচ্ছা সেখান থেকে কি সেনা সাহায্য আসবে?'

সেনা কর্মকর্তা বললো,

'এর কোন সম্ভাবনাই নেই এখন। সেখানে তো একজন আরেকজনের রক্ত পান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন,

'ইস্কান্দারিয়ার অবস্থা কি এখন?'

সেনা কর্মকর্তা বললো,

'ইস্কান্দারিয়ার ভেতরের অবস্থা খুব ভালো নয়। রোমকরা অধিকাংশ মানুষের আস্থা হারিয়েছে। খোদ মিসরি ও বযনতিয়ার সেনাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিরোধ লেগে যাচ্ছে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আর কোন কিছু জানার প্রয়োজন ছিলো না। রোমীয় সেনা কর্মকর্তাকে সসম্মানে বিদায় করে দিলেন।

বযনতিয়ায় মার্টিনার খাস পরিচারিকা রেবেকার বাচ্চা যে রাতে তার কামরা থেকে লা-পাত্তা হয়ে যায় সে রাতে তো রেবেকার কাটলো আহাজারি করে আর বুক চাপড়িয়ে। ওর সাথে মার্টিনাও রাতভর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। অন্যান্য পরিচারিকাকে নানা হুমকি ধমকি দিতে থাকে।

পর দিন সকাল হাতেই রেবেকা ছুটে গেলো জাদুকরনির কাছে। সেখানে গিয়ে বুক চাপড়িয়ে বলতে থাকে তার বাচ্চাকে কে যেনো নিয়ে গেছে। তাকে যেভাবেই হোক বের করে দাও।

জাদুকরনি তার কাচের গোলা সামনে নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গি করে। বিভিন্ন মন্ত্র জপে বেশ কিছু সময় ধ্যান ধরে থাকে। তারপর মাথা উঠিয়ে গরগর কণ্ঠে বলে উঠে,

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার বাচ্চা বেঁচে আছে। আমাকে আরো কিছু আমল করতে হবে। তারপর তোমার বাচ্চা তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারবো।'

এ কথায় রেবেকা বেশ ভরসা পেলো। শান্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

বাচ্চা তো জাদুকরনির পাশের কামরায় ঘুমিয়ে ছিলো। তাকে বিভিন্ন ধরনের বনাজি ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিলো।

সে রাতেই রেবেকার বাচ্চার ওপর জাদুকরনি তার কালা জাদু শুরু করে দিলো।

সে রাতেই ঘটলো আরেকটি ঘটনা। শাহী মহলের রেবেকার মতো আরেক পরিচারিকার দুটি বাচ্চা ছিলো। একটার বয়স এক বছর। আরেকটার দুই বছর। সে পরিচারিকার নাম সিমলা।

এদিকে যখন জাদুকরনি রেবেকার বাচ্চার ওপর মন্ত্র পড়া শুরু করলো তখনই এই সিমলার বাচ্চা হঠাৎ করে চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিলো। এক বছরের বাচ্চা এমনভাবে ছটফট করতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো শাহী মহলের সবাই দৌড়ে এলো।

মার্টিনাও ছুটে এলো। শাহী ডাক্তারদেরকে ডেকে পাঠালো। ডাক্তার এসেই চিকিৎসা শুরু করে দিলো। আরো দুজন ডাক্তার এলো। কিন্তু চিকিৎসার প্রভাব মিনিট কয়েক রইলো। বাচ্চা কিছু সময় নির্জীব হয়ে পড়ে রইলো।

তারপর আবার তারস্বরে কাঁদতে লাগলো। এবার বাচ্চার গায়ের রঙ ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাতে লাগলো। কখনো ফ্যাকাশে কখনো লালচে কখনো কালচে আবার কখনো নীলচে রঙ ধারণ করতে লাগলো।

তিন ডাক্তারই হতভম্ব হয়ে গেলো। তাদের এই রোগের নাম জানা নেই। তারা কী চিকিৎসা করবে এই সলা পরামর্শ করতে করতে বাচ্চা নির্জীব হয়ে গেলো। তারপর আচমকা বাচ্চাটি একটি হেচকি তুলে নিথর হয়ে গেলো।

ডাক্তাররা ঘোষণা করলো বাচ্চা মারা গেছে। পরিচারিকা সিমলা তো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

পরের দিন গভীর রাতে রেবেকার বাচ্চার ওপর জাদুকর তার মন্ত্র পাঠ শুরু করে দিলো। আর এদিকে সিমলার দু বছরের বাচ্চারও সেই একই অবস্থা শুরু হলো।

বাচ্চা বুক ধরে ছটফট করে কাঁদতে লাগলো। বাচ্চাকে শাহী ডাক্তারদের কাছে নিয়ে গেলো সিমলা। মার্টিনাও তার সাথে গেলো। ডাক্তাররা বিভিন্ন ঔষধ দিলো। কিন্তু কোন কাজ হলো না। বাচ্চা মারা গেলো। ডাক্তাররা এবারও আবিষ্কার করতে পারলো না বাচ্চা কোন রোগে মারা গেছে।

সিমলা তো তার দুই বাচ্চা হারিয়ে উম্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে কোন শব্দ করলো না। তার বাচ্চা মারা যাওয়ার কথা নিশ্চিত হতেই সে রেবেকার কামরার দিকে ছুটতে শুরু করলো।

রেবেকার দরজায় গিয়ে জোরে খটখটাতে লাগলো সিমলা। রেবেকা হুড়মুড় করে উঠে দরজা খুলে দেখে সিমলা দাড়িয়ে আছে। সে ব্যকুল হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো,

'আমার বাচ্চা পাওয়া গেছে?'

সিমলা বললো,

'না রেবেকা। ভেতরে চলো। তোমার বাচ্চা কোথায় আমি বলছি।'

রেবেকা তার হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো,

'বলো বলো আমার বাচ্চা কোথায়? জলদি বলো।'

সিমলা কথা বলতে গিয়ে তার দু'চোখ ভরে জল এলো। চোখ মুছতে মুছতে বললো,

'মার্টিনার হুকুমে আমিই তোমার বাচ্চাকে নিয়ে গেছি। তখন মার্টিনা তোমাকে তার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। তোমার বাচ্চা যাতে আমি নির্বিঘ্নে নিয়ে যেতে পারি এজন্যই তোমাকে তার কাছে ডেকেছিলো।'...

'আমি তোমার বাচ্চা নিয়ে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখি। তারপর তুমি এলে আমি বাচ্চাকে মার্টিনার কাছে দিয়ে আসি। তারপর তোমার বাচ্চার কি হয়েছে তা আমি জানি না।'...

'আমাকে বোন মাফ করে দিয়ো। মার্টিনার হুকুম না মানলে তো সে আমাকে হত্যা করাতো। কিন্তু আমি তো এর শাস্তি পেয়ে গেছি। আমার মাত্র দুটি বাচ্চা ছিলো। দু'রাতে দুটি বাচ্চা মারা গেলো। বোন আমাকে মাফ করে দাও। আর মার্টিনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তোমার বাচ্চা সে কোথায় নিয়ে রেখেছে।'

রেবেকা রাগে কেঁপে উঠলো। প্রায় উম্মাদের মতো হয়ে গেলো। সিমলাকে সে কিছুই বললো না। মার্টিনার কামরার দিকে রওয়ানা দিলো। কিন্তু সিমলা তাকে জোর করে তার খাটে বসিয়ে দিলো। বললো,

'এই রাতে ওর কাছে যেয়ো না। ওর কাছে যদি বাচ্চা না থাকে তাহলে তাকে খুন করাতেও পারে।'

সারা রাত রেবেকা ছটফট করে কাটিয়ে দিলো।

পরের দিন সকালে মার্টিনার কামরায় গিয়ে হাজির হলো। মার্টিনা তখন ঘুমুচ্ছিলো। মার্টিনা যতো বড় কুচক্রি হোক সে তো অবশেষে একজন সম্রাটের স্ত্রী ছিলো। তার মর্যাদা এখানে একজন রানীর সমান। কেউ তাকে এভাবে জাগাতে পারে না।

এভাবে তার ঘুম ভাঙ্গাতে রেবেকার ওপর রেগে গেলো মার্টিনা। বললো,

'আমার ঘুম ভাঙ্গাতে তোমার সাহস হলো কি করে?'

মার্টিনার কথায় রেবেকার কোন ভাবান্তর হলো না। কাঁদতে কাঁদতে বললো,

'আমার বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।'

মার্টিনা ক্রোধে ফেটে পড়ে বললো,

'এই সকালে এসে কি বক বক করছো?

এবার অনুনয় করে বললো,

'দয়া করে আমার বাচ্চা ফিরিয়ে দিন।'

মার্টিনা আগের মতোই বললো,

'রেবেকা। তুমি কিন্তু আমার ওপর অপবাদ আরোপ করছো। এজন্য তোমার অনেক বড় শাস্তি হতে পারে।'

এবার রেবেকা আসল কথা বললো,

'সিমলা বলেছে আপনার নির্দেশে সে আমার বাচ্চা আপনাকে এনে দিয়েছে। এখন বলুন আমার বাচ্চা কোথায়?'

মার্টিনা রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাড়িয়ে বললো,

'দাঁড়াও এখনোই আমি সিমলাকে ডেকে আনছি। ওকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দেবো।'

রেবেকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো,

'ঐ বেচারির আরেকটি ছেলে কাল রাতে মারা গেছে। এতো আপনি জানেন। তাকে আর কী শাস্তি দেবেন?'

মার্টিনা যখন বুঝলো রেবেকা এখন প্রায় উম্মাদের মতো হয়ে গেছে তখন তার ভাব বদলে ফেললো। নরম সুরে কথা বলতে লাগলো। সে ইচ্ছে করলে রেবেকাকে এখনই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে পারে। কিন্তু তার বিবেক ভীষণ অপরাধী। রেবেকাকে অন্যভাবে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

খুব আদুরি গলায় বললো,

'রেবেকা বসো। দুআ করো আমার ছেলে যাতে বেঁচে থাকে। তুমি তো আরেকটি বাচ্চা পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি যা চাই তা তো আমি এসব না করলে আর পাবো না।'...

'আমি যা চাই তা পেয়ে গেলে তুমি আমার পরিচারিকা নও এই দেশের সম্রাজ্ঞী হবে। মাথা ঠান্ডা করে আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে কতো ভালোবেসেছি। তোমাকে আমার দাসী থেকে খাস সহকারি বানিয়ে নিয়েছি। আমার জন্য কি তুমি এতোটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না?'

মার্টিনা রেবেকাকে সব বলে দিলো। বললো,

'আজই জাদুকরনি তোমার বাচ্চার কলিজা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বের করে তার এক সাপকে খাইয়ে দেবে। এতে তোমার বাচ্চা মারা গেলেও আরেকটি বাচ্চা তো পেয়ে যাবে।'

মার্টিনা অরো বললো,

'আর দশ দিন পর আমার ছেলে শাহে রোম বনে যাবে। একদিক দিয়ে সে সিংহাসনে বসবে। আর অন্য দিকে ওর সাথে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। তুমি হবে শাহে রোমের রানী। বছর না ঘুরতেই তুমি আবার মা বনে যাবে।'

রেবেকা কিছু সময় মার্টিনার দিকে তাকিয়ে রইলো শূণ্য দৃষ্টিতে। তারপর তার ভেতরটা উম্মত্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে কী যেনো বললো। তারপর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে এলো।

এক মায়ের সামনে তার মাত্র এক মাসের বাচ্চার ব্যাপারে কী অবলীলায় এই মহিলা বলছে জাদুকরনি তার বাচ্চাকে মেরে তার কলিজা সাপকে খাইয়ে দেব। রেবেকা পাগল হয়ে গেলো।

মার্টিনা তার অবস্থা দেখে ভরকে গেলো। বললো,

'তুমি কতো কী চাও এই বাচ্চার মূল্য হিসেবে? দশ কলসি সোনা চাইলেও তা পাবে।'

উম্মাদের গলায় রেবেকো বললো,

'আমার সামনে তুমি সোনার পাহাড় এনে দিলেও তা আমি ছুঁয়ে দেখবো না। আমি আমার বাচ্চা চাইবো। আমার বাচ্চা এখনই এনে দাও।'

মার্টিনার মধ্যে শাহী হাবভাব ফুটে উঠলো। রোমের সম্রাজ্ঞীর আসনে নিজেকে নিয়ে গিয়ে গর্জন করে বললো,

'রেবেকা, তুমি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। না হয় তোমাকে কয়েদখানার অন্ধকারে নিয়ে ফেলবো। বাকি জীবন ওখানেই তোমাকে পচে গলে মরতে হবে।'

এ কথা বলে মার্টিনা রেবেকাকে ধরে নিজের দিকে ঘুরালো। তারপর ঘাড় ধরে ধাক্কা মারলো। কিন্তু রেবেকাকে তার জায়গা থেকে নড়াতে পারলো না। সে তার জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

সামনের দেয়ালের দিকে রেবেকার চোখ গেলো। সেখানে ঝুলছে হেরাকলের একটি তলোয়ার ও লম্বা ধরণের খঞ্জর। মার্টিনা এগুলো হেরাকলের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলো।

রেবেকা একেবারেই ভুলে গেলো সে মার্টিনার অধীনস্ত সামান্য এক পরিচারিকা। সে তো একেবারে পাগল হয়ে গেছে। বিদ্যুৎগতিতে সে দেয়ালের দিকে ছুটে গেলো। এক ঝটকায় হেরাকলের খঞ্জরটি নিয়ে নিলো।

খঞ্জরটি পর মুহূর্তেই কোষমুক্ত করলো। মার্টিনা হা করে রেবেকার কর্মকাণ্ড দেখছে। সে বুঝতে পারছে না এই মেয়ে খঞ্জর দিয়ে কী করবে? খঞ্জর দিয়ে যে রেবেকা কাউকে আঘাত করতে পারে সেটা কল্পনাও করলো না।

মার্টিনা কিছু বুঝে উঠার আগেই রেবেকা প্রায় ঈগলের মতো তার কাছে উড়ে এলো। পর পর তিনবার তার বুকে খঞ্জর মারলো। মার্টিনা এক চিৎকার দিয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো।

কয়েকবার তার দেহটা কেঁপে উঠলো। তার পর নিথর হয়ে গেলো। রেবেকা সেখানে দাঁড়িয়েই চিৎকার জুড়ে দিলো,

'আমার ছেলের খুনিকে আমি খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছি। আহ এখন আমি কিছুটা শান্তি পাচ্ছি।'

চিৎকারের শব্দে মার্টিনার কামরায় তখনই সিমলা ছুটে এলো। রেবেকাকে ধরে বললো,

'দোহাই রেবেকা। আর চিৎকার করো না। কিছু রাজ কর্মচারি ছাড়া তোমার চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। আমি কামরার বাইরে লুকিয়ে ছিলাম। কামরায় যা কথা হয়েছে তার সবই শুনেছি।'...

'তুমি এখনই জাদুকরের কাছে চলে যাও। হয়তো তোমার বাচ্চাকে এখনো হত্যা করেনি। যাও জলদি করো। না হয় তোমাকে সিপাহীরা পাকড়াও করে ফেলবে।'

এ কথায় রেবেকা নড়ে উঠলো। এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। তারপর ঘুরেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

শাহী মহলের দরজায় তখন দুজন প্রহরী ছিলো। তারা সবাই রেবেকাকে চেনে। তাকে ছুটে আসতে দেখলো। দেখলো কাপড়চোপড় রক্তাক্ত। তাই ওরা বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু রেবেকার কারো কথা শোনার সময় নেই।

প্রহরীরা পেছন থেকে ডাকতে লাগলো,

'দাঁড়াও রেবেকা। রেবেকা দাঁড়াও।'

রেবেকার দৌড়ের গতি আরো বেড়ে গেলো। ছুটতে লাগলো উর্ধ্বশ্বাসে।

মুসলমানদের যুদ্ধ যেহেতু রোমের সাথে। আর বযনতিয়া রোমের কেন্দ্রীয় রাজধানী। তাই এখানে মুসলমানদের কিছু গুপ্তচর থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কীরাস যখন ইস্কান্দারিয়ায় সেনাসাহায্য নিয়ে যায় তখন সব গুপ্তচর চলে যায়।

শুধু একজন গুপ্তচর রয়ে যায়। এটাও সিপাহসালারের নির্দেশে। তার নাম আয়মান আসকারী।

শাহী মহলের ভেতরের খবর নেয়ার জন্য আজই আয়মান শাহী মহলের কাছাকাছি একটা জায়গায় আসে। সেখানে তার নিযুক্ত করা এক কিবতী খ্রিস্টান মাত্রই শাহী মহলের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে চলে গেছে।

আয়মান তখন দাঁড়িয়ে ছিলো গাছগাছালিতে ছাওয়া একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। সেখান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তার ঘোড়ায় সওয়ার হতে যাবে এ সময় আচমকাই দেখলো একটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর তাকে ধাওয়া করছে দুই রোমীয় সিপাহী।

আয়মান আসকারী বুঝতে পারলো মেয়েটিকে তারা পাকড়াও করার জন্য তার পিছু নিয়েছে। আয়মান কি করবে না করবে ভাবতে ভাবতে মেয়েটি সেই ঝোপের কাছে এসে হোচট খেয়ে পড়ে গেলো।

মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠতে যাবে ওমনিই দুই রোমীয় সিপাহী এসে তাকে ধরে ফেললো। ধরেই তাকে টানাটানি শুরু করে দিলো। এক সিপাহী তাকে ধমকে ধমকে বলতে লাগলো,

'রেবেকা, তুমি চলো আমাদের সাথে। আমরা জানি তুমি মালিকায়ে মার্টিনাকে কতল করে এসেছো।'

রেবেকা সাপের মতো ফুসে উঠে বললো,

'শয়তানরা আমাকে ছেড়ে দে। আমি তোদের সাথে যাবো না। আমার ছেলেকে জাদুকরনি মেরে ফেলছে। তাকে বাঁচাতে হবে।'

সিপাহী তবু ছাড়লো না। তাকে টেনে হেচড়ে উঠাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু রেবেকা মাটি আকড়ে পড়ে থাকলো। হঠাৎ রেবেকা ক্ষেপে উঠে সিপাহীর গালে সজোরে চড় মেরে বসলো। আচমকা এমন চড় খেয়ে সিপাহী রেবেকাকে ছেড়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে রেবেকা উঠে পড়ে দৌড় দিতে পা বাড়ালো। কিন্তু দ্বিতীয় সিপাহী এসে তাকে ধরে ফেললো। প্রথম সিপাহী ক্রোধে তখন ফুসছিলো। তার সঙ্গীকে বললো,

'এই মেয়েকে তো এমনিই মেরে ফেলা হবে। মার্টিনার খুনি সে। আমরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পরই ওকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। চলো এর আগে ওর দেহের তেজ মিটিয়ে দিই। আমার গায়ে হাত তুলেছে। শাহী মহলের এমন মাল তো আমরা জীবনেও পাবো না।'

দ্বিতীয় সঙ্গী রেবেকার হাত ধরা অবস্থায় খুশিতে আটখানা হয়ে বললো,

'আরে দোস্ত মনের কথাটি বলেছো। এমন জিনিস তো কোন দিন কাছ থেকেও দেখিনি। চলো এই ঝোপটার ভেতরে নিয়ে যাই।'

দু'জনে এবার রেবেকাকে টেনে হেচড়ে ঝোপের ভেতর নিয়ে যেতে লাগলো। আর রেবেকা ছোটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বলশালি দুজন পুরুষের সাথে তো তার পেরে উঠার কথা নয়। সে এবার অনুনয় করে বলতে লাগলো,

'দেখো ভাই, আমার বাচ্চার কাছে নিয়ে চলো। আমি যদি আমার বাচ্চাকে জীবিত পাই তাহলে আমি আজীবন তোমাদের বাদী হয়ে থাকবো। তখন আমাকে নিয়ে যা খুশি তোমরা করো।'

বলতে বলতে ওরা রেবেকাকে ঝোপের ভেতরের খোলা একটা জায়গায় নিয়ে গেলো।

আয়মান আসকারী পুরোটা দৃশ্য এতক্ষণ ধরে দেখেছে। রেবেকাকে ওরা এখন তার মাত্র কয়েক কদম দূরে নিয়ে এসেছে তাদের আদিম কুপ্রবৃত্তি আর লালসা মেটানোর জন্য। আয়মান একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার তলোয়ারটি কোষমুক্ত করে নিলো।

দুই রোমীয় সিপাহী রেবেকাকে মাটিতে চিত করে ফেলে দিয়েছে। রেবেকা হাউমাউ করে কাঁদছে আর তার ছেলের কথা বলছে। কিন্তু দুই পাষণ্ডের কানে যেনো তালা লেগে গেছে।

দুজনই রেবেকার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে টানাটানি শুরু করলো। ঠিক তখনই আয়মান আসকারী সেখানে উদ্যত তলোয়ার নিয়ে যমদূত হয়ে হাজির হলো।

ঝুকে পড়া এক সিপাহীর পাছায় সজোরে একটা লাথি মারলো আয়মান। সিপাহী এক দিকে ধড়াম করে পড়ে গেলো। অন্য সিপাহী সাথীর আচমকা এই ধরাশায়ী অবস্থা দেখে পিছন ফিরে তাকালো। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

আয়মান আর সময় নষ্ট করলো না। এই সিপাহীর হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠার আগেই তলোয়ারের এক কোপে তার ধর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো।

কারণ, সে শুনে ফেলেছে এই মেয়ে মার্টিনাকে খুন করেছে। যে কারণেই মার্টিনাকে খুন করুক এটা তো অনেক বড় হত্যাকাণ্ড। মার্টিনা শাহী মহলের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। তার খুনিকে তো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা।

আর এরা দুজন দ্রুত এই মেয়েকে নিয়ে ফিরে না গেলে আরো সিপাহী তাকে খুঁজতে আসবে। সুতরাং এদের ব্যবস্থা করে এই মেয়েকে এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে।

তাছাড়া মেয়েটি তার বাচ্চার কথা বলছিলো। যাকে কেউ বন্দি করে রেখেছে। এখানেও বড় কোন রহস্য আছে। সেটা পরে জানলেও চলবে। আগে তার বাচ্চাটাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় সিপাহী যাকে আয়মান পাছায় লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো। সে তার সঙ্গীর এমন আচমকা মৃত্যু দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। তার হাতে কোন অস্ত্রও নেই। অস্ত্র তারা ঝোপের বাইরে রেখে এসেছিলো। এক অবলা নারীকে ভোগ করার জন্য তো আর অস্ত্রের দরকার নেই।

দ্বিতীয় সিপাহী প্রাণ বাচানোর জন্য উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু এর আগেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আয়মান তার কাছে পৌঁছে গেলো। তাকেও যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো।

আয়মান আর দেরি করলো না। লাশ দুটো যদিও ঝোপের ভেতরে। খুব সহজে কেউ দেখবে না। কিন্তু তাদের পায়ের চিহ্ন দেখে কেউ খুঁজতে চাইলে এদিকে চলে আসতে পারে।

তাই সে তার ঘোড়ার জিনে বাধা শ্যাডল ব্যাগ থেকে করাতের মতো একটা জিনিস বের করলো। সেটা দিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ থেকে দ্রুত পাতা কাটতে লাগলো।

কয়েকটা পাতাসুদ্ধ ঢালও কাটলো। রেবেকা এতোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, কাপড়চোপড় ঠিক করে আয়মানের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওতো এমনিই বেশ বুদ্ধিমতি মেয়ে। তাই আয়মান কি করছে সেটাও সে তাড়াতাড়ি বুঝে নিলো।

দ্রুত হাত চালিয়ে এক সিপাহীর ওপর পাতা ও ডালের স্তূপ দাঁড় করাতে লাগলো। এক সিপাহীর লাশ এমনভাবে ঢেকে দিলো যে, কাছে এসেও কেউ বুঝতে পারবে না এখানে কারো কোন লাশ আছে। দ্বিতীয় লাশটিও একই ভাবে পাতা ও ডাল দিয়ে ঢেকে দিলো। এবার আয়মানও তাকে সাহায্য করলো।

আয়মান কোন ভূমিকায় না গিয়ে রেবেকাকে জিজ্ঞেস করলো,

'তোমার বা আমার পরিচয় নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আগে বলো তোমার বাচ্চা কোথায়? কে তাকে আটকে রেখেছে?'

রেবেকার তো পুরো ব্যাপারটাই অলৌকিক লাগছিলো। শাহী মহলের দুই শক্তিশালি সিপাহীকে হত্যা করে তাকে তাদের হাত থেকে বাচিয়েছে। তাকে এখন বলছে তার ছেলে উদ্ধারেও সাহায্য করবে। এতো খোদার পাঠানো কোন ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।

যাক এখন এসব ভাবার সময় নেই। ঐ বুড়ি জাদুকরনি না জানি বাচ্চা নিয়ে কী করছে? মেরেই ফেলেছে কিনা, না না সে আর ভাবতে পারছে না। তার আবার বুক ভেঙ্গে কান্না আসলো।

কান্নায় বুজে আসা কণ্ঠে বললো,

'এখান থেকে সামান্য দূরে এক জাদুকরনি আছে সে আমার বাচ্চা নিয়ে গেছে।...'

আয়মান তাকে বাধা দিয়ে বললো,

বিস্তারিত পরে শোনা যাবে। যেকোন সময় আরো সিপাহী চলে আসতে পারে। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।'

বলেই আয়মান তার ঘোড়ার জিন থেকে বড় একটা চাদর বের করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললো,

'এটা গায়ে জড়িয়ে নাও। যাতে তোমার রক্তাক্ত কাপড় দেখা না যায়। আর এমনভাবে জড়িয়ে নাও যাতে দূর থেকে কেউ দেখে তোমাকে মেয়ে বলে ঠাওড়াতে না পারে।'

চাদরটা নিয়ে দ্রুত রেবেকা নিজেকে মুড়িয়ে ফেললো। আয়মান তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটালো রেবেকার নির্দেশ করা পথে। একটু পরই জাদুকরনির আস্তানায় পৌছে গেলো ওরা।

বুড়ি জাদুকরনির অস্তানা একটা গ্রাম থেকে একটু দূরে খোলা একটা জায়গায়। ওরা গিয়ে দেখলো বুড়ির বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। ঘোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো আয়মান।

ঘোড়া থেকে নেমে সতর্ক পায়ে ওরা জাদুকরনির কামরার দিকে এগিয়ে গেলো। রেবেকা জানে কোন কামরায় বসে বুড়ি জাদু টোনা করে। ইশারায় আয়মানকে সে কামরাটা দেখালো।

কামরা ভেতর থেকে লাগানো। আয়মান দরজায় মৃদু টোকা দিলো। রেবেকা উত্তেজনায় রীতিমতো কাঁপছিলো।

কামরার ভেতর থেকে কোন সারা শব্দ এলো না। আয়মান এবার আরো জোরে টোকা দিলো। এবার দরজা খুলে গেলো। বুড়ি জাদুকরনি তার কুচকানো মুখটা বকের মতো বের করে খন খনে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

'কাকে চাই?'

আয়মানের পেছনে রেবেকা। রেবেকাকে বুড়ি দেখতে পায়নি। দেখলেও এক নজরে চিনতে পারতো না। আয়মান বুড়িকে দেখেই আতকে উঠলো। কেমন পৈশাচিক চেহারা। রাজ্যের অশুভতা যেনো তার চেহারায় ভর করেছে।

আয়মান গলা খাকারি দিয়ে বললো,

'বুড়ি মা। একটা সমস্যায় পড়েছি। তাই ...'

বুড়ি এবার দরজা থেকে সরে গিয়ে উদার গলায় বললো,

'এসো এসো। ভেতরে এসো।'

বুড়ির পেছন পেছন আয়মান কামরায় ঢুকলো। তার পেছনে ঢুকলো রেবেকা।

কামরায় ঢুকেই অনুসন্ধানী চোখে রেবেকা খুঁজতে লাগলো তার বাচ্চাকে। এই কামরায় এক কোনায় একটা খাট থাকার কথা। খাটটা দেখতে পেলো। খাটের মাঝখানে ছোট কোল বালিশের মতো পড়ে আছে একটা জিনিস। রেবেকা নিশ্চিত হলো এটা তার বাচ্চা।

বুড়ি সেই খাটের কাছে গিয়ে মেঝেতে পাতা বড় একটা চাটাইয়ের ওপর বসে পড়লো। বসেই রেবেকাকে দেখতে পেলো। তার মুখটা ঢেকে থাকায় চিনতে পারলো না তাকে।

তাই আয়মানকে জিজ্ঞেস করলো,

'এটা কে তোমার সাথে? একটা মেয়ে না?'

একেবারে কাছে চলে আসাতে রেবেকা এবার ভালো করে দেখতে পাচ্ছে তার বাচ্চাকে। ঘুমিয়ে আছে। কোন নড়াচড়া নেই। বাচ্চাকে কি বুড়ি মেরে ফেলেছে?

আয়মান জবাব দেয়ার আগে রেবেকা তার মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলে বললো,

'এই বুড়ি দেখো আমাকে চিনতে পারো কিনা?'

বুড়ি রেবেকাকে দেখে আঁতকে উঠলো। যেনো তাকে তার কালনাগে ছোবল মেরেছে।

বুড়ি খরখরে গলায় জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি এখানে? কী নিতে এসেছো?'

রেবেকা বুড়িকে কোন সুযোগ না দিয়ে এক ছুটে বাচ্চার কাছে চলে গেলো। তারপর বাচ্চাকে ছো মেরে তার কোলে নিয়ে নিলো। তারপর দাতে দাত পিষে বললো,

'নিমক হারাম বুড়ি দেখছিস না কী নিতে এসেছি? তোকে আমিই তো মার্টিনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। কলসি ভরা সোনা তুই আমার কারণেই পেয়েছিস। আর তুই আমার বাচ্চাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিস তার কলিজা কালনাগিনীকে খাওয়াবে বলে? তোর মতো কীট তো দুনিয়ায় থাকার যোগ্য না। দুধের শিশুকে খুন করে তুই তোর জাদু শক্তি দেখাতে চাস?'

বুড়ি কি বলবে সেটা বুঝতে পারলো না। রেবেকা আয়মানের দিকে তাকিয়ে ইংগিত করলো বুড়িকে খতম করে দিতে।

আয়মানের হাত শুরু থেকেই তলোয়ারের ওপর ছিলো। রেবেকার ইঙ্গিত পেয়ে আয়মান তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিলো। বুড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

বুড়ি এবার ভয়ে কেপে উঠলো। তার সামনে রাখা কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পাঠ শুরু করে দিলো।

আয়মান যখন খোলা তরবারি নিয়ে বুড়ির ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেলো বুড়ির মন্ত্র পাঠ থেমে গেলো। তার চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠলো। কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বললো,

'এই ছোকরা ছুকরি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোরা হয় পাথর হয়ে যাবি। না হয় কুকুর কুকুরনি হয়ে যাবি। আর এই ছুকরি, তোর এই বাচ্চাকে আমি কালা জাদু করে মেরে ফেলেছি।'...

'দেখছিস না কোন নড়া চড়া করছে না। কোসতানিস মরে যাবে। আর মার্টিনা রোমের সম্রাজ্ঞী হবে। তারপর মুসলমানরা মিসর ছেড়ে পালাবে। আর আমি পাবো বিশাল এক ধনভাণ্ডার।'

বলেই বুড়ি পিশাচের মতো হাসতে লাগলো।

বুড়ির কথা শুনে আয়মান বাচ্চাটাকে রেবেকার কোল থেকে আলতো করে তার কোলে নিয়ে নিলো। বাচ্চার তো আর নাড়ি দেখা যায় না। কিন্তু আয়মান দেখলো বাচ্চার শরীর যথেষ্ট গরম।

এর অর্থ হলো বাচ্চা মরেনি। বুড়ি জাদুকরনি তাদেরকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। কিন্তু বাচ্চা নড়ছে না কেনো? তাহলে কি বুড়ি এমন কোন জাদু করেছে যাতে বাচ্চা নড়তে পারছে না।

আয়মান আর দেরি করলো না। দরূদ শরীফ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়তে শুরু করলো। বুড়ি ও রেবেকা বোকার মতো আয়মানের দিকে তাকিয়ে রইলো। তবে রেবেকা বুঝতে পারলো এই যুবক তার ধর্মের লোক নয় এবং সে রোমীও নয়।

আয়মান সূরা ফাতিহা পাঠ করে বাচ্চাকে ফুকে দিলো। তবুও বাচ্চা নড়লো না। যেভাবে ছিলো সেভাবেই রইলো।

এদিকে বুড়িও মুখটা পিশাচের মতো করে বিড় বিড় করে কি যেনো পড়তে লাগলো। রেবেকা বুঝতে পারলো বুড়ি আবার তার বাচ্চাকে বান মারার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু তার কেনো জানি মনে হলো বুড়ি আর এখন কোন কিছু করতে পারবে না।

আয়মান এবার চার 'কুল' পাঠ করতে শুরু করলো। রেবেকার কাছে শুনতে বেশ ভালো লাগছে।

পাঠ করা শেষ হলে আয়মান আবার দরূদ শরীফ পড়ে বাচ্চাকে ফুকে দিলো। কিন্তু এবারও নড়লো না। আয়মান বাচ্চাকে ধরে একটু আলতো করে ঝাকি দিলো।

হ্যাঁ এবার বাচ্চা নড়ে উঠলো। তারপর মুখ দিয়ে গোঙ্গানির মতো আওয়াজ করলো। তারপর হঠাৎ বিকট চিৎকারে কেঁদে উঠলো।

খুশিতে রেবেকা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বাচ্চাকে আয়মানের কোল থেকেই চুমুতে শুরু করলো। মায়ের কোলে আসতেই বাচ্চা শান্ত হয়ে গেলো।

রেবেকা বাচ্চাকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলো। সম্ভবত বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।

এদিকে বুড়ি তো হতভম্ব হয়ে গেলো। তার এতো বড় জাদু এই ছোকরা মাত্র কয়েক মিনিটে খতম করে দিলো?

আয়মান আর দেরি করলো না। এই বুড়িকে বাঁচিয়ে রাখলে আরো বহু মায়ের কোল খালি হবে। আর কতো মায়ের কোল না জানি এই বুড়ি খালি করেছে। কতো মানুষের জীবনের সর্বনাশ করেছে।

বুড়ি আয়মান আর রেবেকার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো,

'এই তোরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে মরবি। তোদের বাচ্চাও মরবে। আর ছোকরা তো দেখি মুসলমান। মুসলমানদের কোরআন পড়েছে। তবুও তোর রেহাই নেই। মরতে তোদের হবেই।'..

'শয়তানের বাদশাহ্ স্বয়ং আজাজিল সাগরের নিচ থেকে রওয়ানা দিয়েছে। জানের মায়া থাকলে বাচ্চাকে রেখে পালিয়ে যা। আর না হয় মারা পড়বি নির্ঘাত। তোরা তারপর ভূত হয়ে যাবি। তারপর তোদের অশান্ত আত্মাকে আমি বন্দি করে রাখবো।'

আয়মান কঠিন কণ্ঠে বললো,

'এই বুড়ি তোর জাদুর এতোই শক্তি যদি থাকতো তাহলে যে জাদু দিয়ে তুই এই বাচ্চাকে মেরে ফেলেছিলি সে জাদু কোথায় গেলো? তোর জাদুর কারণে নাকি মার্টিনা রোমের সম্রাজ্ঞী বনে যাবে।'...

'সম্রাজ্ঞী তো দূরের কথা তোর জাদু তো ওকে বাঁচিয়েই রাখতে পারলো না। সে কি কবরে গিয়ে মরাদের রানী হবে?'...

'এই রেবেকা নিজ হাতে তাকে কতল করে এসেছে। দেখছিস না তার কাপড়ে এখনো মার্টিনার রক্ত লেগে আছে? তোর জাদুর শক্তিতে নাকি মুসলমানরা মিসর ছেড়ে পালাবে। তোর ঘরেই তো এক মুসলমান তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'...

'পারলে তাকে মিসর বা বযনতিয়া থেকে নয়, তোর ঘর থেকে বের করে দে।'

এর মধ্যে রেবেকা তার বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে চলে এসেছে। বাচ্চা এখন শান্ত হয়ে তার কোলে ঘুমুচ্ছে।

আয়মান দেরি করলো না। কারণ, যেকোন সময় রোমীয় সৈন্যরা চলে আসতে পারে। তলোয়ারটা উঠিয়ে এক কোপে বুড়িকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলো। আর বললো,

'কোথায় তোর শয়তানের বাদশাহ? পেলে ওকেও শেষ করে দিতাম।'

ওরা কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে গাছের সাথে বাঁধা একটা তাগড়া ঘোড়া দেখতে পেলো। আয়মান সেটার বাঁধন খুলে দিয়ে রেবেকাকে বললো,

'তুমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও। কারণ, এই ঘোড়াটা অপরিচিত হওয়াতে তুমি এখনই ওকে বশ করতে পারবে না। কিন্তু আমি পারবো। আর তুমি চাদরটা এমনভাবে বাধো যাতে তোমাকে দেখলে কোন পুরুষ মনে হয়।'

ওরা মিসরের ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। দুটি ঘোড়া ছুটতে লাগলো উর্ধ্বশ্বাসে।

ইস্কান্দারিয়ার দুর্গ থেকে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তার তিন সঙ্গী যেদিন মুক্ত হয়ে এলেন এর তিন চার দিন পর আবার ইস্কান্দারিয়ায় হামলা করা হলো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পয়গামে বিশেষ ভাবে লিখেছিলেন,

'চূড়ান্ত হামলার সময় আমার পাঠানো চার সালারকে যাতে সৈন্য সারির সামনের দিকে রাখা হয়।'

সেই চারজন হলেনঃ

১. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

২. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

৩. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও

৪. হযরত মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

আমর ইবুনল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ মতো এই চার সালার সাহাবীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সৈন্য সারির সামনের দিকে রাখলেন।

পুরো সেনা দলই জানে শহরের প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো পাথর ও তীর বর্ষণ হবে। এগুলো থেকেও বাঁচতে হবে।

এদিকে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার তীরান্দায ইউনিটকে বিশেষ একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আগেই। এ জায়গাটা টিলার মতো উঁচু। আর গাছগাছালিতে ছাওয়া। প্রয়োজনে তীরান্দাযরা বিশাল বিশাল চওড়া গাছগুলোতেও উঠে পড়তে লাগলো।

এই তীরান্দাযরা শহরের প্রাচীরে যারা মিনজানীক থেকে পাথর বর্ষণ কাজে নিয়োজিত এবং যারা তীর ছুড়ছে তাদের ওপর সমানে তীর ছুড়তে লাগলো।

এই ব্যবস্থাপনার পরও আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনা দলকে বলে দিয়েছেন,

'প্রাচীর থেকে আসা তীর বর্ষণ ও পাথর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। জানবাজি লাগাতে হবে।'

সেনাদলের প্রত্যেকেই এই জানবাজি লাগানোর জন্য প্রস্তুত হয়েই ময়দানে নেমেছে।

মুসলিম সেনা দল যখন একযোগে এগিয়ে গেলো ইস্কান্দারিয়ার দুর্গের দিকে তখন প্রাচীরের ওপর থেকে সমানে মিনজানীকের পাথর উড়ে উড়ে আসতে লাগলো। সাথে সাথে তীরও আসতে লাগলো।

এর জবাব দিতে লাগলো মুসলিম তীরান্দাযরা। গাছে চড়ে যারা তীরান্দাযি করছিলো তাদের তীরগুলো বেশ কাজে লেগে গেলো। মিনজানিকে যেসব রোমীয় সৈন্য ছিলো তাদের কিছু তীর খেয়ে সেখান থেকে হটে গেলো।

সাথে সাথে রোমীয় কিছু তীরান্দাযও মুসলমানদের তীরে ঘায়েল হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু তারপরও প্রাচীর থেকে আসা তীরের সংখ্যা ছিলো অগণিত।

এর মধ্যে দিয়ে মুজাহিদরা যখন দেখলো সালাররা তাদের সেনা সারির সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মুজাহিদদের মনোবল আরো দ্বিগুণ হয়ে গেলো।

সালাররা তীর ও পাথর বৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন যেনো তারা লৌহ বর্ম পরে আছেন যাতে তীর লাগলেও কোন ক্ষতি করতে পারছে না। আসলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের গায়ে ফেরেশতারা কোন অদৃশ্য বর্ম পরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, তারা আল্লাহর নাম নিয়ে তীরের বাঁধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোমকরা সেই তাদের পুরনো চালই চাললো। সেটা হলো শহরের দরজা খুলে বিশাল সংখ্যক ফৌজ বের হয়ে মুজাহিদদের ওপর হামলে পড়া। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও এটাই চাচ্ছিলেন। আর তার বাহিনীকে এভাবেই বিন্যাস করেছেন।

রোমকদের ওপর হামলে পড়ার অর্থ এই নয় যে, পুরো বাহিনী নিয়ে একযোগে আক্রমণ করলো। বরং সালাররা তাদের প্রত্যেকে ইউনিটগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। আর প্রত্যেক সালারের সাথে সিপাহসালারের যোগাযোগও অক্ষুণ্ন রাখা হলো।

রোমকরা যখন শহরের দরজা খুলে বাইরে বের হলো তখন সাথে সাথে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালারদেরকে বিশেষ নির্দেশনা পাঠিয়ে দিলেন। সে মতে মুসলিম ফৌজ ডানে বামে ছড়িয়ে পড়লো। আর সম্মুখভাগের সৈন্যরা সোজা এগিয়ে গেলো। কিন্তু দুর্গ থেকে বের হয়েই রোমকরা একযোগে হামলে পড়লো।

সিপাহসালারের পরিকল্পনা মতে রোমকরা হামলে পড়তেই মধ্য ব্যূহের মুসলিম সেনারা পিছু হটতে শুরু করলো। যাতে রোমকরা মনে করে মুসলিম সৈন্যরা রোমকদের হামলার ধরণ দেখে ভয় পেয়ে পিছু হটতে শুরু করেছে।

এতে রোমকরা আরো এগিয়ে এসে হামলা শুরু করলো। রোমকরা এগিয়ে আসাতে তাদের মধ্যে ও শহরের দরজার মধ্যে বেশ ব্যবধান তৈরি হলো। আর এটাই চাচ্ছিলেন সিপাহসালার আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

এতে আরেকটি সুবিধা হলো যে, রোমকরা প্রাচীর থেকে দূরে চলে আসাতে তাদের গায়ে যাতে পাথর ও তীর না লাগে এজন্য প্রাচীরের ওপর থেকে তীর ও পাথর ছোড়া বন্ধ হয়ে গেলো।

এদিকে লড়াই ক্রমেই কঠিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিতে লাগলো। পবিত্র কোরআনের যে বানী- আল্লাহ তাআলা যখন চান কোন কাজ হয়ে যাক তখন শুধু ইশারা করেন তা হয়ে যায়- এখানে যেনো তাই ঘটতে লাগলো।

সিপাহসালার ও অন্য সালারদের প্রত্যাশা এতো আকাশচুম্বীও ছিলো না যে, আজই মুসলিম সেনারা ইস্কান্দারিয়া ঢুকে পড়বে। বরং এখানে রোমকদের বিশাল সংখ্যক সৈন্যের হামলার অবস্থা বলছিলো মুজাহিদরা এতো নগন্য সৈন্য নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হবে।

এধরণের লড়াইয়ে এতো দিনে মুজাহিদদের বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কখন কি করতে হবে লড়াইয়ের পরিস্থিতি কখন কোন দিকে মোড় নেবে সেটা তাদের নখদর্পণে চলে এসেছিলো।

সিপাহসালার আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমকদের ডান ও বাম ব্যূহের ওপর হামলা করার হুকুম দিলেন। এতে দু দিকের সৈন্যরা মধ্য ব্যূহের দিকে চেপে গেলো।

মধ্য ব্যূহের সৈন্যরা লড়ছিলো যেমন, তেমনি তাদের পেছনে শহরের দরজার দিকেও মাঝে মধ্যে খেয়াল রাখছিলো দরজা না আবার অরক্ষিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু দুই দিকের সৈন্যদের চাপের কারণে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তু এখন হয়ে উঠলো মধ্য ব্যূহের সৈন্যরা। এতে রোমকদের পদাতিক সৈন্যরা তো নিজেদের সৈন্যদের ঘোড়ার নিচে পিষ্ঠ হতে লাগলো।

শুরু হয়ে গেলো মরণ চিৎকার চেচামেচি। এতে রোমকরা টেরই পেলো না তাদের পেছন দিকে মুজাহিদরা পৌছে গেছে।

মুসলিম সেনা দলের ভালো একটা অংশ রোমকদের পেছন দিকে চলে গেলো। তাদের সামনে এখন ইস্কান্দারিয়া শহরের খোলা দরজা। দরজা দিয়ে আরো রোমক সৈন্য বের হচ্ছে।

মুসলিম সেনাদেরকে যখন তারা এদিকে দরজার দিকে আসতে দেখেছে তখন তাদের উচিত ছিলো সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু তারা তা না করে আরো বেশি সংখ্যায় সৈন্য মোতায়েন করা শুরু করে দিলো।

সালাররা জানেন যেখানে কোন সুযোগ না থাকে সেখান থেকেও সুযোগ কিভাবে বের করে নিতে হয়। আর এখানে তো সুযোগ করে দিচ্ছে এই রোমকরা নিজেই।

মুজাহিদরা সালারদের হুকুমে দরজার ওপর হামলা চালালো। দুই পার্শ্ব ব্যূহ্য থেকে অধিক হারে সৈন্য বাড়াতে লাগলেন সালাররা।

দরজা দিয়ে যেসব রোমকরা বাইরে বের হতে লাগলো তাদেরকে বর্শা আর তলোয়ার দিয়ে কুপোকাত করতে লাগলো মুজাহিদরা। আর তারা দরজা দিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকতে লাগলো।

মুজাহিদরা বাইরে বের হওয়া রোমকদের সাথে লড়তে লড়তে শহরের ভেতরে সমানে যেতে লাগলো। এভাবে মুসলিম সেনা দলের বড় একটা অংশ শহরে ঢুকে পড়লো।

এটা দেখে বাইরে যেসব রোমীয় সৈন্য লড়ছিলো তারা বুঝতে পারছিলো না তারা পালিয়ে যাবে কোথায়? কারণ শহরের ভেতরের রোমীয়রা মুজাহিদদের সাথে লড়াইয়ের চেয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে দেয়াটা তাদের জন্য নিরাপদ মনে করতে লাগলো।

শহরের ভেতরের লড়াইয়েও মুজাহিদরা নিরংকুশ প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। আর বাইরের মুজাহিদরাও আরো দ্বিগুণ উৎসাহে রোমীয়দের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্চিলো।

খুব দ্রুতই রোমকরা নিজেদের সব মনোবল হারিয়ে দিক-বিদিক হয়ে যেতে লাগলো।

সালাররাও শহরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তাদের পেছনে অবশিষ্ট সৈন্যরাও ঢুকে পড়লো শহরে।

শহরের নিরস্ত্র লোকেরা দীর্ঘ অবরোধে এমনিতেই কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলো। নিজেদের ফৌজের জীবন মরণ অবস্থা দেখেও তারা তাদেরকে মোটেও সহযোগিতা করলো না।

এমনিতেই তো ওরা মুসলমানদের ভয়ে আতংকিত ছিলো। তাদের কাছে মুসলমানরা ছিলো কোন দৈব শক্তির অধিকারি সৈন্য দল। যাদেরকে দেখতে মানুষের মতো মনে হলেও আসলে তারা মানুষ নয়। তারা জিন জাতি বা তাদের উপজাতি।

শহরের সাধারণ মানুষদের ঘরে রোমক সৈন্যরা গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। কিন্তু লোকজন তাদেরকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে বাইরে বের করে দিতে লাগলো।

অথচ এই শহরে রোমকরা নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করতো। এটা ছিলো তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। এখানে থাকলে তারা নিজেদেরকে অজেয় মনে করতো।

ওরা মনে করতো এবং বিশ্বাস করতো এই শহরে কোন পরাশক্তিই কোন দিন ঢুকতে পারবে না। তাদেরকে শহর থেকে বের করবে তো দূরের কথা।

কিন্তু আজ সে শহরই তো তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। শহরের সাধারণ মানুষজনই তাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে দুশমনের হাতে তুলে দিচ্ছে।

সেদিনের সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই ইস্কান্দারিয়া শহর মুসলমানদের কব্জায় চলে এলো। রোমের ঝাণ্ডা নামিয়ে সেখানে ইসলামী ঝাণ্ডা উড়ানো হলো।

ইস্কান্দারিয়ায় পত পত করে উড়তে লাগলো ইসলামের সবুজ আর সোনালী ঝাণ্ডা।

কীরাস ও জেনারেল থিয়োডর সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অনুনয় বিনয় করে অনুরোধ করলো তাদেরকে যেনো তাদের ফৌজ নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

আমর ইবুনল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'তোমাদেরকে দুই মাসের সময় দেয়া হলো। এই দুই মাসের মধ্যে পুরো মিসরকে রোমীয় সৈন্য মুক্ত করতে হবে। সবাই জাহাজে করে সমুদ্রের ওপারে চলে যাও। একজনও যাতে এখানে না থাকে। একজনকেও পেলে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।'

ইস্কান্দারিয়া জয় করে সর্বপ্রথম আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে কাজটা করলেন সেটা হলো, তিনি তার এক নায়েবে সালার মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাকলেন। বললেন,

'মুআবিয়া। তুমি এখনই মদীনায় রওয়ানা হয়ে যাও। আমীরুল মুমিনীনকে ইস্কান্দারিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনাও।'

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পয়গাম নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে। আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'লিখিত কোন পয়গাম আর আজ দেয়া হবে না।'

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশ বিস্মিত হলেন। এটা দেখে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

'তুমি কি আরব নও? তুমি কি মৌখিকভাবে এই পয়গাম শোনাতে পারবে না?... যা তুমি দেখেছো এবং যেভাবে তোমরা লড়াই করেছো তাই শোনাবে আমীরুল মুমিনীনকে। আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও।'

ঐতিহাসিকরা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই শব্দগুলোই সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

তবে কেউ কেউ বলেছেন, ইস্কান্দারিয়া বিজয়ের কাহিনী ছিলো অনেক দীর্ঘ। এতো অল্প সময়ে এতো বিস্তারিত লিখে পাঠানো সম্ভব ছিলো না। তাই তিনি মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন। কারণ, তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা। আর ছিলেন অতি মেধাবী এক সাহাবী।

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। তীব্রগতিতে তিনি ঘোড়া ছুটালেন। একের পর এক মনযিল অতিক্রম করে তিনি মদীনায় পৌঁছলেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে তিনি মদীনায় যখন পৌঁছেন তখনই আমীরুল মুমিনীনের দরজার সামনে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু সে সময়টা ছিলো আমীরুল মুমিনীনের দুপুরের বিশ্রামের সময়।

দুপুরের খাবারের পর তিনি সামান্য সময় বিশ্রাম করতেন। এজন্য মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর দরজায় টোকা দিলেন না। তিনি দরজার বাইরে বসে পড়লেন।

একটু পর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক খাদেম বাইরে বের হলেন। তিনি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিনতেন না। তবে তার বেশ -ভূষা ও সামনে উট দাড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন এ লোক লম্বা সফর করে এসেছে।

খাদেম কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

'আপনি কোন ময়দান থেকে তো আসেননি?'

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমি সিপাহসালার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সংবাদ বাহক। এই মাত্র এসেছি। এটা আমীরুল মুমিনীনের বিশ্রামের সময়। আমি এতে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না।'

খাদেম কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলো। পর মুহূর্তেই আবার বাইরে বের হয়ে এসে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন আপনাকে জলদি ভেতরে যেতে বলেছেন।'

মুআবিয়া দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। আমীরুল মুমিনীন তার সাথে কুলোকুলি করলেন। তারপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'কী খবর নিয়ে এসেছো?'

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব বিনম্র কণ্ঠে বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইস্কান্দারিয়ায় বিজয় দান করেছেন।'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সশব্দে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তার সামনে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এর অর্থ হলো লিখিত পয়গামটা আমর হাতে দাও।

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'পয়গাম মৌখিকভাবে শোনাবো।'

আমীরুল মুমিনীন খাদেমকে ডেকে বললেন,

'আগে ওকে খাবার দাও। তারপর পয়গাম শোনা যাবে।'

মুআবিয়াকে বললেন,

'তুমি ভেতর থেকে পরিষ্কার হয়ে আসো। আরাম করে খাও। তারপর তোমার পয়গাম শোনা যাবে।'

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খাবার খাওয়ার পর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে মসজিদে নববীতে নিয়ে গেলেন। লোকদেরকে ডাকার ব্যবস্থা করা হলো।

তখন লোকদেরকে মসজিদে ডাকার রীতি ছিলো আযান দেয়া। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজনকে ডেকে বললেন,

'তুমি আযান দাও।'

আযান শুরু হতেই লোকজন মসজিদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আযান শেষ হতে হতে মসজিদ ভরে মসজিদের চত্বর ও এর আশে পাশের এলাকা ভরে গেলো।

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'এখন তোমার মৌখিক পয়গাম শোনাও।'

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উঠে উঁচু আওয়াজে ইস্কান্দারিয়া বিজয়ের বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন।

এতো স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে ইস্কান্দারিয়া বিজয়ের কাহিনী সবাই শুনছিলো আর ক্ষণে ক্ষণে তাকবীর ধ্বনি করে উঠতে লাগলো।

পুরো মদীনা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

আনন্দ উচ্ছলতায় আবেগে অনেকের চোখে পানি এসে গেলো। সেখানে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন।

তিনি তো প্রায় কেঁদেই ফেললেন। তার কান্না দেখে অনেকেই কাঁদতে শুরু করলো।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন,

'হে আল্লাহ, তোমার হামদ ছানা পাঠ করে শেষ করা যাবে না। তুমি আমার আশংকাকে ভুল প্রমাণিত করেছো। ইবনুল আসকে তুমি দীর্ঘজীবি করো।'

বলতে বলতে তিনি বসে পড়লেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা দেখে তাকে উঠালেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখও তখন ঝাপসা হয়ে এসেছিলো।

একটু পর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুকরানা নামায আদায় করলেন। তাকে দেখে মদীনার প্রায় সবাই শুকরানা নামায আদায় করলেন।

সবাই চলে গেলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। তার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুআবিয়া ইবনে হুদাইজকে জিজ্ঞেস করলেন,

'মুআবিয়া, তুমি এতো লম্বা সফর করে এসে আমার বাড়ির দরজায় কেন বসে পড়লে? ভেতরে কেনো ঢুকলে না?'

তিনি জবাব দিলেন,

'আমীরুল মুমিনীন, আমি তো জানতাম আপনি এই সময় সামান্য বিশ্রাম করেন।'

আমীরুল মুমিনীন জবাব দিলেন,

'না মুআবিয়া। তুমি ভুল শুনেছো। আমি শুধু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর আমল করার জন্য শুধু পিঠটা বিছানার সাথে লাগাই।'

'এ সময় আমি ঘুমাই না। আমার ঘুমানোর সময় কোথায়? দিনের বেলায় ঘুমুলে তো আমার জনগণের ক্ষতি হলো। আর রাতে ঘুমুলে আমার নিজের ক্ষতি হলো। খলীফা যদি ঘুমায় তাহলে চলবে কি করে মুআবিয়া?'

আরীশ থেকে ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত অসংখ্য শহরে, উপ শহরে, হাজারো দুর্গে শত শত সেনা ছাউনিতে পত পত করে উড়ছে ইসলামী ঝাণ্ডা। এর মধ্য দিয়ে সফর করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে আসছে আয়মান আসকারী।

তার সাথে আছে রেবেকা ও তার দুধের বাচ্চা।

আয়মান একেকটা শহর আর দুর্গ অতিক্রম করছে আর তার বুকটা গর্বে ভরে উঠছে। যে দেশটা কিছু দিন আগে ছিলো কুফরিস্তান। সে দেশের প্রতিটি বাকে বাকে এখন আযানের গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে।

আয়মান সেদিন বযনতিয়ার জাদুকরনির আস্তানা থেকে রেবেকাকে উদ্ধার করে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাতে থাকে। কারণ, তার আশংকা ছিলো রোমীয় সেনারা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করতে পারে।

বযনতিয়ার শাহী মহল থেকে শুধু সেই দুই সিপাহীই রেবেকাকে খুঁজতে বের হয়নি। মার্টিনার দেহরক্ষীদের কমান্ডার আরো চারজন সিপাহীকে চারদিকে ছুটিয়ে দেয়।

হারকিলিউনাস তো মার মৃত্যুর কথা শুনে পাগলের মতো তার কামরার দিকে দৌড়ে যায়। সেখানে সিমলা ছিলো। সিমলা তাকে সবকিছু খুলে বলে-কেন রেবেকা তার মাকে কতল করেছে।

হারকিলিউনাস যখন শুনলো তার বাচ্চাকে তার মা জাদুকরনির হাতে তুলে দিয়েছে তাকে হত্যা করে জাদু করার জন্য তখন তার মায়ের প্রতি এক ঘৃণায় তার মন বিষিয়ে উঠে।

সে আর তার মায়ের খুনিকে নিয়ে ভাবলো না। সে যতোই বুদ্ধিহীন হোক তার মায়ের আচরণে সে ভেঙ্গে পড়লো। কারণ, তার মাই ছিলো তার সবকিছু। সেই মা যখন এমন তাকে মেরে ফেললেই কি আর জীবিত রাখলেই বা কী?

আর কোসতানিসও জাদুকরনির এসব ঘটনা শুনে উঁচু কণ্ঠে বললো,

'মার্টিনার মৃত্যু অনেক জটিলতা খতম করে দিয়েছে।'

যে চার সিপাহী রেবেকাকে খুঁজতে গিয়েছিলো তারা একটু পরই ফিরে এলো। সেখানে তো মার্টিনার পক্ষের কোন সিপাহী ছিলোই না। বরং সেনাবাহিনীর লোকেরা মার্টিনার এ ধরণের মৃত্যুতে খুশিই হলো।

তাই রেবেকাকে আর কেউ খুঁজতে গেলো না। রেবেকাকে নিয়ে আয়মান অনেকটা নির্বিঘ্নে বযনতিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে পারলো।

পথে বেশ অনেক জায়গাতেই তাদেরকে তাবু ফেলতে হয়েছে। সে সব জায়গায় রেবেকা দেখেছে আয়মান তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার মতো এমন রূপসী মেয়েকে এমন একা পেয়ে এভাবে কোন টগবগে যুবক নির্বিকার থাকতে পারে রেবেকা সেটা কল্পনাও করেনি।

তারপর আবার তার জান বাঁচিয়েছে। তার বাচ্চার জান বাচিয়েছে। জাদুকরের কালা জাদুতে তার বাচ্চা তো নিশ্চিত মরেই গিয়ে ছিলো। আয়মান সে জাদু নস্যাৎ করে তার ছেলেকে বাঁচিয়েছে।

পথ চলতে চলতে ক্রমেই আয়মানের প্রতি রেবেকার মুগ্ধতা বেড়েছে। তাছাড়া আয়মান ছিলো এক আরব। দারুন সুপুরুষ ছিলো আয়মান। তাকে যেকোন মেয়ে দেখবে পছন্দ না করে পারবে না।

তারপর যদি সে পুরুষ মেয়েদের প্রতি এমন নির্বিকার থাকতে পারে তার প্রতি তো আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে।

একজন মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্টের প্রতি মুগ্ধতা তার ধর্মগ্রন্থের একটি মাত্র সূরার শক্তিমত্তার প্রভাব রেবেকা বেশি দিন আর চেপে রাখতে পারলো না।

মুসলমানদের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই শুনেছে। কখনো শুনেছে মুসলমানরা অতি হিংস্র। কখনো শুনেছে ওরা মানুষ নয়, জিন প্রেত জাতীয় কিছু। আবার শুনেছে মুসলমানরা আর যাই হোক বিজিত শহরের লোকদের ওপর অত্যাচার করে না।

কিন্তু আয়মানকে দেখে তার সব ধরণের ভুল ধারণাগুলো একেবারে সুধারণায় বদলে গেলো।

সফর যেখানে মুলতবি করে বিশ্রামের জন্য থেমেছে বা তাবু ফেলেছে সেখানে রেবেকা দেখেছে এবং আজীবন সে ভুলতে পারবে না যে, আয়মান তার ও তার ছেলের জন্য তাবু টানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাবু একটা হওয়াতে সে থেকেছে তাবুর বাইরে। চরম শীতের রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে আগুন জ্বালিয়ে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে আয়মান। একটি বারের জন্যও ভেতরে উকি দেয়নি।

প্রথম প্রথম রেবেকা অনেক পিড়াপিড়ি করেছে। কিন্তু আয়মানকে টলাতে পারেনি।

এক সময় রেবেকার মনে হলো আয়মানের মনে হয় পৌরুষই নেই। কিন্তু নিজের এই ধারনা নিজেই নাকচ করে দিলো। নিজেই বিড় বিড় করে বলতো,

'এটা হলো তার পৌরুষের শক্তি। এমন এক রূপসী মেয়েকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত এভাবে এড়িয়ে পাথর হয়ে থাকতে পারে অতি শক্তিমান কোন পুরুষই।'

প্রায় দেড় মাস লাগলো তাদের ইস্কান্দারিয়ায় পৌছতে। এর মধ্যে একদিন সকালে রেবেকা ঘুম থেকে উঠে আয়মানকে বললো,

'আয়মান, আমি একটা কথা বলতে চাই। তুমি অনুমতি দিলে বলবো।'

আয়মান তখন তাবু গুটাচ্ছিলো। রেবেকার দিকে না ফিরেই বললো,

'হ্যাঁ বলো। কোন কিছু বলতে চাইলে নির্দ্বিধায় বলবে। অনুমতির প্রয়োজন হবে না।'

রেবেকা অনুরোধের সুরে বললো,

'আমাকে কি মুসলমান বানাতে পারবে?'

আয়মান বললো,

'অবশ্যই।'

রেবেকা বললো,

'আচ্ছা আমার মতো পাপী তাপী এক মেয়ে যে নাকি মার্টিনার মতো এক মহিলার ছেলের রক্ষিতা হয়েছিলো তাকে কি ইসলাম তার ছায়ায় আশ্রয় দেবে?'

আয়মান এক গাল হেসে বললো,

'কী বলছো রেবেকা। ইসলাম তো পাপী পূণ্যবতী সবার জন্যই। তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার পূর্ব জীবনের সব পাপ তাপ মাফ করে দেয়া হবে।'...

'পাহাড় সমান বা সমুদ্রের জল রাশির সমান পাপও যদি কেউ করে তার ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে এমনভাবে ক্ষমা করেন যে, তাকে দুধের শিশুর মতো নিষ্পাপ বানিয়ে দেন।'...

'তুমি মুসলমান হয়ে গেলে তোমাকে মুসলমানদের সব ধরণের সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। তোমাকে আমাদের সেনাদলের নারী মহলের কাছে সোপর্দ করা হবে।'...

'তারা তোমাকে ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখিয়ে দেবে। যদি তুমি কারো সঙ্গে বিয়ে বসতে চাও আর যদি সে রাজি থাকে তাহলে তার সাথে তোমার বিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে। বিয়ে না হলে কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

এ কথা শুনে রেবেকা আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো। তার মতো একটা মেয়েকে এভাবে ক্ষমা করে দেবে যে ধর্ম সে ধর্ম তো সবচেয়ে সুন্দর ও সার্বজনীন ধর্ম। এ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া তো অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

রেবেকা আরো লক্ষ্য করেছে, ওরা তো মিসরে ঢুকে অসংখ্য মুসলিম শহর ও জনপদ পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথাও এমন হয়নি যে, তার দিকে কোন মুসলমান ভালো করে তাকিয়েছে।

শত শত যুবকের চোখ তার ওপর পড়েছে ঠিক কিন্তু তাদের দৃষ্টি তার দিকে একবারই পড়েছে। পর মুহূর্তেই এমনভাবে চোখ সরিয়ে নিয়েছে যেনো ভয়ালো কোন কিছু তারা দেখেছে।

তার উদ্ধারকারী আয়মান যেমন তার প্রতি নির্মোহ থেকেছে দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত। তেমনি প্রতিটি মুসলিমের চোখে সে এমন নির্মোহ আর এক বেগানা মেয়ের প্রতি অনাগ্রহ দেখেছে।

যে ধর্মের চারিত্রিক শক্তি এমন পাহাড়কেও টলিয়ে দিতে পারে মানুষ হয়ে থাকলে এবং মানুষের অপার সৌন্দর্য নিয়ে বাঁচতে চাইলে মুসলমান না হয়ে কীভাবে থাকতে পারবে একজন মানুষ?

এসব ভেবে রেবেকা অনুনয়ের সুরে বললো,

'আয়মান আমাকে তুমি মুসলমান বানিয়ে নাও।'

আয়মানরা সেদিন যেখানে তাবু ফেলেছিলো সেটা ছিলো এক পাহাড়ি প্রান্তরীয় উপত্যকা। এক দিকে ছিলো ঝর্ণার পানি থেকে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি টলটলে এক দীঘি। আয়মান তাকে বললো,

'তুমি তোমার বাচ্চাটাকে আমার কাছে দাও। আর ঐ ঝর্ণার ধারে গিয়ে ভালো করে পাক পবিত্র হয়ে এসো। তবে আসার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে আসবে। যদিও তুমি যথেষ্টই নিজের আবরুর ব্যাপারে সতর্ক। তবুও এখন তোমাকে সম্পূর্ণ পর্দা করে চলতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে শুধু দেহ নয় মুখটাও ঢেকে রাখতে হবে।'

আয়মানের কথা শেষ হওয়ার আগেই রেবেকা তার লম্বা উড়নিটা দিয়ে তার মুখটা ঢেকে ফেললো একেবারে কেতাদুরস্ত কায়দায়। আয়মান এটা দেখে হাসি লুকাতে পারলো না।

রেবেকা বেচারি লজ্জায় মাথা নামিয়ে দৌড়ে চলে গেলো ঝর্ণার ধারের দীঘিটায়। সেখানে নিচ্ছিদ্র আড়ালের ব্যবস্থা আছে প্রাকৃতিকভাবেই।

যখন রেবেকা ফিরে এলো তখন আর তাকে চেনার উপায় নেই। পুরো শরীরটাই সে ঢেকেঢুকে এসেছে। চোখের পাপড়িও দেখা যাচ্ছে না। আয়মান থেকে একটু দূরে সবুজ ঘাসের বসে পড়লো।

তারপর রিনরিনে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

'এখন আমাকে কি করতে হবে?'

আয়মান তার দিকে না তাকিয়ে বললো,

'আমি যা বলবো আমার সাথে সাথে তা পড়বে। ঠিক আছে?'

রেবেকা বললো,

'ঠিক আছে।'

আয়মান বললো,

'পড়ো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।'

রেবেকা স্পষ্ট কণ্ঠে পুরো কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো।

আয়মান তাকে সেখানেই অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় শিখিয়ে দিলো। তারপর পথে যেতে যেতে আট দশটা সূরা শিখিয়ে দিলো। প্রতিটি সূরা দু'তিনবার শুনেই রেবেকার মুখস্ত হয়ে গেলো।

ওর স্মৃতি শক্তি আয়মানকে দারুন বিস্মিত করলো। ওর প্রতি মুগ্ধতাও বাড়িয়ে দিলো।

আয়মান আবিষ্কার করলো রেবেকার ব্যাপারে তার মধ্যে এক ধরণের ভালো লাগাবোধ তৈরি হয়েছে। কিন্তু রেবেকার কাছে সেটা কোনভাবেই প্রকাশ করলো না।

এই বোধ রেবেকার মধ্যে আরো আগেই তৈরি হয়েছিলো। রেবেকাও সেটা চেপে রেখেছিলো। তাকে কিছু বলার সাহস পায়নি।

যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিংবা তাকে নিয়ে আর সফর করতে রাজি না হয়। তাহলে তো তার নূন্যতম সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রায় দেড় মাস পর ওরা ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছলো। রেবেকাকে মুসলিম সেনা দলের নারী ছাউনির ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তা শারীনার কাছে রেখে চলে গেলো সোজা তার উপরস্থ সালারের কাছে।

তার কাছে বয়নতিয়ার রিপোর্ট করলো। এর মধ্যে মার্টিনার হত্যার ঘটনা, রেবেকা ও তার বাচ্চার ঘটনা এবং সেখানে জাদুকরনিকে হত্যার কাহিনী ইত্যাদি সবকিছুই আয়মান যোগ করলো।

ওদিকে শারীনাকে দেখে রেবেকা চিনে ফেললো। রেবেকাকেও শারীনা চিনতে পারলো। শাহী মহলে থাকতে শারীনা রেবেকাকে খুব পছন্দ করতো। কিন্তু যখন তাকে মার্টিনা কব্জা করে নিলো তখন থেকে তার সাথের সখ্যতা অনেকটা ভাটা পড়ে যায়।

এখন যখন তার মুখে বয়নতিয়া থেকে এখানে আসার পুরো ঘটনা শুনলো এবং মার্টিনার খুনের কথা জানতে পারলো তার হত্যাকারি এই রেবেকা তখন তো শারিনা তাকে জড়িয়ে ধরলো।

রেবেকা মার্টিনার খুনি শুনে ক্যাম্পের প্রায় সব মেয়ে রেবেকাকে দেখতে এলো। সবাই তাকে বাহবা দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর শারীনা রেবেকাকে জিজ্ঞেস করলো,

'আচ্ছা রেবেকা। একটা সত্যি কথা বলবে?'

রেবেকা সহজ সুরে বললো,

'অবশ্যই। এখন আমার মিথ্যা বলে লাভ কি?'

শারীনা মুখে দুষ্টুমি নিয়ে বললো,

'আয়মান আসকারীকে তোমার কাছে কেমন মনে হয়?'

লজ্জায় রেবেকার মুখটা টসটসে আপেলের মতো হয়ে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে ছোট্ট করে বললো,

'ভালো। উনি খুব ভালো মানুষ।'

শারীনা বললো,

'তাহলে এই ভালো মানুষটার সাথে তোমাকে দড়ি বাঁধার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

রেবেকা মর্মে মর্মে আরো মরে গেলো। সে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

শারীনা হাদীদের মাধ্যমে খুব দ্রুত বিয়ে শাদি সংক্রান্ত সবকিছুর আয়োজন করে ফেললো।

সে রাতেই আয়মান আসকারির সাথে রেবেকার বিয়ে হয়ে গেলো।

ওদের জন্য ভিন্ন তাবুর ব্যবস্থা করা হলো। সেখানেই হলো ওদের কাংখিত বাসর।

—— সমাপ্ত ——

মুসলিম সেনা দলের অভিযাত্রা ইস্কান্দারিয়ার দিকে। অসংখ্য দুর্গবেষ্টিত শহর ইস্কান্দরিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন সেনা দল জয় করতে পারেনি। কিন্তু ইস্কান্দারিয়ায় যাওয়ার পথে আরো অনেক ছোট বড় শহর ও অজয় দুর্গ রয়েছে। জেনারেল থিয়োডর সেসব দুর্গ শহরে মুসলিম সেনাদলের জন্য হাজারো মরণ ফাঁদ পেতে রেখেছে। মুসলমানরা কি সে সব জয় করে ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত যেতে পারবে? দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান দিনগুলো। কিন্তু ইস্কান্দারিয়ার ধারে কাছেও যেতে পারছে না আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাহিনী। তাহলে কি মুসলমানরা এ অভিযানে ব্যর্থতার কালিমা নিয়ে ফিরে আসবে? রেবেকার দুধের বাচ্চাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে পিশাচ জাদুকর্নী। বাচ্চার কলিজা খাওয়াবে কালনাগিনীকে। তখন তার জাদুর শক্তিতে মুসলিম সেনাদল ধ্বংস হয়ে যাবে। আসলেই কি তাই ঘটবে?

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা